~*TIN GOENDA SERIES*~

Nishiddo Alaka By Rokib Hasan

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

তিন গোয়েন্দা

নিষিদ্ধ এলাকা

রকিব হাসান

কাউকে যেতে দেয়া হয় না ওখানে,
কারণ, ওটা নিষিদ্ধ এলাকা।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারাত্মক জীবাণু
অ্যানথ্রাক্স নিয়ে গবেষণা হয়েছে দ্বীপটায়।
বেড়াতে গিয়ে সেই দ্বীপের ওপর
নজর পড়ল তিন গোয়েন্দার।
জীবাণুর সঙ্গে যুক্ত হলো
সবুজ, সাদা, লাল আলোর কারসাজি।
মুসার ধারণা, জীবাণু-ভূতের কাণ্ড।
রহস্যের সমাধান না করে স্বস্তি নেই কিশোর পাশার।
বিপদের পরোয়া না করে সদলবলে
রওনা হলো সেই ভয়াল দ্বীপের উদ্দেশে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তিন গোয়েন্দা
নিষিদ্ধ এলাকা
রকিব হাসান

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা
নিষিদ্ধ এলাকা
রকিব হাসান

arnsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি কিশোর-কাহিনী

তিন গোয়েন্দা সিরিজ:

তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১ ও ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১ ও ২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়াল গিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১ ও ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারি, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন, বিষাক্ত অর্কিড, অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর অসহায়, সোনার খোঁজে, তুষারে বন্দি, বিপজ্জনক খেলা, রাতের আঁধারে, প্রেতের ছায়া, আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, বাড়ি জবরদখল, গোপন ফর্মুলা, সৈকতে সাবধান, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ, খেপা কিশোর, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর, তিন বিঘা, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো, গ্রেট কিশোরিয়োসো, গ্রেট মুসাইয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ, চাঁদের ছায়া, অপারেশন অ্যালিগেটর, প্রত্নসন্ধান, দুর্গম কারাগার, মানুষ ছিনতাই।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:

ষড়যন্ত্র ১ ও ২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

রোমহর্ষক সিরিজ:

যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘণ্টি, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:

মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানি, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব বস্তু, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

কিশোর হরর সিরিজ:

আতঙ্ক প্রেতাত্মা, রক্তমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা, জীবন্ত মমি, তান্ত্রিকের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত, অদৃশ্য বন্ধু, জাদুর ঘড়ি, অলৌকিক শক্তি, নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে, জল্লাদের হাসি, [illegible], সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা, ভুতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর, অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত, ঘুমালে বিপদ, আরেক পৃথিবী, ড্রাকুলার নিঃশ্বাস, বেতালের কান্না, জমির অভিশাপ, বিপজ্জনক বর্ম, ডাইনীর চোখ।

sumon@yahoo.com
www.murchona.com©

এক

'আবার বাজাও,' মুসা বলল।

বাজাল রবিন।

সাড়া নেই এবারেও।

বাড়ির সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বার বার বেল-পুশ টিপছে রবিন। বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজছে শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।

আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কিশোর বলল, 'গাড়ি তো একটা নিশ্চয় আছে তোমার ফুপুর, তাই না?'

'গাড়ি? আছে। কেন?' অবাক হলো রবিন।

'গ্যারেজটার দিকে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে। কি রকম ভাঙা। গাড়ি রাখা সম্ভব না। ড্রাইভওয়েতেও গাড়ি নেই। তারমানে তিনি বাইরে।'

তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। 'তাহলে কি করব?'

'তোমার ফুপুর বাড়ি, তুমি জানো, আমি আর কি বলব।'

'পেছন দিকে গিয়ে দেখা যেতে পারে। হয়তো ওদিকের দরজা

খোলা।'

কিন্তু পেছনের দরজায়ও তালা দেয়া।

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'আশ্চর্য! ফুপু জানে, আমরা আসব। বাড়িতেই তো থাকার কথা ছিল।'

'হয়তো রুটিটুটি আনতে গেছে,' মুসা বলল।

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'মনে হয় না। হঠাৎ করে কোন বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেছে হয়তো, দেখতে গেছে।'

'তা হতে পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সেই সম্ভাবনাই বেশি।'

মিস এনিড মিলফোর্ড একজন এস্টেট এজেন্ট–জমি, বাড়িঘর বেচাকেনার কাজ করেন। আগে ইয়র্কের একটা বড় অফিসে চাকরি করতেন। এখন ক্রেমলিতে এসে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছেন।

'মাত্র দুজন এজেন্ট তো এখানে,' রবিন বলল, 'তাই ফোন পেয়ে আর দেরি করেনি ফুপু, প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে কাল গেলে ব্যবসাটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত।'

'ওই যে, দোতলার একটা জানালা খোলা,' কিশোর বলল।

নিজের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বারান্দার একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল মুসা। 'তোমাদের যা ইচ্ছে করো। আমি আর কিছু মুখে না দিয়ে পারছি না।' ব্যাগ থেকে মার্স কোম্পানির চকলেট বের করে, রোদের দিকে মুখ তুলে দিয়ে কামড় বসাল। 'আহ্, ইংল্যান্ডের রোদ তো বেশ আরামের। চকলেটটাও মজা।'

জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। পাল্লা

সামান্য ফাঁক। চেষ্টা করলে পৌঁছানো যাবে ওখানে।

জানালার নিচের খুদে ব্যালকনিতে প্রায় ঠেকে রয়েছে একটা গাছের ডাল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন, 'ভার রাখতে পারবে আমার?'

'চিকনই তো মনে হচ্ছে,' ভরসা করতে পারছে না কিশোর।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। ব্যাগ-স্যুটকেস নামিয়ে রেখে গিয়ে গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। ঢুকে গেল ঘন পাতার আড়ালে। ওর ভারে কাত হয়ে গেল গাছ।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ভেঙে ফেলো না। নিশ্চয় এটা আন্টির শখের গাছ।'

সাজানো বাগানের অন্যান্য গাছগুলোর দিকে তাকাল সে। বাগান করতে যে পছন্দ করেন এনিড আন্টি, দেখেই বোঝা যায়।

ব্যালকনিতে উঠে গেল রবিন। ওখানে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে ভেতরে ঢুকতে সময় লাগল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিচে নেমে এসে সামনের দরজা খুলে দিল। দিয়েই বলল, 'যত বড় মনে করেছিলাম, জায়গাটা তারচেয়ে বড়। আর দৃশ্য…বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। কয়েক মাইল। দ্বীপটাও দেখলাম।'

দ্বীপের কথা শুনে কান খাড়া হয়ে গেল মুসার। 'তারমানে নৌকা নিয়ে চলে যাওয়া যাবে?'

'তা বোধহয় পারা যাবে না। ফুপু জানিয়েছে, ওটা নিষিদ্ধ এলাকা। কেন নিষিদ্ধ কে জানে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। আলোর মত কি যেন ঝিলিক দিচ্ছিল ওখানে।'

'হতে পারে কাচটাচে রোদ লেগেছিল,' কিশোর বলল। 'কিন্তু

নিষিদ্ধই যদি হবে, অন্য লোক গেল কিভাবে?...থাক, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। কোনখানে থাকব আমরা, দেখাও দেখি।'

বাড়িটা রবিনের জন্যে নতুন নয়, আগেও এসেছে। তবে মুসা আর কিশোরকে নিয়ে এই প্রথম ইংল্যান্ডের ফ্রেমলিতে এসেছে বেড়াতে।

দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। তিনটে ঘর দেখাল রবিন। এক সময় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার ছিল। দোতলায় রবিনের ফুপুর বিশাল বেডরুমটার তুলনায় অতিরিক্ত খুদে মনে হলো এগুলোকে। ঢালু ছাত। জানালার ওপরের দিকটা লেগে গেছে প্রায়। ছোট হলেও ফিটিংস আর আসবাবপত্র যা যা দরকার সবই আছে, আর বেশ সাজানো-গোছানো। দেয়ালের চমৎকার রঙ। প্রতিটি ঘরেই একটা করে ওয়াশবেসিন আছে। বাথরুম আছে, শাওয়ার আছে, এমনকি খুদে সিটিং-রুম, টেলিভিশন সেট আর গান শোনার জন্যে স্টেরিও সেটও আছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'খুব সুন্দর তো!'

খোয়া বিছানো রাস্তায় টায়ারের শব্দ হলো। দড়াম করে বন্ধ হলো গাড়ির দরজা।

'ওই যে, এসে গেছে ফুপু,' রবিন বলল। 'চলো, দেখি।'

দৌড়ে নিচতলায় নেমে এল ওরা। এনিড আন্টি তখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকছেন। ছেলেদের দেখে বললেন, 'সরি, বয়েজ, দেরি হয়ে গেল। অনেক আগেই আমার চলে আসার কথা ছিল। আটকে গেলাম।'

'তোমাকে না পেয়ে,' রবিন বলল, 'শেষে তোমার বেডরুমের

জানালা দিয়ে ঢুকেছি।'

'তাই নাকি! খুব কষ্ট হয়েছে তোদের বুঝতে পারছি,' গলাটা কেমন শুকনো মনে হলো এনিড আন্টির। রবিন লক্ষ করল, তাঁর হাত কাঁপছে। মুখ লাল। ঝগড়া করে এলেন নাকি কারও সঙ্গে? আশ্চর্য! ফুপুকে কখনও রাগতে দেখেনি সে।

'ফুপু,' পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। 'ও কিশোর...আর ও মুসা...'

'বলা লাগবে না, দেখেই বুঝেছি কে কোন জন,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বললেন এনিড আন্টি। 'এখন আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। কাপড় ছেড়ে গোসল করে আগে মানুষ হয়ে নিই।...ফ্রিজে খাবার আছে। ইচ্ছে মত খেয়ে নে। আমি আসছি।'

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন তিনি। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

রবিনের মুখ লাল। বিব্রত।

তাকে সহজ করার জন্যে কিশোর বলল, 'কিছু একটা হয়েছে আন্টির...চলো, খেয়ে নিই।'

*

আন্টি যখন ওপর থেকে নামলেন আবার, স্যান্ডউইচ হাতে টিভির সামনে বসে গেছে তিন গোয়েন্দা।

'বাহ্, জমিয়ে ফেলেছ,' খানিক আগের কর্কশ ভঙ্গিটা নেই আর এখন তাঁর মধ্যে। কিশোরের দিকে তাকালেন। 'তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি, তাই না? কিছু মনে কোরো না। ওই এস্টেট এজেন্টটার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি তো।'

amusumon@yahoo.com www.murchona.com

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহজ হয়ে গেল পরিস্থিতি।

এনিড আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিন, তোদের গোয়েন্দাগিরির খবর কি? লেটেস্ট কেসটার কথা বল।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। ছেলেদের খাওয়া শেষ হলে বললেন, 'এত দূর থেকে এসেছিস, কাহিল লাগছে না? যা, একটু গড়িয়ে নে-গে। তারপর আবার শুনব। আমি ইতিমধ্যে রান্নাটা সেরে ফেলি।'

*

সন্ধ্যার পর খাওয়া শেষ করে, এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো রান্নাঘরে রেখে আসতে লাগল ওরা, এই সময় জানালার কাঁচে পড়ল গাড়ির হেডলাইটের আলো। কয়েক সেকেন্ড পরই যেন উত্তেজিত হয়ে বাজতে শুরু করল দরজার ঘণ্টা।

ডিশ ওয়াশারে বাসন ঢোকাতে ঢোকাতে থেমে গেলেন এনিড আন্টি। দরজা খুলতে রওনা হলেন। কিন্তু তর সইছে না বেল-বাদকের। আবার বাজাল।

একটা ভুরু ওপরে উঠে গেল কিশোরের। 'তাড়া খুব বেশি মনে হচ্ছে লোকটার!...এসো, আমাদের কাজ আমরা শেষ করে ফেলি।'

টেবিল পরিষ্কারের কাজ চালিয়ে গেল ওরা। হলওয়েতে চড়া গলায় কথা শোনা গেল। শেষ কয়টা বাসন নিয়ে গিয়ে ডিশ ওয়াশারে রেখে এল কিশোর। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল লিভিং-রুমের দরজা। লম্বা একজন লোক ঘরে ঢুকল। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

পেছন পেছন এলেন আন্টি। কিশোরের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল লোকটা। আন্টিকে বলল, 'আরেকটা কথা, হ্যারল্ডদের ফার্মটা বিক্রির দায়িত্ব আমাদের দেয়া হয়েছে। আপনি এতে নাক গলাচ্ছেন কেন?'

'দেখুন, মিস্টার ফক্স,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন আন্টি, 'নাক গলানো আমিও পছন্দ করি না। ছয় মাস ধরে তো দিয়ে রাখা হয়েছে আপনাদের ফার্মের কাছে, কিছুই তো করতে পারেননি। আজ বিকেলে মিসেস হ্যারল্ড আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমি কোন সাহায্য করতে পারব কিনা। আপনাদের কি ইচ্ছে সারা জীবন ধরে ওটা বিক্রির আশা নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকুক মিসেস হ্যারল্ড?'

'দেখুন, আপনি এখানে নতুন এসেছেন,' শাসানির ভঙ্গিতে বলল ফক্স, 'ফ্রেমলিতে মাত্র ছয় মাস। আর হয়ার অ্যান্ড ফক্স কোম্পানির বয়েস জানেন কত? ষাট বছর।'

বাঁকা চোখে তাকালেন এনিড আন্টি। 'আপনার কি ষাট হয়েছে, মিস্টার ফক্স?'

মুখ লাল হয়ে গেল ফক্সের। কিশোরের মনে হলো, এখুনি ফেটে পড়বে। একটা অঘটনের ভয় করতে লাগল সে। এঁটো প্লেট হাতে নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল। ফিসফিস করে দুই সহকারী–বিশেষ করে রবিনকে বলল, 'তৈরি থাকো!'

হাসল রবিন। 'আমার ফুপুকে তুমি চেনো না। ভয় নেই। কিছু করতে পারবে না মিস্টার ফক্স।'

ডিশ ওয়াশারে বাসন-পেয়ালাগুলো সব ভরে রেখে, রান্নাঘর

anisuman@yahoo.com www.murchona.com

জানিয়ে দিতে, সম্পত্তি বিক্রির দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন তিনি। ক্রেগলি ফক্স তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। বাড়িতে আসার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল। কি আর করব। আসতে বললাম। এসে তো কি করল নিজের চোখেই দেখলে। যাই হোক, মিসেস হ্যারল্ডের সন্দেহ, তাঁর বাড়ি বিক্রিতে বাদ সাধছে বাইট কুনারের নতুন মালিক--শার্ক আর ব্যারাকুডা ওশন। ওরা দুই ভাই...'

'বাহ্, নাম তো রেখেছে দারুণ!' না বলে আর পারল না মুসা। 'শার্ক আর ব্যারাকুডা, সাগরের দুই হিংস্র প্রাণী। সাগরে বাস বোঝানোর জন্যেই বুঝি নামের শেষে ওশন যোগ করে দিয়েছে...'

'ওশনটা তো পদবী,' রবিন বলল।

'সেটাই তো বলছি। পদবীর সঙ্গে মিলিয়েই নাম রেখেছে। আরও কত প্রাণীই তো আছে সাগরে, নীরিহ প্রাণী, সেগুলোর নাম রাখলেও পারত। তারমানে দুই ভাই লোক ভাল না...'

'নাম খারাপ হলেই সব ক্ষেত্রে খারাপ হয় না মানুষ,' আন্টি বললেন। 'ভাবছি, দু'একদিনের মধ্যেই দেখা করতে যাব ওদের সঙ্গেও। মিসেস হ্যারল্ডের পড়শী যেহেতু...'

'আমাদের নেবেন?' কিশোর বলল।

'নিতে আপত্তি নেই, তবে আমি যাব ব্যবসার কথা বলতে। এ সময় তোমাদের সামনে থাকা উচিত হবে না। তার চেয়ে নিজেরাই যাও, ফার্ম দেখতে ইচ্ছে করলে দেখে এসো। বেড়াতে এসেছ, যত খুশি ঘোরো।'

*

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনতলার খুদে সিটিং-রুমে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা। ডায়মন্ড-শেপ জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে এসে কার্পেটে খোপ খোপ ছায়া সৃষ্টি করেছে চাঁদের আলো। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে ওরা। গ্যাসের আগুনের আভায় চেহারা দেখতে পাচ্ছে নিজেদের।

'আমার প্রশ্ন,' কিশোর বলল, 'ওই ক্রেগলি ফক্স লোকটা জমি বেচতে এনিড আন্টিকে বাধা দিচ্ছে কেন? নিজে সময় পেয়েছে ছয় মাস, তখন বেচল না কেন?'

হর্স অ্যান্ড হাউন্ড নামে একটা পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুলল মুসা, বইয়ের তাকে খুঁজে পেয়েছে ওটা। ঘোড়া নিয়ে একটা চমৎকার লেখা লিখেছে পত্রিকাটায়। হেসে বলল, 'হয়তো নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। ভেবেছে মহিলাদের ঘরে থেকে ঘরের কাজ করাই মানায় ভাল, বাইরে বেরিয়ে পুরুষের কাজে টক্কর দেয়া উচিত নয়।'

'তা বলেছ ভাল,' হেসে বলল রবিন।

'কাল একবার দেখতে যেতে চাই,' কাজের কথায় এল কিশোর। 'রবিন, জায়গাটা এখান থেকে কত দূর?'

'ঠিক বলতে পারব না। একবার তো মাত্র এসেছিলাম, বাবার সঙ্গে, বেশিদিন থাকিওনি। ঘুরতে পারিনি তেমন।'

'হুঁ, এতক্ষণে বুঝলাম,' মাথা দোলাল কিশোর, 'দ্বীপটার কথা, জীবাণু গবেষণার কথা আমাদের জানাওনি কেন। অবাকই লাগছিল আমার। জানই না তো জানাবে কি। যাই হোক,

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

রহস্যময় আলোর ঝিলিকটা…'

'এতে আবার রহস্য দেখলে কোথায়?' মুসা বলল, 'অতি স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা আছে এর।' হাই তুলতে লাগল সে। 'যাকগে, তোমরা গল্প করলে করো। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি গেলাম।' ম্যাগাজিনটা বগলদাবা করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ওর এই মাতামাতিটা বড় বেড়ে যায়,' রবিন মন্তব্য করল।

'মাতামাতি দেখলে কোথায়? ঘোড়া পোষে, সে-জন্যেই ঘোড়া সম্পর্কে কোন লেখা দেখলে…'

কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। চিৎকার শোনা গেল মুসার, 'কিশোর! রবিন! দেখে যাও, জলদি!'

লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা। দেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। মেঘমুক্ত গম্বুজের আকৃতির আকাশের নিচে যেন ঝুলে রয়েছে উজ্জ্বল চাঁদটা। দিগন্তে কালো ছায়ার মত লাগছে দ্বীপটাকে। আলোর রশ্মি ঝিলিক দিয়ে চলেছে ওখান থেকে: সাদা। সবুজ। সাদা। লাল।

মূল ভূখণ্ড থেকে তার জবাব গেল আলোর রশ্মি দিয়েই–তিন বার সবুজ, একবার সাদা। সাদা আলোটা জ্বলে থাকল সবুজের চেয়ে বেশি সময় ধরে।

দুই

পরদিন সকালে নিচে নেমে দেখল তিন গোয়েন্দা এনিড আন্টি বেরিয়ে গেছেন।

'রাতে অনেক ভেবেছি,' কিশোর বলল। 'ওই আলোর সঙ্কেত মোর্স কোড নয়। গাইড বুক দেখলেই মোর্স কোড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়–দেখে নিয়েছি। তাতে আলোর প্রয়োজন পড়ে না, ড্যাশ আর ডটের মধ্যে বিরতিও এতটা সময় ধরে দিতে হয় না। তবে মেসেজ যে দিয়েছে ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কাল বিকেলবেলা আমি যেটা দেখেছিলাম,' রবিন বলল, 'সেটা কিন্তু এমন ছিল না। বেশিক্ষণ দেখা যায়নি তো, রঙ বলতে পারব না। বেশ উজ্জ্বল ঝিলিক। তবে বোটের জানালার যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। 'আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। এসেই আমরা আলোর সঙ্কেত দেখে ফেললাম–দুই দুইবার, কিন্তু এখানকার আর কেউ দেখল না কেন?'

'আমরা হলাম গিয়ে গোয়েন্দা, দেখবই তো,' চোস্তারে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

আরেক টুকরো রুটি ভরে দিল মুসা। 'তা ছাড়া আর কেউ দেখেনি কে বলল তোমাকে? ভুলে গেছ, মিসেস হ্যারল্ডের কথা?'

'না, ভুলিনি,' আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমি ভাবছি, অন্য আর কারও চোখে পড়ল না কেন? জীবাণুর দ্বীপে আলোর সঙ্কেত, নিশ্চয় লোকে ওটার অন্য অর্থ করত। গুজব ছড়াত। জমি বেচাকেনার কাজ করেন এনিড আন্টি, লোকের সঙ্গে প্রচুর কথা বলতে হয়, নানা রকম মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। গুজবটা তাঁর কানে আসতই। আর এলে মিসেস হ্যারল্ড যে আলো দেখেছেন—এ কথা বলার সময় গুজবের কথাও কাল আমাদের বলতেন।'

'এমন হতে পারে,' মুসা বলল, 'শহর থেকে দেখাই যায় না আলোটা। পাহাড়ের জন্যে সাগরের দিকটা চোখে পড়ার কথা নয় শহরের লোকের। তা ছাড়া অনেক ওপরে, তিনতলা থেকে দেখেছি আমরা।'

'কিন্তু দোতলার জানালা থেকেও দেখেছি আমি,' রবিন বলল।

'তাহলে, প্রশ্ন জাগে,' কিশোর বলল, 'এনিড আন্টির চোখে পড়ল না কেন? তাঁর বেডরুম থেকেই তো তুমি দেখেছ।'

জানার একটাই উপায়—দোতলার যে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল রবিন, আবার সেটার সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখা। কিন্তু ঠেকায় পড়ে একজন মহিলার বেডরুমের জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকা, আর তাঁর বিনা অনুমতিতে ইচ্ছে করে ঢোকাটা এক কথা নয়। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিনজনে। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। তবে কৌতূহল দমাতে পারল না কোনমতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। ঘরটার মেজাজও এনিড আন্টির মতই ঠাণ্ডা আর আভিজাত্যে ভরা। দেয়াল, আসবাব, জিনিসপত্র বেশির ভাগই সাদা কিংবা ধূসর; গদির কাপড় আর ল্যাম্পের শেড গাঢ় নীল। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দেয়াল-সমান একটা ওঅরড্রোব। আরেক পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ডাবল-বেড খাট। এক কোণে আড়াআড়ি করে রাখা হয়েছে বিরাট এক ড্রেসিং টেবিল, কাছে একসারি জানালা, যেগুলো খোলে খুদে ব্যালকনিটার দিকে।

আরেকবার দ্বিধা করে মন থেকে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিল কিশোর। কাজটা সারতেই হবে। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আলোটা যখন জ্বলল, ঠিক কোনখানে ছিলে তুমি দেখাও তো।'

ঘর পেরিয়ে এগিয়ে গেল রবিন। 'এই জানালাটা খোলা ছিল।' ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পেছনে একটা জানালা দেখাল সে। 'এটা দিয়ে ঢুকছিলাম।'

'তারমানে ড্রেসিং টেবিলের পেছনে ছিলে তুমি, আলোটা যখন জ্বলল?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

ড্রেসিং টেবিলের পেছনের সরু ফাঁক দিয়ে ত্রিকোণ ছোট্ট জায়গাটায় ঢুকল কিশোর। জানালা দিয়ে দূরে তাকাল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বুঝে ফেলল সে, বেডরুম থেকে কেন আলোটা দেখতে পাননি আন্টি।

'সাধারণত ড্রেসিং-টেবিলের পেছনে দাঁড়াতে যায় না কেউ,'

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'সামনে দাঁড়ায়, কিংবা বসে, আয়নার দিকে তাকানোর জন্যে। কাছাকাছি জানালা থাকলে জানালা দিয়ে অবশ্যই বাইরে চোখ পড়ে। কিন্তু এই আয়নার পেছন থেকে দ্বীপের যে অংশটা চোখে পড়ে, সামনে দাঁড়ালে সেটা পড়ে না। ঘরের অন্য কোন জানালা দিয়েই পড়ে না।'

'তিন তলায় হলে কি দেখা যেত?' মুসার প্রশ্ন।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'তা-ও যেত না। সামনে বাধা থাকলে কি করে দেখা যাবে?'

'তারমানে উচ্চতাটা কোন ব্যাপার নয়?'

'ব্যাপার তো অবশ্যই। উঁচু জায়গায় না হলে যেখানেই দাঁড়াবে তুমি, দ্বীপ চোখে পড়বে না।'

'বুঝলাম,' রবিন বলল। 'এখানে তো দেখা হলো। চলো এবার তিনতলায়, দিনের বেলাতে দেখি কতখানি চোখে পড়ে।'

মুসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। গাছপালায় ঘেরা একটা বড় বাড়ি চোখে পড়ল। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। তার ওপাশে একটা কটেজ আর ওটাকে ঘিরে কতগুলো ছোট-বড় টিনের চালা, ছাউনি আর বিল্ডিং। সাগর বেশি দূরে না।

'ওই জায়গাটাই নিশ্চয় ফ্রেম বাইট,' কিশোর বলল। 'বড় বাড়িটা বাইট কুনার, আর তার পরের কটেজওয়ালা বাড়িটা হ্যারল্ডদের ফার্ম। আলো দেখা গেছে ফার্মের শেষ মাথা কিংবা আরও দূর থেকে। রাতের বেলা দেখলাম তো, ঠিক কত দূরে ছিল

আন্দাজ করা মুশকিল।...চলো, ঘুরে আসি জায়গাটা থেকে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম,' মুসা বলল, 'সী-বীচে যাব আজ। বাইটে কাল গেলে হয় না?'

'না, আজই যাব,' কিশোর বলল। সব কিছুর আগে রহস্যের সমাধান করা দরকার। নইলে স্বস্তি নেই তার। 'তা ছাড়া সী-বীচেই তো যাচ্ছি আমরা। এদিক আর ওদিক।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

পনিরের স্যান্ডউইচ বানিয়ে, আর ফ্রিজ থেকে কোকের বোতল বের করে একটা ঝুড়িতে ভরে নিল ওরা। বাইটে দোকান-পাট পাওয়া না গেলে, আর কোন কারণে দেরি হলে বাইরে বসেই খেয়ে নিতে পারবে। বাড়ি ফেরার তাগাদা থাকবে না।

*

টাম্বল অ্যাভেনিউর একেবারে চূড়ায় এনিড আন্টির বাড়ি। এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া ঢালু রাস্তার দুই ধারে গাছের সারি। একেক পাশে বাড়ি আছে দশটা করে। কোন কোনটা র‍্যাঞ্চ-স্টাইলে বানানো একতলা বাড়ি, চারপাশ ঘিরে আঙিনা, সুইমিং পুলও আছে। কোনটা দুই কিংবা তিনতলা, কিন্তু ভিন্ন দিকে মুখ করা; সাগরের দিকে মুখ করা তিনতলা বাড়ি একটাই আছে এখানে—এনিড আন্টিরটা। এবং সবগুলো বাড়িই আন্টির বাড়ির চেয়ে নিচে।

অন্য কোন বাড়ি থেকে আলো দেখতে না পাওয়ার এটাই কারণ—ভাবল কিশোর।

'চলো,' বলে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। রাস্তা চেনে না।

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ফেরমলি হয়ে ঘুরে বাইটে যেতে হবে নাকি সরাসরিই যাওয়া যাবে, জানে না। তার উদ্দেশ্য, হাঁটলে কোথাও না কোথাও তো পৌঁছাবেই। দরকার হয় রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবে। সমস্যাটা হলো, এদিকটা এতই নির্জন, ওরা বাদে চতুর্থ কোন লোক চোখে পড়ল না।

হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে মনে হলো অনন্তকাল ধরে নামতে থাকলেও এই নামার যেন আর শেষ হবে না।

'বাপরে,' মুসা বলল, 'এমন রাস্তা তো জীবনে দেখিনি। নামলাম তো ভালই, ফিরে যাওয়ার সময় উঠতে বোঝা যাবে ঠ্যালা কাকে বলে। আবার বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে।'

'বৃষ্টি?' আকাশের দিকে তাকাল কিশোর, 'না, মনে হয় না। এখানে আকাশের রঙই যেন কেমন।'

উপকূলের এক প্রান্তে পৌঁছে ঘুরে আবার রাস্তাটা ঢুকে গেছে মূল ভূখণ্ডে। কমোন নামে একটা জায়গায় পৌঁছার পর দেখা দিল ঘন কুয়াশা। সাগরের দিক থেকে উঠে এল কুয়াশার চাদর, সঙ্গে নিয়ে এল বৃষ্টির ছাট। এসপ্ল্যানেডের পর দু'চারজন মানুষ যা-ও বা ছিল, এখন আর কাউকেই চোখে পড়ল না।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি, বলেছিলাম না বৃষ্টি আসবে? কেমন ভুতুড়ে জায়গারে বাবা! আগা নেই মাথা নেই, ঝট করে কুয়াশা···এ তো জঘন্য!' রবিনের দিকে তাকাল, 'সব সময়ই এ রকম হয় নাকি?

'কি করে বলব? মাত্র তো একবার এসেছি,' রবিনের মনে হতে লাগল, না এলেই ভাল করত। 'তখন এ রকম দেখিনি।'

কুয়াশার মধ্যে পথ হারাল ওরা। রাস্তা থেকে নেমেই ভুলটা করেছে। এখন পেছনে আছে ওটা, না সামনে, তা-ও বলতে পারবে না। ঘাসে ঢাকা মুরল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে চলেছে। খাটো, শক্ত ঘাসের মাথা খচমচ করছে পায়ের চাপে। কোথাও কোন রঙ নেই যেন এখন। ঝোপঝাড়, ঘাস, আকাশ, সব কিছুর একটাই রঙ—সীসার মত ধূসর। কুয়াশার ফাঁকে মাঝে মাঝে যে সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে, সেটাকেও লাগছে ধূসর থালার মত। কেবল অনেক বেশি উজ্জ্বল, এই যা তফাৎ।

ঘাস মাড়ানোর শব্দ আর দূর থেকে আসা সাগরের ফোঁসফোঁসানি ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। গা ছমছম করতে লাগল মুসার।

'আগাথা ক্রিস্টির গল্প নিয়ে বানানো একটা ছবি দেখেছিলাম,' বলল সে, 'নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না এখন। তাতে এ রকম কুয়াশার মধ্যেই খুন হয়েছিল একটা মেয়ে, পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে। রহস্য যখন ফাঁস হলো, জানা গেল একটা পলিসি করিয়েছিল মেয়েটা। বীমার টাকার জন্যে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তার প্রেমিক।'

'তাতে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'এখানে পাহাড়ের চূড়াও নেই, আর বীমাও করাওনি তুমি। সে-রকম কুয়াশাই কেবল আছে।···ইস্, ভিজে গেলাম।'

'আমি কি আর শুকনো আছি নাকি?' মুসা বলল। 'এমন জানলে অ্যানোরাক ছাড়া কে বেরোত ঘর থেকে।'

এগিয়ে চলল ওরা। ক্রমেই ঘন হচ্ছে কুয়াশা। বাতাসের সঙ্গে

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com

তাল মিলিয়ে ওদেরকে ঘিরেই পাক খেয়ে ঘুরছে যেন। সামনে কয়েক হাতের বেশি চোখে পড়ছে না এখন।

'এক জায়গায় ঘুরছি না তো আমরা!' কিশোরের গলায় শঙ্কা।

হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরে, হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল রবিন। খেয়াল করে দেখল কিশোর, একটা খাড়া পাড়ের একেবারে কিনারে চলে গিয়েছিল। রবিন দেখেছিল বলে রক্ষা।

'গেছিলে তো আরেকটু হলেই,' মুসা বলল, 'আগাথা ক্রিস্টির সেই মেয়েটার মত!'

নিচের দিকে তাকাল কিশোর। ধোঁয়াটে ঝিলিমিলির মত অস্পষ্ট চোখে পড়ছে সাগর। শব্দ শুনে বোঝা যায় আছড়ে পড়ছে পাথরের গায়ে। ওখানে পড়লে কি ঘটত ভাবতে চাইল না সে। বলল, 'বিপজ্জনক জায়গা। বেড়া দিয়ে রাখা উচিত ছিল। যে কেউ এসে পড়ে মরতে পারে।'

'তা মরবে না,' মুসা বলল, 'আমরা না জানলে কি হবে, এখানকার লোকে নিশ্চয় জানে। তা ছাড়া সাইনবোর্ড আছে। ওই যে।'

পায়েচলা একটা পথের ধারে খাড়া করে রাখা হয়েছে ছোট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা:

সাবধান!
বিপজ্জনক জায়গা!
বেশি কিনারে যাবেন না!

—আদেশক্রমে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

'সাইন বোর্ড থাকলেও এ ভাবে অরক্ষিত রেখে দেবে,' কিশোর বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

ভাল করে দেখার জন্যে কিনারে দাঁড়িয়ে গলা লম্বা করে নিচে উঁকি দিল সে। কংক্রীটের খুঁটি সহ কাঁটাতারের বেড়া দলা-মোচড়া পড়ে আছে কয়েক ফুট নিচে।

'বললাম না, থাকবেই,' কিনার থেকে সরে এল সে। 'পাড় ভেঙে পড়েছে। দু'চার দিনের মধ্যেই ঘটেছে ঘটনাটা।'

'ভাঙবে না তো কি!' মুসা বলল। 'যে রকম প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি আর কুয়াশা।'

সামনে এগোনোর পথ নেই দেখে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে? সব দিকই এখন একই রকম লাগছে।

'সাগরের শব্দকে পেছনে ফেলে এগোতে থাকলে, খুব একটা বিপদের সম্ভাবনা নেই,' কিশোর বলল। 'কুয়াশা হয়তো শীঘ্রি কেটে যাবে। ততক্ষণে কোন বাড়িঘরের সন্ধানও পেয়ে যেতে পারি।'

শীতে কেঁপে উঠল সে। পাতলা একটা টী-শার্ট পরে চলে এসেছে। কে আর জানত এই কাণ্ড হবে।

কিছুদূর গিয়ে আরেকটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল। এর পেছনে কাঁটাতারের বেড়া ঠিকই আছে। সাবধানবাণী সেই একই রকম। তবে আগেরটার সঙ্গে তফাৎ, এখানে ঘাস তো আছেই, কাঁটাঝোপ আর গাছপালাও আছে। তেমন কোন প্রয়োজন না

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পড়লে এগুলো ঠেলে এগোতে যাবে না কেউ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'বেড়া ধরে ধরে এগোব। কোথাও না কোথাও শেষ হয়েছে এটা। এক জায়গায় ঘুরে মরা লাগবে না আর।'

কিন্তু স্বস্তিটা এক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হলো না। গুলির শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। খুব কাছেই।

'খাইছে!' গলা কাঁপছে মুসার। 'আমাদের করছে নাকি?'

'কি করে বলব?' কিশোরের জবাব। 'আমাদের করবে কেন?'

'হয়তো অনধিকার চর্চা করছি আমরা,' রবিন বলল। 'বিনা অনুমতিতে এমন কোন জায়গায় ঢুকে পড়েছি, যেখানে ঢোকা উচিত না। মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের সাইনবোর্ড দেখলাম। ওদের গার্ড হতে পারে।'

'কিন্তু গার্ড আমাদের গুলি করবে কেন? আর যদি করার হুকুম থাকেও, করার আগে চ্যালেঞ্জ করবে। তা ছাড়া, কুয়াশার মধ্যে দেখবেই বা কি করে আমাদের?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল দুই সহকারী। আবার গুলির আশঙ্কায় সাবধানে কোন রকম শব্দ না করে পা টিপে টিপে এগোল ওরা।

'বেড়া ধরেই এগোব,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'তাতে পাড়ের কিনার দিয়ে ভুল করে খাদে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।'

'তা ঠিক,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মুসা। 'পাথরে পড়ে ভর্তা হওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা অনেক আরামের।'

হেসে ফেলল রবিন। 'মরে দেখেছ নাকি কখনও?'

বেড়াটাকে একপাশে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। ভেজা ঘাসে পা যেন এগোতে চাইছে না। মনে হতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হেঁটে চলেছে। লোহার ঠেলাগাড়ি চালানোর একটা লাইন দেখল অবশেষে। দু'ধারে পাথরের দেয়াল। লাইন দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা ব্যবহার করা হয় এটা। কাদা জমে আছে।

'এ কোথায় এলাম?' রবিনের প্রশ্ন।

'আল্লাই জানে!' জবাব দিল মুসা।

'কোনদিকে হেঁটেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমিই কি পারছি ছাই!' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কি করব?'

'লাইন ধরে এগোতে থাকি। কোথাও না কোথাও, কারও না কারও সামনে পড়ে যাবই। সেই বন্দুকওলার সামনে পড়লেও এখন আর কেয়ার করি না আমি। শুধু এই অনিশ্চিত অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে চাই।'

বেশিক্ষণ আর কষ্ট করতে হলো না। লাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে মস্ত এক লোহার গেট চোখে পড়ল। পাল্লায় খিল লাগানো। আরও কিছুটা এগোতে দেখল, খোয়া বিছানো রাস্তা চলে গেছে গেটের অন্যপাশ থেকে। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় গাছের ডাল এমন ভাবে গায়ে গায়ে লেগে আছে, সুড়ঙ্গের মত লাগছে দেখতে। ঝোড়ো বাতাসে পাগলের মত মাথা দোলাচ্ছে ডালপাতাগুলো।

খাদের মধ্যে একটা সাইনবোর্ড কাত হয়ে পড়ে থাকতে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

দেখল রবিন। আগাছায় প্রায় ঢেকে আছে।

নিচু হয়ে বোর্ডটা মুছতে গেল রবিন, কি লেখা পড়ার জন্যে। নাড়া লেগে বেরিয়ে এল অসংখ্য পোকা, দৌড়াদৌড়ি শুরু করল বোর্ডের ওপর।

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনল রবিন। 'জঘন্য জিনিস!'

তবে ততক্ষণে লেখার ওপরটা মোটামুটি মোছা হয়ে গেছে তার। পড়তে পারল: বাইট কুনার। মলিন হয়ে এসেছে সোনালী রঙে লেখা অক্ষরগুলো। বোর্ডের জায়গায় জায়গায় চিড় ধরেছে।

'হ্যারল্ড ফার্মের আশেপাশেই তাহলে ঘুরেছি আমরা এতক্ষণ...'

কথা শেষ হলো না রবিনের। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল বিরাট এক অ্যালসেশিয়ান, গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ঝাঁপিয়ে পড়ল গেটের ওপর। পা দিয়ে খিল খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

জানোয়ারটার পেছনে ছায়ার মত নিঃশব্দে এসে উদয় হলো একজন মানুষ। হাতে বন্দুক।

তিন

'থাম্, অক্টোপাস! থাম্!...আরে থাম্ না!'

চাপা গর্জনে রূপ নিল কুকুরটার চিৎকার। গেটের কাছে এগিয়ে এল লোকটা।

'কি চাও?'

গেট খোলার জন্যে হাত বাড়াল না। শিকের ফাঁক দিয়ে কথা বলছে। কর্কশ কণ্ঠস্বর। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। কালো চুল। বয়েস চল্লিশ। কমও হতে পারে। এমন এক ধরনের চেহারা, সঠিক বয়েস বোঝা যায় না।

দ্রুত হয়ে এল কিশোরের নাড়ির গতি। এই লোকই কি গুলি করেছিল? গাট্টাগোট্টা শরীর, ডাকাতের মত চেহারা, কিন্তু আচরণে অভদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না। হাতের ভাঁজের মধ্যে আলতো ভাবে ফেলে রেখেছে বন্দুকটা।

প্রশ্নের জবাব দিল রবিন, 'ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেছি।'

'আমাকে কি করতে বলো?'

'একটা ফোন করা গেলে ফুপুকে জানাতে পারতাম কি

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com©

অবস্থায় আছি,' অনুরোধের সুরে বলল রবিন। 'তারপর আপনার কাছে জেনে নিতে পারতাম ফ্রেমলি বে'টা কোনখানে। দেবেন একটা ফোন করতে? কলের খরচটা দিয়ে দেব। প্লীজ!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তিন গোয়েন্দার আপাদমস্তক পরখ করল লোকটা। তারপর গেটের তালা খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।' ওরা এল কি এল না দেখার জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সবার আগে মনস্থির করে নিল রবিন। গেটটা ঠেলে খুলল। আড়চোখে তাকিয়ে আছে গজরাতে থাকা কুকুরটার দিকে।

'অক্টোপাস!'

ধমক খেয়ে মনিবের পেছনে ছুটল কুকুরটা।

একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাইট কুনারের মূল বাড়িটা। নিরানন্দ চেহারা, নির্জন। ভিকটোরিয়ান আমলে তৈরি। বাড়ি তো না, যেন জেলখানা। আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক্টর। তার পেছনে, কিশোরের চোখে পড়ল, গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আছে একটা গাড়ির বনেট।

সামনের দরজা খুলল লোকটা। বুট দিয়ে ঠেলে দিল কুকুরটাকে, 'যা ওখানে।'

দরজায় স্ক্রু দিয়ে লাগানো নেমপ্লেট। তাতে লেখা:

ওশন ব্রাদার্স
স্ক্র্যাপ ডিলার

স্ক্র্যাপ ডিলার? অবাক লাগল কিশোরের। একজন পুরানো বাতিল মাল বিক্রেতা এ রকম জনহীন শূন্য জায়গায় করছেটা কি?

'ব্যারাকুডা!' শূন্য হলঘরে প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠস্বর।

'আসছি,' জবাব এল।

ওপরে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে নিচে তাকাল আরেকজন অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী লোক। শক্তিশালী ব্যায়াম করা শরীর, কাঁধের মাংসপেশী ফুলে উঠেছে প্যাডের মত। ভাইয়ের মতই এই লোকটারও কালো চুল। তবে অগোছাল নয়, সুন্দর করে ছাঁটা। হাতে একটা সোনার ব্রেসলেট আর দামী ঘড়ি।

'কি ব্যাপার?' রেলিঙের কাছ থেকে সরে গেল সে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেগুলো কে?'

'পথ হারিয়ে এ দিকে চলে এসেছে,' জবাব দিল তার ভাই। 'একটা ফোন করতে চায়। ফোনটা দেখিয়ে দে তো।'

'এ সব ছেলেছোকরাকে আবার বাড়িতে ঢোকালে কেন?' বিরক্তিতে গজগজ শুরু করল ব্যারাকুডা। 'এ বার এসেছে ফোন করতে, পরের বার দেখবে দল বেঁধে আসবে, ছোঁকছোঁক করবে, মেশিনপত্রে হাত দেবে...'

হাসল ব্যারকুডার বড় ভাই, 'অকারণে ভয় পাচ্ছিস তুই। আমার কিন্তু ভালই মনে হচ্ছে এদের। একেবারে সাদাসিধে।'

'দেখুন,' ব্যারাকুডার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'এখানে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ঢোকার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই। ফোনটা করতে দিন। করতে পারলেই চলে যাব। জীবনে আর কখনও চেহারাও দেখবেন না আমাদের।'

'ভাই,' ভাইকে বলল ব্যারাকুডা, 'তুমি বুঝতে পারছ না, আমি পারছি। চোখ দেখেই বলে দিতে পারি আমি। সাদাসিধে মোটেও নয় এরা। জলদি তাড়াও।'

শক্ত হয়ে গেল বয়স্ক লোকটার চোয়াল। 'তোকে ফোনটা দেখাতে বললাম, দেখিয়ে দে। কথা বাড়াসনে।'

'তুমি দেখাওগে!' রাগ করে বেরিয়ে গেল ব্যারাকুডা। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে গেল।

'সরি, কিছু মনে কোরো না!' রাগে কালো হয়ে গেছে শার্কের মুখ। 'ছোটদের একদম দেখতে পারে না আমার ভাই। ফ্রেমলিতে আসার পর অনেক জিনিস খোয়াতে হয়েছে আমাদের। যাকগে, আমার নাম শার্ক ওশন। এসো, ফোনটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বন্দুকটার দিকে বার বার কিশোরকে তাকাতে দেখে মৃদু হাসল লোকটা। 'ভয় নেই, তোমাদের জন্যে বের করিনি। পাহাড়ের ওপরে বনের মধ্যে শিয়াল মারতে গিয়েছিলাম। বড্ড জ্বালায়।'

'ও, খানিক আগে তাহলে আপনিই গুলি করেছিলেন,' কিশোর বলল। 'আর আমরা ভাবলাম, না জানি কি।'

'শেয়ালটা মরেছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

তার দিকে তাকাল শার্ক। মাথা নাড়ল, 'নাহ্, ভীষণ চালাক। মুহূর্তে পালিয়ে যায়। তবে যাবে কোথায়। মেরে ছাড়ব। কুয়াশার

জন্যে পার পেয়ে গেল আজ।'

মুসার মনে হলো, কথাগুলো ওদের উদ্দেশ্য করেই বলল লোকটা। আজকে ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়েছে, অন্যদিনে মেরে বসবে। কিন্তু মারবে কেন? লোকটা কি চায় না, ওরা সাগর পাড়ে পাহাড়ের ওদিকটায় যাক?

বন্দুকটা রেখে একটা অফিস ঘরে ওদের নিয়ে এল শার্ক। অনেকগুলো ফাইলিং কেবিনেট দিয়ে বোঝাই করে ফেলা হয়েছে ঘরটা। গোটা দুই চেয়ার আছে। একটা টেবিলে কাগজপত্র উপচে পড়ছে। কতগুলো কাগজ সরিয়ে তার তলা থেকে ফোনটা বের করে দিল সে।

'ডিরেক্টরি আছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ফুপুর অফিসের নম্বর আমি জানি না।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রবিনের দিকে তাকাল শার্ক। অর্থাৎ, কোন অফিস?

'আমার ফুপু এস্টেট এজেন্টের ব্যবসা করে। মিস এনিড মিলফোর্ড।'

'ও, উনি,' ডিরেক্টরি বের করে দিল শার্ক। 'চিনি তো। ভীষণ কড়া মানুষ।'

* *

কি ঘটেছিল ফুপুকে বোঝাতে বেশি কথা বলতে হলো না। তবে গুলির কথাটা চেপে গেল রবিন। কি না কি ভেবে বসেন ফুপু, তাঁকে অহেতুক দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইল না।

'বসে থাক তোরা ওখানে। আমি আসছি।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'ঠিক আছে, গেটের বাইরে আছি।'

'মিস্টার ওশনকে একটু দে তো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শার্কের হাতে ফোন তুলে দিল রবিন। 'আমার ফুপু কথা বলবে।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর মুসা। ওদের কাছে সরে এল রবিন। কিশোরের চোখে উত্তেজনা দেখতে পেল রবিন। কি দেখে উত্তেজিত হলো কিশোর?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবিন। আগাছায় ভরা বাগান। তাতে মরচে পড়া পুরানো যন্ত্রপাতি পড়ে আছে বেশ কিছু। পাশে 'ওশন ব্রাদার্স' লেখা একটা পিক-আপ ট্রাক, আর একটা ছোট ট্রেলার। উত্তেজিত হওয়ার মত কিছু চোখে পড়ল না রবিনের।

ফোন রেখে দিল শার্ক। রবিনকে বলল, 'তোমার ফুপু আমার সঙ্গে হ্যারল্ড ফার্মের ব্যাপারে কথা বলতে চায়।...এসো।'

অফিসের চেয়ে লিভিং-রুমটা ভাল। আসবাবগুলো পুরানো, ধুলো পড়া, তবে ওগুলোতে অন্তত বাস করার চিহ্ন বর্তমান। ফায়ারপ্লেসের আগুন রোদশূন্য ঘরটার ঠাণ্ডা দূর করে দিয়েছে।

'কফি?' জিজ্ঞেস করল শার্ক। 'নাকি কোক বেশি পছন্দ?'

'কোক?' মাথা কাত করল রবিন। 'গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

'বহুত ঘোরাঘুরি করেছ তারমানে। এক মিনিট। এখুনি নিয়ে আসছি,' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শার্ক।

'দেখেছ?' চাপা গলায় রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি?'

'পিক-আপ ট্রাকটার ছাতে?'

'সার্চলাইটটার কথা বলছ?'

'চুপ! আস্তে! কেন, ওটা দেখে কিছু মনে হয়নি তোমার? আলোর সঙ্কেতের কথা ভুলে গেছ?'

'কিন্তু তীরের দিক থেকে যে আলোটা দিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছিল, ওটাকে সার্চলাইট বলে মনে হয়নি। উজ্জ্বলতা অনেক কম ছিল।'

'রঙিন কাগজ দিয়ে ঢেকে নিলে তো কমেই যাবে...'

কোক নিয়ে ফিরে এল শার্ক। নীরবে কোক খেতে লাগল তিন গোয়েন্দা। শার্কের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে অস্বস্তিকর নীরবতা দূর করার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু কাজ হলো না। দরজার বেল বাজতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

লাফ দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল রবিন। 'ফুপু এসেছে।'

'তুমি বসো,' বাধা দিল শার্ক। 'আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

*

'আমি জানতাম, বেরোলেই একটা না একটা কিছু ঘটাবি,' ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন এনিড আন্টি, তবে রাগ করে নয়, হেসে। শার্কের দিকে তাকালেন, 'আটকে যে রেখেছেন, আর কোথাও যেতে দেননি, সে-জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার ওশন।'

'আমি রাখিনি। ওরাই বসে আছে।...আপনি আমার সঙ্গে হ্যারল্ড ফার্ম নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন।'

লুকোছাপার মধ্যে গেলেন না আন্টি। 'ফার্মটা বিক্রি করতে চান মিসেস হ্যারল্ড, কিন্তু অদ্ভুত কিছু ঘটনা চোখে পড়েছে তাঁর, যে জন্যে চিন্তিত। সেগুলো আপনাকে জানিয়েছেনও তিনি, মিস্টার

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ওশন। আপনি কি ঘটনাগুলোর কথা কিছু বলতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব। এ সব অভিযোগ বহুবার করেছেন তিনি,' কর্কশ হয়ে উঠল আবার শার্কের কণ্ঠ। 'আসলে, বুড়ো হয়েছে তো, পাগল হয়ে গেছে। রাতে নাকি গিয়ে তাঁর বাড়ির গেট খুলে দিয়ে আসি আমরা, জানোয়ারগুলো সাগরে পড়ে মরার জন্যে, তাঁর জানোয়ার চুরি করি···বদ্ধ পাগল না হলে এ সব কথা বলে কেউ?'

'শান্ত হোন, মিস্টার ওশন। আমি জানি আমার মক্কেলের বয়েস হয়েছে, আর বয়েস হলে চোখ-কানের ক্ষমতা কমে যায় মানুষের, কিন্তু এ কথাটা তো ঠিক যে তাঁর কিছু ভেড়া হারিয়ে গেছে। গত হপ্তায়ও একটা ভেড়া পাওয়া গেছে সাগরে। মৃত। গেটটা তো কেউ না কেউ খুলেছে। নইলে পড়ল কি করে?'

'কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না কাজটা আমরাই করেছি। আর আলো এবং রহস্যময় শব্দের কথা যেটা বলা হচ্ছে···সব তাঁর কল্পনা। আমি আপনাকে বলছি, মহিলা পাগল। এ রকম একজন পড়শীকে নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার ঘাড় থেকে পাগল সরানোর জন্যেই কেবল তার জায়গা-জমি কিনতে রাজি হয়েছি আমি–তবে যে দর হেঁকেছেন, সেই অস্বাভাবিক দামে নয়।'

'আপনি কত দিতে চান?'

এক টুকরো কাগজে হিসেব শুরু করল শার্ক। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অনেকই করল। তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিল এনিড আন্টির দিকে।

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে কাগজটার দিকে তাকালেন এনিড আন্টি।

'অস্বাভাবিক কথা বলছেন, মিস্টার ওশন। অতি হাস্যকর। রবিন, আয় তোরা। ওঠ, যাই। গুড-বাই, মিস্টার ওশন।'

গাড়িতে উঠে ফিরে তাকাল কিশোর। শার্ককে দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। থমথমে চেহারা। আন্টির কথায় অপমানিত বোধ করেছে মনে হয়।

'দাম খুব কি কম বলেছে, আন্টি?' জানতে চাইল কিশোর।

হাসলেন এনিড আন্টি। 'না, অত কম না। চাপাচাপি করলে হয়তো আরও কিছুটা বাড়বে।'

'তারমানে যে সব ঘটনা ঘটেছে বলছ,' ফুপুকে বলল রবিন, 'সেগুলোর ব্যাপারে তোমারও সন্দেহ আছে? মিসেস হ্যারল্ডের কল্পনা ভাবছ? আসলে কিন্তু ঘটেছে। আলো তো আমরা আগেই দেখেছি। একটু আগে গুলিও করা হয়েছিল।'

'কি করা হয়েছিল!' সীটের ওপর ঘুরে বসলেন এনিড আন্টি।

আর কিছু না বলতে রবিনকে চোখ টিপল কিশোর। কিন্তু একবার যখন বলা হয়ে গেছে, আর এড়ানো যাবে না তাঁকে, সেটাও বুঝতে পারল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছিলেন, বন্ধ করে দিলেন এনিড আন্টি। 'কি ঘটেছে, খুলে বল!'

'কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরে মরছি,' রবিন বলল, 'এ সময় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের একটা সাইনবোর্ড দেখলাম। কাঁটাতারের বেড়া ধরে এগোতে থাকলাম। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। ভাবলাম, আমাদের করেছে। পরে শার্ক ওশন বলল, শিয়াল মারতে বেরিয়েছিল সে। হয়তো সত্যি কথাই বলেছে।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'মিথ্যে বলতে যাবে কেন?'

জবাবের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'যা-ই বলুন, আন্টি,' প্রশ্নটা এড়ানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'স্ক্র্যাপইয়ার্ড বানানোর জন্যে জায়গাটা মোটেও উপযুক্ত নয়।'

'কেন নয়? শহরের কিনারে, বিরাট জায়গা, পুরানো মাল রেখে বিক্রির জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায় পাবে?' চিন্তিত মনে হচ্ছে এনিড আন্টিকে। 'কিন্তু আমি ভাবছি, তোরা মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের সাইনবোর্ড দেখিস কি করে? আমার জানামতে এদিকে তো ওদের কোন জায়গা-টায়গা নেই। দ্বীপটা অবশ্য দখল করে রেখেছে জোর করে—বেশি দিন রাখতে পারবে না আর, ছেড়ে দিতেই হবে; কিন্তু এদিকটায় কোন জায়গাই নেই ওদের। শিওর দেখেছিস তো?'

'একদম শিওর। কয়েকশো গজ পর পরই রয়েছে নোটিশ। খাড়া একটা পাড়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম, প্রথম নোটিশটা তখনই চোখে পড়ল। পাড় ধসে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়া সহ নিচে পড়ে গেছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন আবার এনিড আন্টি। গীয়ার দিতে দিতে বললেন, 'আশ্চর্য!'

খোয়া বিছানো পথ ধরে এসে মেন গেট দিয়ে বেরোল গাড়ি। হেডলাইট জ্বেলে দিলেন এনিড আন্টি। উইন্ডস্ক্রীন ওয়াইপার চালু করে দিলেন। 'এই কুয়াশা গেলে বাঁচি। সব কিছু ভিজিয়ে, ঠাণ্ডা বানিয়ে দিয়ে যায়।'

পথের প্রথম মোড়টা ঘুরতে আরেকটা গাড়ি দেখা গেল। উল্টো দিক থেকে আসছে। একটা বড় পিক-আপ। ভাব-সাব ভাল ঠেকল না কিশোরের। সরু রাস্তা ধরে অতিরিক্ত দ্রুত চালাচ্ছে। বেপরোয়া ভঙ্গি।

'আরি, সরে না কেন!' একপাশে গাছের বেড়ার কাছে সরে গেলেন এনিড আন্টি।

কিন্তু কেয়ারই করছে না বড় গাড়িটার ড্রাইভার। যেন চোখেই পড়েনি ওদের। পাশ কাটানোর জায়গা তো রাখেইনি, বরং আরও সরে এল ওদের দিকে।

সরে যাবে—আশা করল কিশোর—ড্রাইভার দেখতে পায়নি। যে কোন মুহূর্তে শোনা যাবে ব্রেক কষার পর টায়ারের শব্দ।

কিন্তু সরলও না ওটা, ব্রেকও কষল না। গাড়িটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল সে।

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠলেন এনিড আন্টি। 'ও তো আমাদের ধাক্কা মারতে আসছে!'

ব্রেক চেপে ধরলেন তিনি। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সরে যেতে চাইলেন গাছের বেড়ার দিকে।

ধাতুতে ধাতু ঘষা লাগার বিশ্রী শব্দ হলো। সামনের বাম্পারে গুঁতো মেরে পাশ কেটে সরে গেল বড় পিক-আপটা। সামনের দিকে উড়ে গেল যেন কিশোরের দেহটা। সীট-বেল্ট আটকে দিল তাকে। ঝটকা দিয়ে আবার পেছনে সরে গেল, হেডরেস্টে বাড়ি খেল মাথা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুই চাকার ওপর কাত হয়ে রইল গাড়িটা।

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তারপর আস্তে করে দাঁড়িয়ে গেল একপাশে, বেড়ার ভর না পেলে উল্টে যেত। কতক্ষণ ধরে কাত হয়ে পড়ে রইল, বলতে পারবে না কিশোর। অসুস্থ বোধ করছে। মাথায় আঘাত লেগেছে। সারা গা কাঁপছে থরথর করে।

'ঠিক আছো সবাই?' কানে এল এনিড আন্টির কণ্ঠ।

ডাকটা কোন্‌খান থেকে আসছে বুঝতে পারল না কিশোর। কাত হয়ে থেকে দেখতে হচ্ছে বলে সব কিছুই কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এখন যে পজিশন, তাতে কিশোর ঝুলে আছে এনিড আন্টির ওপরে।

'কিশোর?'

'আমি ঠিকই আছি, আন্টি।...মুসা? রবিন, তোমরা?'

সাড়া দিল ওরাও। ভালই আছে।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। বেরোতে হবে। একটা পাশ দিয়েই বেরোনো সম্ভব—সে যেদিকে রয়েছে সেদিক দিয়ে, অন্য পাশ তো মাটিতেই ঠেকে আছে। সাবধানে বেরোতে হবে। বেশি নড়াচড়া করলে বেড়াও আর ঠেকাতে পারবে না গাড়িটাকে। উল্টে খাদে পড়ে যাবে।

'একজন একজন করে বেরোও,' কিশোরের মত একই ভাবনা খেলছে এনিড আন্টির মাথায়ও। 'তাড়াহুড়ো করবে না। কিশোর, তুমি আগে।'

সীট-বেল্টে ঝুলে থেকে হাত বাড়াল কিশোর। হাতল চেপে ধরে দরজা খোলার চেষ্টা করল। খুলল না। আটকে গেছে।

'গন্ধ কিসের?' নাক টানতে টানতে বলল মুসা।

'পেট্রল!' দরজা খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। বহু চেষ্টার পর খুলল অবশেষে। পুরোটা নয়, তবে বেরোনো যাবে। দরজার ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে বের করে আনল শরীরটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে পেছনের দরজা খুলে দিল রবিনের বেরোনোর জন্যে। মাটিতে দাঁড়িয়ে দরজা খোলা অতটা কঠিন হলো না।

একে একে নিরাপদেই বেরিয়ে এল সবাই, রাস্তার পাশের ঘাসে ঢাকা ঢালু জায়গায়।

পেট্রল ট্যাংকটা দ্রুত একবার পরখ করে দেখল মুসা। 'না, ফাটে-ফোটেনি। আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে! ফাটলে কাবাব হয়ে যেতাম।'

আগুন লাগবে না নিশ্চিত হয়ে নিয়ে, গাড়িটা ঠেলে সোজা করার চেষ্টা করতে লাগল সবাই মিলে।

চার চাকার ওপর বসল আবার গাড়ি। ঠেলেঠুলে রাস্তায় নিয়ে এল ওরা। পিক-আপটা ধাক্কা দিয়েই পালিয়েছে। 'সরি' বলার জন্যেও থামেনি। তারমানে ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়েছে।

'আমাদের খুন করতে চেয়েছিল!' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন এনিড আন্টি, বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'গাড়ির নম্বরটা খেয়াল করেছ কেউ? আমি তো তাকানোরই সময় পাইনি। তোমরা?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কুয়াশা...হেডলাইট...দেখার কোন সুযোগই ছিল না। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল...'

'হুঁ!'

'গাড়ির রঙটাও ঠিকমত বুঝতে পারিনি,' মুসা বলল। 'সাদাই

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

তো। নাকি ক্রীম?'

'ওরকমই কিছু হবে।' গাড়ির কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখলেন এনিড আন্টি। 'বডির রঙটঙ অনেকটাই গেছে, তবে হবে ঠিক। ইঞ্জিনটা এখন স্টার্ট নিলেই বাঁচি। নইলে বিপদে পড়ব।'

পুটপুট, ফুটফাট, কাশি—বহু ধরনের শব্দই করল ইঞ্জিন। স্টার্ট নিল অবশেষে।

বাড়ি ফেরার পথে থানায় থেমে রিপোর্ট করলেন এনিড আন্টি। কিন্তু লোকটাকে ধরতে পারার ভরসা দিতে পারল না পুলিশ। কারণ সূত্র নেই।

'ছুটির মৌসুম, বুঝতেই পারছেন, মিস,' ডিউটি অফিসার বলল। 'কতখান থেকে লোক আসে। নম্বরটাও যদি খেয়াল করতেন...'

*

ডিনারের পর রহস্যটা নিয়ে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'আলোর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমে দেখা গেছে দ্বীপ থেকে। সবুজ, সাদা এবং লাল। জবাব গেছে মূল ভূখণ্ড থেকে, সবুজ আর সাদায়। লাল দেখিনি। তাই না?'

'কিন্তু আমি যখন প্রথম দেখলাম, আলোটা বোধহয় সবুজ ছিল না,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, সেটাও মাথায় আছে আমার। জরুরী সূত্র এগুলো। তারপর?'

'পিক-আপের ওপরে বসানো সার্চলাইটটার কথা ভুলে যেয়ো না,' মুসা বলল।

'এবং যেটা আমাদের বাক্স দিয়েছিল সেটাও পিক-আপ,' যোগ করল রবিন। কি মনে হতে ঝট করে কিশোরের দিকে তাকাল, 'ছাতে সার্চলাইট ছিল?'

'তুমি যা বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সার্চলাইট চোখে পড়েনি। কুয়াশার মধ্যে কি আর কিছু দেখা যায়। পুলিশের সাহায্য পেলে ভাল হত।'

খানিক চিন্তা করে মুসা বলল, 'পুলিশকে দিয়ে কোন সাহায্য হবে না। পুলিশ আমাদের পাত্তাই দেয়নি। ওদের ধারণা, কুয়াশার মধ্যে না দেখে ভুল করে গুঁতো লাগিয়ে দিয়েছে কেউ, তাই না, কিশোর? ঠিক অপরাধী ভাবতে পারছে না তাকে।'

নিচের ঠোঁটে বার দুই ঘন ঘন চিমটি কাটল কিশোর। 'প্রশ্ন হলো, কে গুঁতোটা লাগাল? এবং তারচেয়েও জরুরী প্রশ্ন, কেন?'

'নিশ্চয় সেই ব্যারাকুডাটা,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

'কুনারের আশেপাশে আমাদের ঘোরাঘুরি পছন্দ করে না, বলেই দিয়েছে,' মুসা বলল। 'জিনিসপত্র চুরি হবে ভয়েতে যেতে দিতে চায় না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

'সার্চলাইট বসানো পিক-আপটা কার? বন্দুক নিয়ে কি সত্যি সত্যি শেয়াল মারতে বেরিয়েছিল শার্ক?' চোখ জ্বলজ্বল করছে কিশোরের। 'এ সব প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা দরকার, তাই না!'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

চার

জানালার পর্দা ভেদ করে রোদ আসছে। হলুদ রেখার মত পড়েছে গিয়ে দেয়ালে। কফি আর টোস্টের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'ছেলেরা! নাস্তা রেডি!' সিঁড়িতে শোনা গেল এনিড আন্টির উচ্ছল চিৎকার।

গা থেকে কম্বল ফেলে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল কিশোর। বারান্দায় বেরিয়ে মুসা আর রবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল, 'এই, তোমরা বেরোও না। দারুণ সুন্দর দিন। বহু কাজ পড়ে আছে আমাদের।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচে রান্নাঘরে নেমে এল কিশোর। পেছন পেছন এল মুসা।

'রবিন কই?'

চিঠি পড়ছিলেন এনিড আন্টি। মুসার কথায় মুখ তুললেন। 'তোমাদের আগেই উঠে পড়েছে। হাঁটতে গেছে সী-বীচের দিকে। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। অনেক রাত করে নাকি ঘুমিয়েছ, সে-জন্যে আর ঘুম ভাঙায়নি তোমাদের।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রবিন। তার লম্বা বাদামী চুল

ঘামে ভেজা। মুখ গোল করে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দিনটা সত্যি চমৎকার। দৌড়াতে দৌড়াতে ফ্রেমলিতে চলে গিয়েছিলাম। খিদে যা লেগেছে না!'

'বসে যা।' টেবিলের ওপর দিয়ে কমলার রসের জগ আর সিয়ারালের প্যাকেটটা ঠেলে দিলেন এনিড আন্টি। টোস্টারে আরও দুই টুকরো রুটি ঢোকালেন।

গ্লাসে কমলার রস ঢেলে চুমুক দিল রবিন। তার ফুপু উঠে চলে গেলে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল, 'কি দেখে এসেছি কল্পনা করতে পারবে?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা।

'একটা সাদা পিক-আপ। ড্রাইভারের পাশে বডির নিচের কোনা দুমড়ে যাওয়া।'

'কোথায়!' এতটাই চমকে গেল কিশোর, ডিমভাজার ওপর গ্লাসের দুধ ছলকে ফেলে দিল। 'নাম্বারটা নিয়েছ?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'দেখিনি। মানে দেখতে পারিনি। এসপ্ল্যানেডে একসারি গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আলো জ্বলতেই চলে গেল। রঙ অ্যাঙ্গেলে থাকায় তখনও দেখতে পারলাম না। ড্রাইভারের মুখও ভাল করে দেখতে পারিনি। শুধু তার কালো চুল দেখেছি।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'ব্যারাকুডার চুলও কালো!'

'কালো তার ভাইয়ের চুলও,' শুকনো স্বরে বলল কিশোর। গাড়ির নম্বর জানা যায়নি বলে দমে গেছে। 'কালো চুল ফ্রেমলির অর্ধেক মানুষের।...গাড়ির ছাতে সার্চলাইট ছিল?'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

'না,' মাথা নাড়ল রবিন।

ফিরে এলেন এনিড আন্টি। পোশাক পাল্টে এসেছেন। পরনে বিজনেস সুট। 'ফেরার পথে গাড়িটা গ্যারেজে দিয়ে আসব। তোদেরও তো চলাফেরার দরকার, শুধু পা সম্বল করে পারবি না। তিনটে সাইকেল ভাড়া করে নিস। ফ্রেমলিতে দোকান আছে, বন্দরের কাছে। আর...'

'কি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'দিনটা ভাল, ভালভাবেই কাটাস, দয়া করে। যদিও বলে লাভ নেই, শুনবিনে জানি, তবু বলছি। অকারণে মানুষের বন্দুকের সামনে যেয়ে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া কেন? মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স আর ওশনদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোও কোন কাজের কথা নয়।'

'না, জড়াব না। ফ্রেমলিতে যাব, ঘুরে ঘুরে জায়গা দেখব, বন্দরে ঘুরে বেড়াব; সাঁতারও কাটতে যেতে পারি। সাইকেলের বুদ্ধিটা দিয়ে একটা কাজের কাজ করেছ। সাইকেলই ভাড়া নেব।'

'গুড। চলি। বিকেলে দেখা হবে।'

*

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেমলিতে চলে এল ওরা। প্রচুর বাতাস থাকা সত্ত্বেও ঘাড়ের চামড়া পোড়াচ্ছে কড়া রোদ। বন্দরের দিকে মুখ করে থাকা একটা কাফে দেখে মুসা প্রস্তাব দিল আইস ক্রীম খেয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার।

জানালার ধারে বসল ওরা। বাইরেটা বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। সুন্দর একটা সাদা ইয়ট নোঙর করে আছে জেটিতে।

ডেকে রোদ লাগাচ্ছে একটা মেয়ে। কেবিন থেকে একটা ছেলে বেরোল। কথা বলল মেয়েটার সঙ্গে। ভেতরে গিয়ে টি-শার্ট আর শর্টস পরে এল মেয়েটা। তীরে নামল দুজনে।

ইয়টটার দিকে বুভুক্ষের মত তাকিয়ে আছে মুসা, 'ইস্, কি সুন্দর জাহাজ! নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়া যেত পৃথিবী ভ্রমণে, উফ্!'

রবিনের যেমন পাহাড়ের নেশা, মুসার তেমন সাগরের।

ওর কথা কিশোরের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। মানুষ দেখা তার প্রিয় হবি। তাকিয়ে আছে ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে। কাফেতে ঢুকল দুজনে। ছেলেটার বয়েস কমপক্ষে আঠারো। লম্বা পা। বলিষ্ঠ, ব্যায়াম করা দেহ। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'কি খাবি, লুসি?'

মেয়েটা ছেলেটার তুলনায় খাটো। বয়েসও কম হবে। চেহারা দেখেই অনুমান করে ফেলল কিশোর, ওরা ভাই-বোন। একই রকম চওড়া মুখ, বাদামী চোখ, সহজ-স্বাভাবিক আচরণ। কাউন্টারে রাখা মেনু দেখে মেয়েটা বলল, 'রকি হরর! এটা আবার কি জিনিস? যা-ই হোক, এটাই চেখে দেখব।'

'খা, যা ইচ্ছে। আমি শুধু কফি।'

কিশোরদের টেবিলের পাশ কাটানোর সময় প্রায় না তাকানোর ভান করে 'হাই' বলল মেয়েটা। পাশের টেবিলটাতে বসল। কয়েক মিনিট পর এক হাতে কফির কাপ অন্য হাতে লম্বা এক গ্লাস চকলেট সস মেশানো আইস ক্রীম নিয়ে একই টেবিলে গিয়ে বসল ছেলেটা। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল উজ্জ্বল চোখে। বোনের চেয়ে আন্তরিক মনে হলো তাকে। বলল, 'চেয়ার

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

তো খালিই আছে। তোমরা আসবে, না আমরা আসব?'

'আমাদের জায়গাটা ভাল,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানেই চলে আসুন।'

পরিচয় দিল ভাই-বোন। পিটার ও লুসি মেগালডন।

রবিনের দিকে তাকাল পিটার, 'সকাল বেলা তোমাকেই দেখলাম নাকি? বীচে দৌড়াচ্ছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'হুঁ,' পিটার বলল। 'এখানে জগিংটা বোধহয় তেমন পছন্দ না লোকের। বিশেষ করে ছেলে-ছোকরাগুলো তো একেবারে আলসের গোড়া। অন্য কোন টাউন থেকে এসেছ নাকি?'

'বাড়ি আয়ারল্যান্ডে, থাকি আমেরিকায়।'

'ও, এজন্যেই, জগিং-টগিং এত কিছু। আমেরিকার কোনখানে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেস।'

আলাপ জমতে দেরি হলো না। ছেলেটা ভারি মিশুক। মুহূর্তে ঘরের খবর বলা শুরু করে দিল। 'এদিকে একটা হোটেল বানানোর কথা ভাবছে আম্মা আর আব্বা। পুরানো সরাইখানার আধুনিক সংস্করণ। জায়গা একটা পছন্দও হয়েছে। কিন্তু এস্টেট এজেন্ট ভয় দেখাচ্ছে দ্বীপ থেকে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু এসে নাকি ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত জায়গায়। আর কিছুদিন পর নাকি ওখানে মানুষই থাকতে পারবে না।' হাত তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখাল সে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'হ্যারল্ড ফার্মের কথা বলছেন নাকি?'

'তুমি করে বলো, তুমি করে বলো, আপনি শুনতে ভাল্লাগে না।...কোন ফার্ম, নাম মনে করতে পারছি না। শহরে এস্টেট এজেন্টের অফিসে বিস্তারিত লেখা রয়েছে সব। প্রচুর মেরামতি আছে জায়গাটার। তবে অনেক জায়গা, দামও মোটামুটি সস্তা। আম্মা আর আব্বার তো খুবই পছন্দ হয়েছিল, লোকটা অ্যানথ্রাক্সের কথা বলে দিল সব নষ্ট করে। বলল, বাইটে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে এসে বেশ কয়েকটা কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আর একটা ভেড়া রহস্যময় ভাবে মারা গেছে দিন কয়েক আগে।'

'অ্যানথ্রাক্সের কথা আমি জীবনেও শুনিনি,' লুসি বলল। 'কিন্তু শুনতে ভয়ঙ্কর লাগছে। মিস্টার ফক্স বলল, দ্বীপটাও কোনকালেই আর স্বাভাবিক হবে না। তা ছাড়া দ্বীপ হলো দ্বীপ, থাকবে সমুদ্রের মাঝখানে অনেক দূরে, কিন্তু এই দ্বীপটা মূল ভূখণ্ডের খুব বেশি কাছে।'

'রহস্যময় ভাবেই মরেছে ভেড়াটা,' বাঁকা করে বলল কিশোর। 'ফার্মের গেট খুলে রেখেছিল কেউ, পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গেছে।'

'দেখো,' সাবধান করল রবিন, 'শুধু মিসেস হ্যারল্ডের কথার ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের মন্তব্য করা ঠিক হচ্ছে না। লোকে যা বলে তাই হয়তো সত্যি, উল্টোপাল্টা দেখেন মিসেস হ্যারল্ড।'

'যতটা শোনা যায়, আসলে দ্বীপটা তত বিপজ্জনক বলে মনে হয় না আমার,' রবিনের কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর। 'কেউ ওখানে নিশ্চয় আছে, নইলে আলো দেখলাম কেন আমরা? মজাটা হলো, ফার্মের বদনাম করে বেড়াচ্ছে এস্টেট এজেন্ট, অথচ

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

জায়গাটা বিক্রির দায়িত্ব তার ওপরই ছিল।'

আইস ক্রীম খাওয়া শেষ। ঘড়ি দেখল কিশোর। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। আর দেরি করলে সময়মত বাড়ি ফিরতে পারবে না। ভাই-বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠল সে। কাউন্টারে বিল দিতে গিয়ে চোখে পড়ল, স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টেবিলে বসা একটা লোক। বাদামী চামড়া, বলিষ্ঠ গঠন, গায়ে নেভি ব্লু জার্সি, পরনে খসখসে কাপড়ের কালো ট্রাউজার। স্প্যানিশ বলে মনে হলো। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল লোকটা। খাওয়ায় মন দিল।

'কোথায় যাবে?' বাইরে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সাইকেল জোগাড় করতে,' জবাব দিল কিশোর। 'সাইকেল না হলে ঘোরাঘুরি করতে পারব না।'

পাঁচ

বাড়ি ফিরে, লাঞ্চ সেরে এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়েটুয়ে পরিষ্কার করে রাখল ওরা। যার যার ঘরে এসে বিশ্রাম নিল আধঘণ্টা। তারপর উঠে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে লাগল আবার। স্যুটকেস খুলে সঙ্গে করে নিয়ে আসা দূরবীনটা বের করল কিশোর।

তিনটের সময় আবার বেরোল। এবার আর ফ্রেমলি টাউনের দিকে গেল না, সাইকেল চালাল বাইটের দিকে। গাড়ি কিংবা হাঁটার চেয়ে এখানে সাইকেল অনেক ভাল, কয়েক মিনিটের মধ্যে বুঝে গেল ওরা। বাতাস নেই। কমোনের ওপর দিয়ে গেল না আজ। তারচেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ধরে এগোল। একপাশে মাঠ, অন্যপাশে বেনাবন আর এক ধরনের ছোট জাতের পাহাড়ী আগাছায় ভরা।

সিকি মাইল পথ এসে বাইট হ্যারল্ড ফার্মের গেট পেরোনোর সময় একজন ছোটখাটো মহিলাকে দেখল গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে ঘাস খাওয়াতে। ধূসর চুলগুলো পুরুষালী পিক্‌ড্ ক্যাপের নিচে চাপা দেয়া। পাশ কাটানোর সময় ভালমত লক্ষ করল কিশোর।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

হালকা-পাতলা দেহ হলেও যথেষ্ট কর্মক্ষম আর শক্ত-সমর্থ মনে হলো মহিলাকে।

একটা গরু সামান্য বেয়াড়াপনা শুরু করেছিল, গটমট করে ওটার পেছনে গিয়ে হাতের বেত দিয়ে শপাং শপাং করে বাড়ি মারতে লাগল মহিলা। গাল দিয়ে উঠল পুরুষ রাখালদের মত খিস্তি করে।

কিছুটা সরে এসে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'এই মহিলাই মিসেস হ্যারল্ড নাকি? ব্যাটাছেলের বাপ!'

'সত্যি কি মিসেস হ্যারল্ড?' বিশ্বাস হচ্ছে না মুসার। 'আমি তো মনে করেছিলাম মিসেস হ্যারল্ড হবেন প্রায় কুঁজো হয়ে যাওয়া একজন বৃদ্ধা। মমতাময়ী। ভারি লেন্সের চশমা পরে আগুনের সামনে বসে বসে সারাক্ষণ উলের দস্তানা বোনেন।'

হাসল রবিন, 'ইনি দস্তানা বুনবেন না। বরং অবসর সময়ে কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়বেন।'

হাসতে হাসতে কিশোর বলল, 'মহিলার সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। যাকগে, পরে কোন এক সময় আসব। বেলা থাকতে থাকতে চলো বরং ওদিকটায় একবার চক্কর দিয়ে আসি।'

খামারবাড়ি পার হয়ে এসে রাস্তাটা মিশে গেছে, কিংবা বলা যায় হারিয়ে গেছে একটা খাঁড়ির প্রবেশ পথের মধ্যে। দুই ধারে টিলার মত ছোট ছোট বালির পাহাড়। ঘাসে ছাওয়া। ছোট্ট এক চিলতে সৈকতও আছে। পাথরে বোঝাই। দক্ষিণ পাশে একটা জেটির ধ্বংসাবশেষও দেখা গেল। এখন ভাটার সময়। পানি

অনেক নেমে গেছে। জেটি থেকে অনেক দূরে। জোয়ারের সময় নিশ্চয় কাছে আসে। বোট বা অন্য কোন জলযান ভিড়তে চাইলে তখন ভিড়তে পারবে।

এখান থেকে দ্বীপটাকে অনেক কাছে লাগছে। পাহাড়ের মত খাড়া উঁচু পাড় উঠে গেছে সাগরের নিচ থেকে। হয়তো বা পাড় নয়, পাহাড়ই ওগুলো।

'ভালমত দেখতে চাইলে আরও ওপরে উঠতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'সাইকেলগুলো এখানে রেখে চলো পাহাড়ে উঠি। চূড়ায় বসে দেখব।'

সাইকেলে তালা দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। এখানেও বেনাবন আর সেই অচেনা আগাছার জঙ্গল। সেগুলোর মধ্যে দিয়ে ওঠাটা খুব সহজ হলো না।

চূড়ায় পৌঁছল ওরা। দূরবীন চোখে লাগাল কিশোর। দ্বীপের সমতলের চেয়ে উঁচুতে রয়েছে এখন। দ্বীপে পাহাড় আছে, মাঠ আছে, রাস্তাও দেখা গেল। রাস্তার ধারে কটেজের ধ্বংসাবশেষ।

'মানুষজন কিছু চোখে পড়ছে না,' জানাল সে।

কিন্তু রবিনের নজর অন্যদিকে। বলল, 'দেখেছ? কাঁটাতারের বেড়ার সীমানার মধ্যে রয়েছি আমরা, কিন্তু মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের নোটিশ বোর্ড নেই।'

চোখ থেকে দূরবীন সরাল কিশোর। অবাক হয়েছে সে-ও। 'তাই তো! এখন মনে পড়ছে। আসার সময়ও কোথাও বোর্ড চোখে পড়েনি আজ।'

এগিয়ে গিয়ে খাড়া পাড় দিয়ে নিচে তাকাল সে। খানিকক্ষণ

amusumon@yahoo.com www.murchona.com

দেখে বলল, 'একটা খোঁড়ল দেখা যাচ্ছে। গুহার মুখ হবে। ইচ্ছে করলে নেমে গিয়ে দেখে আসা যায়।'

মুসা বলল, 'আমার এখন যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই ভাল লাগছে। কে যায় এখন সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে ঢুকতে।'

সুতরাং নিচে নামা আর হলো না। পাহাড়ের চূড়ায় বসে থেকেই পালা করে দূরবীন দিয়ে দ্বীপটা দেখতে লাগল ওরা। মানুষ চোখে পড়ল না একবারও। আলো ঝিলিক দিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে তারপর উঠল।

*

রাতের বেলাও ঘরে বসে পালা করে পাহারা দিল ওরা। আলো দেখার জন্যে। লাভ হলো না। আলো দেখা গেল না সে-রাতে।

সকালবেলা দেরি করে ঘুম ভাঙল। নিচে নেমে দেখে এনিড আন্টি অফিসে চলে গেছেন।

নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ক্রেমলি বন্দরে চলে এল। কোস্টগার্ডদের অফিস ওখানে। লাইটহাউসের আগের বিল্ডিংটায় ওদের অফিস। ওটার কাছে যেতে হলে মাছের পাইকারি বাজার পেরিয়ে যেতে হয়। সারারাত মাছ ধরে এনে সকাল বেলা বিক্রি করা হয়। লাইটহাউস আর কোস্টগার্ডের অফিসের মাঝখানে ছোট একটা গির্জাও আছে।

বেচাকেনা শেষ হয়ে গেছে বহু আগেই। কিন্তু মাছের গায়ের তীব্র আঁশটে গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে এখনও বাতাসে। ধোয়ামোছা আর পরিষ্কারের কাজ চলছে এখন, তৈরি হচ্ছে আবার পরদিনের জন্যে।

'তোমরা কি দাঁড়াবে এখানে, না কাফেতে গিয়ে বসবে?' দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সবার যাওয়ার দরকার নেই।'

'কাফেতেই যাচ্ছি,' খুশিমনে জবাব দিল মুসা।

'ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না এখুনি,' রবিন বলল। 'আমি একটু বরং ঘোরাঘুরি করি।'

'যাও। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে কাফেতে যাব। ওখানেই দেখা হবে।'

চত্বরের উল্টোদিকে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে সাইকেলগুলো শিকল দিয়ে বেঁধে তালা আটকে রেখে তিনজন তিনদিকে রওনা হয়ে গেল। কোস্টগার্ডের অফিসের দিকে এগোল কিশোর। তার উদ্দেশ্য, দ্বীপটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া।

কয়েক সেকেন্ড উসখুস করে পেছন থেকে ডাক দিল মুসা, 'কিশোর!'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'আমি কাফেতে যাচ্ছি না। এখানেই বসি।'

'কেন, কি হলো আবার?'

'এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে, বসো।'

মাছের বাজারের মুখোমুখি একটা লোহার বেঞ্চ পাতা। তাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল মুসা। লোকের কাজকর্ম, আনাগোনা দেখছে। মাছের গন্ধটা বাদ দিলে খারাপ লাগছে না পরিবেশ। এখানে সেখানে দু'তিনজন করে বসে জটলা করছে জেলেরা।

amusumon@yahoo.com www.murchona.com©

বাজারের এককোণে আরেকটা বেঞ্চের দিকে নজর পড়তেই দৃষ্টি আটকে গেল মুসার। চট করে একটা লোক খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলল। মুসার দৃঢ় বিশ্বাস, তার ওপরই চোখ রাখছিল লোকটা।

জেলেদের দেখার ভান করে এরপর একটু পর পরই আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতে লাগল মুসা। চেষ্টা সফল হলো। পত্রিকার ওপর দিয়ে আস্তে করে মুখ বের করল লোকটা। চিনে ফেলল মুসা। সেই স্প্যানিশ লোকটা। কাফেতে ওদের টেবিলের পাশে বসে খাচ্ছিল যে।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা। ওর ওপরই যে নজর রাখছে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। নিশ্চয় শুধু তার একার ওপর নয়, ওদের তিনজন অর্থাৎ তিন গোয়েন্দার ওপরই চরগিরি করছে সে।

কিশোরের আসার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইল মুসা।

অফিসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তা পার হয়ে কিশোরকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। কিশোর কাছে এলে নিচুস্বরে বলল, 'আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

'কে?'

'বাজারের পেছনে বাঁ দিকের বেঞ্চটাতে বসে আছে। খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে।'

আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। 'কই?'

মুসাও তাকাল। 'আরি! এক মুহূর্ত আগেও তো ছিল। হয়তো বুঝে ফেলেছে তার অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। কেটে পড়েছে।'

'চিনতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

সাইকেলগুলো যেখানে আছে সেখানে রেখেই কাফের দিকে রওনা হলো দুজনে। ভেতরে ঢুকে দেখল, রবিন এখনও ফেরেনি। জানালার পাশের টেবিলটা খালি। তাতে গিয়ে বসল ওরা।

'কি জেনে এসেছি, জানো?' উত্তেজনা চাপা দিতে পারছে না কিশোর। 'মোটেও বিপজ্জনক নয় আর দ্বীপটা। একেবারে নিরাপদ। পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করে ফেলা হয়েছে। অফিশিয়ালি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ কথা।'

ওয়েটারকে ডেকে কোক দিতে বলল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল। 'সবাই তাহলে জানে না কেন?'

'জানবে। মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স দখল করার আগে দ্বীপের একজন মালিক ছিল। তার ছেলে এখন মালিকানা ফিরে পেয়েছে আবার। সে এখন বুড়ো মানুষ, পেয়েই বা আর কি করবে। বিক্রি করে দেয়ার কথাবার্তা হচ্ছে। কোস্টগার্ড জানাল, কে একজন নাকি কেনার জন্যে যোগাযোগও করেছে মালিকের সঙ্গে। যাক সে-কথা। এ মাসের শেষ দিকে খোলাখুলি ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হবে দ্বীপটা নিরাপদ।'

'পাহাড়ের চূড়ার নোটিশবোর্ডের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছ?'

'না, তা করিনি, কারণ তার আগেই জানা হয়ে গেছে আরেকটা তথ্য। মূল ভূখণ্ডে কোথায় কোথায় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের সম্পত্তি আছে জিজ্ঞেস করেছি। ওরা বলল, আশেপাশে কোথাও নেই। তারমানে ওই নোটিশবোর্ড ভুয়া।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'বলো কি!' ওয়েটারকে আসতে দেখে থেমে গেল মুসা। কোকের বোতল নামিয়ে রেখে ওয়েটার চলে গেলে বলল, 'তাহলে তো এখন পুলিশকে জানানো দরকার।'

'জানাব। আরও কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে নিই।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'আরেকটা ইয়ট। দেখেছ?'

'ইয়টের ছড়াছড়ি মনে হচ্ছে এদিকে,' দেখতে দেখতে মুসা বলল।

'হবেই। টুরিস্টরা আসছে।' নামটা পড়ল কিশোর: ভ্যান জিক। কোক খেতে খেতে জাহাজটাকে দেখছে সে, এই সময় মুসা বলল, 'ওই যে, রবিন এসে গেছে।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। রবিন একা নয়। সঙ্গে রয়েছে পিটার আর লুসি। কাছে এসে হাসিমুখে জানাল রাস্তায় দেখা হয়ে গেছে।

আগের দিনের মত একই টেবিল ঘিরে বসল ওরা। বোনের জন্যে চকলেট আর নিজের জন্যে কফির অর্ডার দিল পিটার। রবিনের জন্যে আরেকটা কোক আনতে বলল কিশোর।

'শুনে এলাম,' কিশোর আর মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'শহরের শেষ মাথায় একটা ফানফেয়ার হচ্ছে। চড়ার জন্যে সাংঘাতিক সব জিনিস নাকি এসেছে: পাইরেট শিপ, মুনরাইড...। খুদে একটা ডিজনি ওয়ার্ল্ডও নাকি বানিয়েছে। সবাই বলাবলি করছে, দারুণ।'

'সবাই মানে?' ভুরু নাচাল পিটার। 'ওই যে আমাদের পাশের

বোট থেকে নেমে যে দুজন লোক কথা বলল তোমার সঙ্গে, ওরা নাকি? তা আমার যেতে আপত্তি নেই।' বোনের দিকে তাকাল, 'লুসি, যাবি?'

মাথা কাত করল লুসি।

মুসা বলল, 'ইংল্যান্ডের ফানফেয়ার দেখিনি কখনও। যাব।'

জানালার বাইরে রাস্তায় দুজন লোককে দেখা গেল। গায়ে সোয়েটার, পরনে জিনস। একজনের গালে একটা গভীর কাটা দাগ। রবিন বলল, 'ওই যে, ওরাই। ভ্যান জিক থেকে নেমেছে।'

রাস্তায় আরেকজন লোকের দিকে এগিয়ে গেল দুজনে। ওদের চেয়ে বয়েস বেশি তৃতীয় লোকটার।

'আরি, ওই তো!' বলে উঠল পিটার। 'এই লোকটাই তো আমাদের এস্টেট এজেন্ট, অ্যানগ্রাঙ্গের ব্যাপারে আমাদের সাবধান করেছিল যে।'

চেনা চেনা লাগছিল, চিনে ফেলল এখন কিশোর। কুঁচকে গেল ভুরু। 'ক্রেগলি ফক্স!'

'আরে, তাই তো!' রবিন বলল।

'নামও জানো দেখছি,' অবাকই হলো পিটার।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল মুসা। তাড়াতাড়ি চোখ টিপে তাকে নিষেধ করল কিশোর। যতক্ষণ চোখের আড়ালে না চলে গেল ততক্ষণ লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'খুব আগ্রহ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'অ্যাঁ!' ফিরে তাকাল কিশোর। 'ভ্যান জিক। হল্যান্ডের

ammsimon@yahoo.com www.murchona.com©

জাহাজ।'

'ঠিকই অনুমান করেছ,' হাসল লুসি, 'জাহাজের নাম নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছ মনে হচ্ছে।'

কিশোরও হাসল, 'ওটা কোন দেশী জানার জন্যে পড়াশোনার প্রয়োজন নেই। ফ্ল্যাগই তো বলে দিচ্ছে কোন দেশী।'

'ও, তাই তো!' লজ্জাই পেল লুসি। 'যার যেখানে বাস, সেটার দিকেই নজর কম। জাহাজে যে ফ্ল্যাগ থাকে, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ছয়

মাইলখানেক দূর থেকে বাজনার শব্দ কানে এল ওদের। ব্যান্ড, পপ সঙ আর নাগরদোলার শব্দ মিলে এক বিচিত্র কোলাহল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর।

পাইরেট শিপ, ওয়াটার শূট, রাইফেল রেঞ্জ, হুপলা স্টল—কোনটাই বাদ দিল না ওরা। ভাল মজা পাচ্ছে।

ঘন্টাখানেক বাদে লুসি, পিটার আর রবিনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল কিশোর আর মুসা; কি ভাবে সরে এল নিজেরাও বলতে পারবে না, সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাল না। একটা স্টলে ঢুকে আর্কেড ভিডিও দেখতে দেখতে মুসা বলল, 'নাহ্, এটা ভাল না। চলো বেরোই। এখানে দম নিতে পারছি না।'

'আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না,' কিশোর বলল।

মাথা নাড়ল মুসা, 'উঁহু, আমি বেরোব। আমার ভাল লাগছে না।'

অবাক হলো কিশোর। হই-চইকে বিশেষ পরোয়া করে না

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

মুসা। শরীর খারাপ নাকি? ওর মুখের দিকে তাকাল। প্রচুর ঘাম দেখা যাচ্ছে। বোধহয় গরমেই এমন হয়েছে।

আর তর্ক না করে মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। হল অভ মিররের পাশ ধরে এগোল। অনেক ঠাণ্ডা এখানে।

'এখন কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না মুসা। একটা কাফের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ বলল, 'চলো, আইসক্রীম খাব।'

নাক কুঁচকাল কিশোর। 'আবার? এই কয়েক মিনিট আগে না খেলে?'

'খেতে ইচ্ছে করছে, খাব, অত কথার দরকার কি। এসো না!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাফেতে ঢুকল কিশোর। অবাক লাগছে ওর। অস্বাভাবিক আচরণ করছে মুসা। কাফেতে ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না সে। দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'কি ব্যাপার? হয়েছে কি তোমার?'

পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'সেই তখন থেকেই পিছু নিয়েছিল একটা লোক। গায়ে নেভি সোয়েটার।'

মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল কিশোর। অনেক লোক। 'কই, নেভি সোয়েটার তো দেখছি না।'

ফিরে তাকাল মুসা। 'আবার ফাঁকি দিল।'

'কোনখান থেকে পিছু নিল?'

'হুপলা স্টল। ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই তোমাকে নিয়ে

বেরিয়ে এসেছিলাম। এখানে, কাফেতে ঢুকলেই ক্যাঁক করে চেপে ধরতাম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে।'

'চেহারা দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'সেই স্প্যানিশটা।'

'পিছু লেগেছে কেন এ ভাবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'নিশ্চয় আমরা কোথায় যাই, কি করি দেখতে চাইছে।'

'তারমানে সন্দেহ করেছে।' দ্রুত কি যেন চিন্তা করে নিল কিশোর। তারপর বলল, 'এসো।'

'কোথায়?'

'হল অভ মিররে ঢুকব।'

ভিড়ের মধ্যে নজর রাখতে লাগল মুসা, কিশোর গেল টিকেট আনতে। টিকেট নিয়ে হাতের ইশারায় মুসাকে ডাকল। ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজনে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'কড়া নজর রাখবে।'

কিন্তু দেখা গেল না আর লোকটাকে। বেরোনোর সময় একটা আয়নার মধ্যে লুসির চেহারাটা দেখতে পেল কিশোর। ভুরু কুঁচকে গেল। দুজন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। ডাচ জাহাজটার নাবিক।

কিশোরকে দেখে হাত তুলে 'হাই' বলে ডাকল লুসি।

কাছে গেল কিশোর।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল লুসি।

'মজা,' হেসেই জবাব দিল কিশোর।

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'তুমি লুসির বন্ধু?' দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটা কিশোরকে জিজ্ঞেস করল। ভাল ইংরেজি বলে, কথায় আমেরিকান টান। বয়েস তেইশ-চব্বিশ, মাথা ভর্তি চুল, রোদে পোড়া চামড়া। দেখতে খারাপ না। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল কিশোরের। কথা বলতে ইচ্ছে করল না। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল কেবল।

সিগারেটে লম্বা টান দিল লোকটা। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল নাকমুখ দিয়ে। সিগারেটটা হাতে বানানো। ধোঁয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার মগজে, অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করল।

'রবিন কোথায়? আর তোমার ভাই?' লুসিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখলাম তো রাইফেল শুটিঙে ব্যস্ত,' লুসি জানাল। 'গুলি করতে খুব পছন্দ করে পিটার। আছে হয়তো এখনও ওখানেই।'

'আমরা যাচ্ছি। যাবে নাকি?'

নাবিক দুজনের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল লুসি। জিজ্ঞেস করল, 'কাল আসবেন এখানে?'

'না, কাল আর আসতে পারব না,' জবাব দিল লম্বা লোকটার সঙ্গী। 'হল্যান্ডে যেতে হবে।' রহস্যময় ভঙ্গিতে চোখ টিপল সে। 'অনেক টাকার ব্যাপার। দুদিনের মধ্যে ফিরে আসব।'

সতর্ক হয়ে গেল লম্বা লোকটা। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে

ওলন্দাজ ভাষায় কি যেন বলল, বুঝল না কিশোর–মনে হলো সাবধান করল।

নাবিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, 'আবার দেখা হবে' বলে কিশোর আর মুসার সঙ্গে রওনা হলো লুসি।

শুটিং গ্যালারিতেই পাওয়া গেল রবিন আর পিটারকে।

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com

সাত

পরদিন সকালে আন্টির সঙ্গে বসে নাস্তা সারল তিন গোয়েন্দা। কফি খেয়ে, কাপড় বদলে অফিসে চলে গেলেন আন্টি। আলোচনায় বসল তিনজনে। দিনটা কিভাবে কাটাবে সেই আলোচনা।

কিশোর বলল, 'যে জায়গাটা নিয়ে এত কথা, সেই দ্বীপটাতেই যাওয়া হলো না এখনও। জীবাণু-মুক্ত যেহেতু জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেতে তো আর ভয় নেই। চলো, আজই যাই।'

মুসার কোন আপত্তি নেই। সে একপায়ে খাড়া।

রবিন বলল, 'আজই?'

'এখুনি,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো, কাপড় পাল্টে নেব।'

সাইকেল নিয়ে সোজা বন্দরে চলে এল ওরা। বোট ভাড়ার প্রচুর সাইন বোর্ড আছে। ভিড়ের মধ্যে গেল না। চলে এল একধারে, বেশ খোলামেলা আর নির্জন জায়গায়। বোট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ওরা, লোকের চোখে পড়তে দিতে চায় না। একটা নোটিশ দেখা গেল, বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা:

বোট ভাড়া দেয়া হয়

মাছধরা জালের স্তূপে বসে আছে মালিক। ওদের দিকেই নজর।

সাইকেল থেকে নেমে হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বোট লাগবে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'লাগবে। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে। বেশি ছোট হলে চলবে না, অন্তত বারো ফুট। সুজুকি আউটবোর্ড ইঞ্জিন হলে ভাল হয়।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকাল লোকটা। 'বাহ, বোট সম্পর্কে ভাল জ্ঞান মনে হচ্ছে। ইঞ্জিনটা কি সাইজের চাও?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'পাঁচ হর্সপাওয়ারের নিই, কি বলো?'

মাথা কাত করে সম্মতি জানাল মুসা।

'একেবারে সঠিক জিনিসটা বেছেছ,' মৃদু হাসল লোকটা। 'কি করে স্টার্ট করতে হয় জানো নিশ্চয়?'

'জানি,' জবাব দিল মুসা। 'তেলের লাইন অন করে দিয়ে ইঞ্জিনের দড়ি ধরে টান দেব। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'

'করব,' চোখের পাতা সরু হয়ে এল লোকটার, 'এত দামী একটা জিনিস কিছু না জেনে আন্দাজেই ছেড়ে দেব নাকি। বলো দেখি, অল্প পানিতে পড়লে ইঞ্জিনটা কি করবে?'

'কি আশ্চর্য, এটা কোন প্রশ্ন হলো নাকি?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে মুসা। 'ইঞ্জিনের পেছনটা উঁচু করে নেব। প্রপেলার পানিতে কামড় বসাতে না পারলে দাঁড় বেয়ে যাব। হয়েছে? আর কোন প্রশ্ন?'

amnsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'না,' মাথা নাড়ল লোকটা, 'তোমরা পাস। টাকা দাও, নিয়ে যাও।'

'আপনার বোটে লাইফ-জ্যাকেট আছে? তিনটে জ্যাকেট দেবেন। দাঁড় তো অবশ্যই দেবেন। ট্যাংক ভরে তেল দিন। আর একটা বাড়তি তেলের ক্যান।'

'তোমরা পাকা নাবিক,' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে লোকটার, হালকা ভাবটা আর নেই। 'সাইকেলগুলো ওই ওখানে রাখো। তালা ইচ্ছে করলে দিতেও পারো, না দিলে নেই। চুরি হবে না। দাঁড়াও, তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আসছি।'

উঠে একটা ছোট কাঠের বেড়া দেয়া ঘরের দিকে চলে গেল লোকটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে। বোটে নিয়ে গিয়ে রাখল সে-সব।

বোটটা খুব পছন্দ হলো তিন গোয়েন্দার, বিশেষ করে মুসার। অভিজ্ঞ হাতে দড়ি টেনে স্টার্ট দিয়ে ফেলল।

জলযানের ভিড় নেই এদিকে। খুব সহজেই বন্দর থেকে বোট বের করে নিয়ে এল মুসা। চমৎকার বাতাস। রবিনের লম্বা চুলগুলো উড়ে উড়ে এসে মুখের একপাশে বাড়ি মারছে। সাগর মোটামুটি শান্ত। গলুইয়ের নিচে বোটের তলায় ঠাস ঠাস করে বাড়ি মারছে ঢেউগুলো। এত জোরে শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে। আসলে কিছুই হলো না। এরচেয়ে অনেক শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আছে এ সব বোটের।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রবিন বলল, 'ফ্রেমনির শহরটা যেমনই হোক, সাগরটা কিন্তু খুব সুন্দর। আরও আগেই সাগরে নামা উচিত ছিল

আমাদের। এখান থেকে ডাঙার সব কিছু অন্য রকম লাগছে, দেখো।'

কি যেন চিন্তা করছে কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, 'হুঁ। পিটারদের জাহাজটাকে কিন্তু দেখলাম না আজ। চলে গেল নাকি?'

'তাই তো!' রবিন বলল, 'এটা তো খেয়াল করিনি। বোট খোঁজা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম...যাবে আর কোথায়? এসেছে বেড়াতে। কোনদিকে ঘুরতে গেছে হয়তো।'

মুসা মোটামুটি চুপচাপ। হাল ধরে তাকিয়ে আছে দ্বীপটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে ভিড়ানোর জায়গা খুঁজতে লাগল। ফ্রেম বাইটের দিকে মুখ করে থাকা দিকটায় অসম্ভব। খাড়া উঠে গেছে পাথরের দেয়াল। চূড়ার ওপরে অসংখ্য পাখির বাসা। গোড়ায় সগর্জনে আছড়ে পড়ে অনবরত সাদা ফেনা সৃষ্টি করে চলেছে প্রবল ঢেউ।

দ্বীপটা এখন জীবাণু-মুক্ত জানা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময়কার পুরানো সাইনবোর্ডটা দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল কিশোরের। লেখা রয়েছে:

সরকারী সম্পত্তি
গবেষণা চলছে
ভয়ানক বিপজ্জনক অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু
ছড়িয়ে আছে ভূমিতে, বাতাসে
জনসাধারণের জন্যে দ্বীপে নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

aimsumon@yahoo.com www.murchona.com©

কেঁপে উঠল রবিন, 'এতক্ষণে বুঝলাম কেউ আসতে চায় না কেন এদিকে।'

হঠাৎ করেই বাতাসটা অতিরিক্ত শীতল মনে হলো। আকাশের নীল রঙ আগের চে' মলিন।

'আর বেশি কাছে যেতে পারিছি না,' মুসা জানাল। 'কি করব, কিশোর?'

'ভেড়ানোর জায়গা কোথাও না কোথাও নিশ্চয় রয়েছে,' কিশোর জবাব দিল। 'দ্বীপের কিনার ধরে ঘুরতে থাকো। দরকার হয় পুরো দ্বীপটা চক্কর দিয়ে এসো।'

এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে মাটি খাবলে তুলে নিয়েছে যেন কোন দানব। দু'দিকে ধারাল দুটো খাড়া স্তম্ভের মত দেয়াল। মাঝের ফাঁকটায় বোট ঢোকানো সম্ভব। স্তম্ভ দুটোর চূড়া থেকে পানি ছুঁই ছুঁই করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে মস্ত একটা ক্যামোফ্লেজ নেট।

নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। অবশেষে কিশোর বলল, 'ভালমত খেয়াল না করলে দেখতেই পেতাম না।'

'কি ওটা? এ ভাবে জাল ঝুলানোর মানে?' রবিনের প্রশ্ন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোট বা জাহাজ লুকানোর জন্যে পাহাড়ের এ ধরনের খাঁজকে বেছে নেয়া হতো। সামনে ক্যামোফ্লেজ নেট ঝুলিয়ে দিয়ে ভেতরে লুকিয়ে রাখা হতো জাহাজ।'

'কিন্তু এই জালটা তো যুদ্ধের সময়কার বলে মনে হচ্ছে না। নতুন।'

'সেটাই তো ভাবছি। এখন জাহাজ লুকানোর প্রয়োজন পড়ল কার?'

দ্বীপের কিনার ধরে ছুটে চলেছে বোট। ধীরে ধীরে কমে এল পাহাড়ের উচ্চতা। একটা জায়গায় দেখা গেল একেবারেই সমান, পানির সমতলের সামান্য ওপরে। বালিতে ঢাকা সৈকত। পুরানো কাঠের একটা জেটি আছে। মেরামত করা হয়েছে ইদানীং, বোঝা যায়।

'ভেড়ানো যাবে,' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বলো?'

জেটিতে বোট বেঁধে ডাঙায় নামল ওরা।

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

আট

কেমন ভুতুড়ে লাগছে দ্বীপটাকে। থমথমে নীরবতা। যেন নিদারুণ বিষাদে ভরা।

সৈকত ধরে হেঁটে চলল ওরা। বালি পেরিয়ে, নুড়ি মাড়িয়ে ক্রমশ উঠে যেতে লাগল ওপর দিকে। ঘাসের সীমানা যেখান থেকে শুরু, রাস্তাটার মুখও ওখানেই। কারও মুখে কথা নেই। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। পেশিগুলো সব টানটান।

দ্বীপের ভেতর দিকে ঢুকে গেছে রাস্তাটা। দুই ধারে বেনাবন। পথের সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে ঢাল বেয়ে। হারিয়ে গেছে দূরে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে হয়তো ভালই লাগে, কিন্তু চোখের সামনে দেখে কেন যেন মোটেও ভাল লাগছে না ওদের। কোথাও একটা পাখি বা জন্তু-জানোয়ারের চিহ্নও নেই এখানে। দেয়ালের চূড়ায় এত যে পাখি দেখে এসেছে, তার কোনটাই আসছে না এদিকে।

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'আমার ভাল্লাগছে না!'

'আমারও না,' শান্তকণ্ঠে স্বীকার করল কিশোর। 'এক কাজ করতে পারো। তোমরা দুজন গিয়ে নৌকায় বসো। চট করে ঘুরে দেখে আসি আমি।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, এসেছি যখন, যাব। দিনের বেলা ভূতে কি করবে!'

'এখানে আবার ভূত দেখলে কোথায়?' ফিরে তাকাল রবিন। 'মানুষই নেই, তার আবার ভূত।'

'মানুষ নেই তো কি হয়েছে, জীবাণু ছিল। জীবন্ত অবস্থায়ই ওগুলো ছিল ভূতের বাপ, মরে গিয়ে নিশ্চয় নানা-দাদা বা আরও ওপরের স্তরের কোন পূর্বপুরুষ হয়েছে।'

মুসার কথায় না হেসে পারল না কিশোর আর রবিন। থমথমে পরিস্থিতিটা সামান্য হলেও হালকা হলো।

কিছুদূরে দুটো জেলের কুটির দেখা গেল। চালা নেই এখন। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে আছে দেয়াল। জানালা-দরজার ফোকরগুলো মড়ার খুলির শূন্য কোটরের মত তাকিয়ে রয়েছে সাগর আর আকাশের দিকে। চিড় ধরা মেঝের ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে ঘাস। ঠিকমত আলো-বাতাস না পাওয়ায় বিবর্ণ, বিকৃত।

ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে চলল তিন গোয়েন্দা। চূড়ায় পৌঁছে দেখল, অন্যপাশে একটা পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা। মোটামুটি স্বাভাবিক লাগছে এ জায়গাটা, যদিও পঞ্চাশ বছর ধরে পরিত্যক্ত। দশ-বারোটা কটেজমত বাড়ি রয়েছে, ভাঙাচোরা, ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোনমতে খাড়া হয়ে রয়েছে এখনও কিছু দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ। কিছু আছে আবার বেশ ভাল অবস্থায়।

রাস্তার তেমাথা দেখা গেল একটা, বোধহয় গাঁয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এক সময়। ধ্বংসাবশেষের একধারে একটা খুদে গির্জা। চূড়া

amusumon@yahoo.com www.murchona.com

থেকে নেমে যাওয়া রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'এগারোটা কটেজ, তারমানে কম করে হলেও তিরিশজন মানুষের বাস ছিল এখানে। ভাবছি, তাদের কি হয়েছিল?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'বাড়িঘর তো সহজে ছেড়ে যেতে চায় না মানুষ। এখানে নিশ্চয় জন্তুও হয়েছিল ওদের কারও কারও। নিশ্চয় চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল ওদের।...সে যাকগে, ওসব দার্শনিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যেটা করতে এসেছি সেটা করি। খুঁজে দেখা যাক ভেতরে কিছু আছে নাকি। একসাথে থেকে খুঁজব? না আলাদা আলাদা?'

'একসাথে, একসাথে!' মুসা বলল। 'আমি বাপু এখানে আলাদা হতে পারব না! জীবাণুর ভূতের সঙ্গে মানুষের ভূত...না বাবা, আমি একা হওয়ার মধ্যে নেই!'

হাসল কিশোর, 'ঠিক আছে, একসঙ্গেই থাকা যাক।'

সামনে প্রথম যে কটেজটা পড়ল, সেটার দরজায় ঠেলা দিল কিশোর। গরম লাগল। আশ্চর্য! থাকে নাকি কেউ? ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানোর চিহ্ন দেখা গেল। জানালার ধারে রাখা একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। একধারে একটা ক্যাম্প-বেড। তার ওপরে রাখা একটা স্লীপিং-ব্যাগ। খালি একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর স্তূপ করে ফেলে রাখা কিছু জামা-কাপড় আর মেঝেতে একটা ব্যাকপ্যাক। উত্তেজনা যেন সশব্দ গুঞ্জন তুলে নেমে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে পাশের কটেজটা দেখিয়ে রবিনকে বলল কিশোর, 'ওটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে এসো তো।'

দরজায় ঠেলা দিতে প্রথমটার মত খুলে গেল এটাও। ভেতরে তাকিয়ে চিৎকার করে জানাল রবিন, 'আরে এ তো গুদাম! সব রকমের জিনিস আছে। এর পরেরটা দেখব নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দেখল রবিন। ওখান থেকেই জানাল, 'এখানে আছে একটা পোর্টেবল জেনারেটর। আলো আছে, শক্তিশালী আলো। লাল আর সবুজ ফিল্টার আছে। আঙিনায় দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা পিকআপ ট্রাক। ওশনদের বাড়ির গাড়িটার মত।'

জ্যান্ত মানুষ বসবাসের নমুনা দেখে উধাও হয়ে গেল ভূতের ভয়। কিশোরের আগেই কটেজটার দিকে দৌড় দিল মুসা।

ঘরের মধ্যে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করল ওরা। তেপায়ায় বসানো একটা টেলিস্কোপ।

খুব খুশি কিশোর। কষ্ট করে ওদের এখানে আসা সার্থক। রবিনকে বলল, 'এসেই সেদিন যে আলোর ঝিলিক দেখেছিলে, এই টেলিস্কোপের। রোদে কাঁচ লেগেছিল।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে মূল ভূখণ্ডের দিকে নজর রেখেছিল কেউ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ।...আলোর রঙের ব্যাপারটাও বুঝে গেছি এখন। ট্র্যাফিক সিগন্যালের মানেটা ব্যবহার করছে ওরা এখানে। সবুজ দেখিয়ে বোঝাতে চায়, রাস্তা পরিষ্কার।

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

আসতে পারো, কিংবা যেতে পারো, কিংবা চলাচল করতে পারো। লাল দিয়ে বোঝায়, থামো।'

'আর সাদা?' মুসার প্রশ্ন।

'দুটোর মাঝের বিরতি। কিংবা ফুলস্টপ বোঝানো হয় সাদা দিয়ে। সেদিন যে দেখলাম সবুজ আর লাল আলো, তার মানে–দ্বীপ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: বেরোনোটা কি নিরাপদ? জবাব গিয়েছিল মূল ভূখণ্ড থেকে তিনবার সবুজে: নিরাপদ! নিরাপদ! নিরাপদ! তারপর দীর্ঘ সাদা আলো। তারমানে ওভার অ্যান্ড আউট।'

'কিন্তু কি মানে এ সবের? কেন করছে?'

'অপরাধ যে করছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। কি অপরাধ, সেটাও মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি। শিওর হয়ে নিই, তারপর বলব। দেখি খুঁজে, আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

মাঝের কটেজটায় ফিরে এল ওরা, যেটাকে গুদাম বলেছে রবিন। বেশির ভাগই সাধারণ জিনিস–চিনি, মাখন, রুটি, আলু এ সব। এক কোণে কয়েকটা গাঁইট দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। বেশি বড় না। খড়ের গাঁইটের সমান। দড়ি দিয়ে বাঁধা। সবুজের ওপর গোল রঙের লাল চিহ্ন দেয়া গাঁইটগুলোতে।

'কি আছে এর মধ্যে?' মুসার প্রশ্ন।

'একটা ছুরি হলে খুলে দেখা যেত,' মুসা বলল। 'খুঁজলে ছুরি পাওয়া যাবে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'উঁহু, খোলা উচিত হবে না। একবার খুললে আর এ রকম করে বাঁধা যাবে না। বুঝে ফেলবে ওরা, কেউ

খুলেছিল। সাবধান হয়ে যাবে। আমরা যে দেখে ফেলেছি, এখন জানতে দিতে চাই না ওদের।'

সবগুলো কটেজে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু জরুরী সূত্র হতে পারে, এমন আর কিছু পাওয়া গেল না। শোবার ঘরগুলো সেঁতসেঁতে, আসবাবপত্র নেই। প্রথম যে ঘরটা দেখেছে, চেয়ার-টেবিলওয়ালা, সেটা বাদে আর কোনটাতেই মনে হলো না লোক থাকে আজকাল।

ফিরে এসে আবার গুদামটায় ঢুকল ওরা। গাঁইটের মত বান্ডিলগুলোর দিকে নজর দিল। ঝাঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কিশোর, ভেতরে কি আছে। কিন্তু ফাঁপা মনে হলো না, ভেতরটা নিরেট, যা-ই আছে ঠাসাঠাসি করে বাঁধা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হতে পারে, সন্দেহ তোমার?'

'অস্ত্র হলে এত ঠাসাঠাসি করে রাখতে পারত না, ঝাঁকি দিলে শব্দ হতই। বান্ডিলগুলো যে সাইজের তাতে ছোট অস্ত্র ভরে রাখা সম্ভব; রাইফেল-বন্দুকের মত বড় জিনিস নয়। তাহলে আরও লম্বা হতো এগুলো।'

মাথা নেড়ে মুসা বলল, 'অস্ত্র হলেই যে শব্দ হবে, এটা ঠিক নয়। যদি খড় পেঁচিয়ে ভরে রাখে? সিনেমায় দেখেছি জাহাজে করে অস্ত্র পাচার করার সময় এ ভাবেই কাস্টমসকে ফাঁকি দেয় চোরাচালানীরা।'

'তা দেয়,' মুসার কথা মেনে নিতে পারছে না কিশোর, 'কিন্তু এই এলাকায় অস্ত্র পাচার করতে আসবে কেন ওরা? এখানে কোন বিদ্রোহ নেই, দলাদলির ব্যাপার নেই, জোর করে সিংহাসন দখল

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com

করতে চায় না কেউ...'

'ড্রাগস!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ড্রাগস। আমারও ঠিক এই সন্দেহটাই হচ্ছে।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। চোরাচালানীদের আড্ডা সব সময়ই ভয়ঙ্কর হয়। বাধা পেলে মরিয়া হয়ে ওঠে। যে কোন অপরাধ, এমনকি মানুষ খুন করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

'কিশোর,' বলল সে, 'পাহারাদার লোকটা দ্বীপে আছে না বাইরে, জানি না। জিনিসপত্র আছে যখন, যেখানে যাক ফিরে আসবেই। আর কি দেখব? চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, 'দাঁড়াও। আরেকটা জিনিস দেখে নিই।'

জানালার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কাছে যেতে তামাকের গন্ধ পেল। তার সঙ্গে অন্য একটা গন্ধের মিশ্রণ। টেবিলের ওপরে কিছু নেই। একটামাত্র ড্রয়ার। টান দিয়ে খুলল। একটা অ্যাশট্রে, একটা লাইটার আর এক প্যাকেট সিগারেট পেপার দেখা গেল। কাগজ দিয়ে বানিয়ে রাখা হয়েছে দু'তিনটে সিগারেট। তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল কিশোর। উজ্জ্বল হলো চেহারা। মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, যা অনুমান করেছিলাম, তাই। ভাং!'

আরও একটা জিনিস পাওয়া গেল ড্রয়ারে। ভাঁজ করা একটা ম্যাপ। ভাঁজ খুলতে আরও একটা কাগজ বেরোল সেটা থেকে। মাসিক টাইড-টেব্‌ল্। মাসের কোনদিন কোনদিন জোয়ারের পানি

অতিরিক্ত উঁচু হবে সেটা দেখানো রয়েছে হলুদ দাগ দিয়ে। এ মাসের শেষ দিনটা হলো আগামী পরশু।

আর ম্যাপটা এই দ্বীপের। চারপাশে সাগর। সাগরের এক জায়গায় লাল ক্রস দেয়া। দ্বীপ থেকে সিকি মাইল দূরে।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। জিনিসগুলো সব আবার আগের জায়গায় রেখে দিতে দিতে বলল, 'এতটা সফল হব, ভাবতেও পারিনি। আর কিছু দেখার নেই। চলো, এবার কেটে পড়া যাক।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নয়

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল ওদের। দেখে, তৈরি হয়ে বসে আছেন এনিড আন্টি। বললেন, 'আজ তোদের বাইরে কোথাও খাওয়াব। কি খেতে চাস?'

'খাঁটি ইংলিশ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা।

হাসলেন আন্টি। 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাওগে।'

খেয়েদেয়ে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো। সোজা বেডরুমে চলে গেলেন আন্টি। তিন গোয়েন্দা এসে ঢুকল মুসার শোবার ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত নজর রাখল। কিন্তু আলো দেখা গেল না। দ্বীপ থেকেও না, মূল ভূখণ্ড থেকেও না।

পরদিন আকাশ এতটা খারাপ হয়ে রইল, কুয়াশা আর বৃষ্টি, ঘর থেকেই বেরোতে পারল না ওরা।

তার পরদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সকালে আন্টি জানালেন, বার্মিংহামে যেতে হবে তাঁকে জরুরী কাজে। ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে যাবে। ওরা যেন ওদের ইচ্ছেমত খেয়ে নেয়।

নাস্তার পর আলোচনায় বসল ওরা, কি করা যায়?

কিশোর বলল, 'দ্বীপটা দেখা হয়েছে। এখন মূল ভূখণ্ডে আলোর সঙ্কেত যেদিকে দেখা গেছে সেদিকে একবার খুঁজে দেখা দরকার।'

'তারমানে বাইটের দিকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' এক মুহূর্ত থামল কিশোর। 'তা ছাড়া মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গেও একবার কথা বলা দরকার।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'বাপরে বাপ, যে মহিলার মহিলা! আমি ওর সামনে যেতে পারব না।'

'কেন, গরুকে পিটায় বলে তোমাকেও পিটাবে নাকি?'

'বিশ্বাস কি? মহিলার মেজাজ-মর্জি মোটেও ভাল ঠেকেনি আমার। আন্টির কাছে শুনে আমি ভেবেছিলাম, বুড়ো, অথর্ব মানুষ। চোখেও দেখে না ভালমত। কানেও শোনে না। কি বলতে কি বলে...কিন্তু এ যে জোয়ান ব্যাটাছেলের বাপ!'

'চলোই না দেখি। খারাপের সঙ্গে খারাপ। আমরা তো আর তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছি না। এনিড আন্টির নাম বললে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করবেন।' খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল কিশোর। 'এক কাজ করা যেতে পারে, সবার একসঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমার অনুমান ঠিক হলে, আজ রাতে মাল খালাসের ব্যবস্থা করবে ওরা। কারণ জোয়ারের পানি উঁচু হওয়ার আজই শেষ দিন। পানি নেমে গেলে বোট ভেড়াতে পারবে না জায়গামত, মালও খালাস করতে পারবে না। সুতরাং, হাতে আমাদের সময় কম। রবিন, তুমি ক্যামেরা নিয়ে গুহাটার দিকে চলে যাও। ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কোথাও। দেখবে,

amisumon@yahoo.com www.murchona.com©

অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা। পড়লে ছবি তুলে নেবে। আমি আর মুসা যাচ্ছি হ্যারল্ড ফার্মে। মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গে কথা সেরে গুহার কাছে যাব। ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

সাইকেল নিয়ে বেরোল ওরা। ফার্মের কাছে এসে কিশোর বলল, 'রবিন, তুমি এবার যাও। যে ভাবে যা বললাম, ঠিক ঠিক মত কোরো। আর, সাবধান থেকো। একা কোন বড় ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

'নেব না। দেখা হবে,' বলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল রবিন।

কিশোর আর মুসা মুখ ঘোরাল ফার্মের দিকে। কাছাকাছি আসতে বাতাসে গোবর আর খামারের পরিচিত অন্যান্য গন্ধ যুক্ত হয়ে নাকে এসে ধাক্কা মারতে লাগল।

সামনে আর আশেপাশে কড়া নজর রাখতে রাখতে চলেছে কিশোর।

অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। 'কিশোর, আমি ভাই ওই মহিলার মুখোমুখি হতে পারব না। তুমি কথা বোলো। আমি আশেপাশে সূত্র খুঁজে বেড়াব।'

'দূর, কি যে বলো না তুমি। সূত্র খুঁজবে, ভাল কথা, কিন্তু মহিলাকে এত ভয় কেন?'

'কি জানি! আমার ভাল লাগছে না।'

'আচ্ছা, চলোই না দেখি, কি হয়। তোমার কথা বলা লাগবে না। আমিই বলব।'

গেটের ভেতরে ঢুকে সাইকেল দুটো কটেজের দেয়ালে ঠেস

দিয়ে রেখে সামনের দরজার দিকে এগোল দুজনে।

ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুলে দিল সেই মহিলা, যাকে সেদিন গরু নিয়ে যেতে দেখেছিল। ভুরু কুঁচকে তাকাল। বয়েসের কারণে এমনিতে অনেক কুঁচকে গেছে চামড়া, ফলে ভুরু কুঁচকানোটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর লাগল মুসার কাছে, রীতিমত ডাইনী মনে হলো। কিশোরের পেছনে সরে গেল সে।

'হালো,' কিশোর বলল, 'মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'আমিই মিসেস হ্যারল্ড,' কাটা কাটা জবাব। 'কি চাও?'

'আমরা একটু ঘুরে দেখতে চাই,' মহিলার ভাব-ভঙ্গিতে কিশোরও থতমত খেয়ে গেল। তবে সামলে নিতে দেরি হলো না। 'এস্টেট এজেন্টের কাছ থেকে এসেছি আমরা। তাঁর সহকারী। তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন ঘুরে দেখে যেতে।'

'কোন্ এজেন্ট?'

'আপনার এজেন্ট,। আপনার এজেন্ট তো এখন একজনই আছেন, তাই না? মিস এনিড মিলফোর্ড।'

ভুরু আরও অনেকখানি কুঁচকে গেল মিসেস হ্যারল্ডের। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর সরে জায়গা করে দিল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

করুণ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন তার ভয়, ডাইনী ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তুকতাক করবে।

ওরা ঢুকলে দরজাটা আবার লাগিয়ে দিল মহিলা। পুরানো

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ধাঁচের একটা লিভিং-রুম। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। একটা ম্যান্টলপীসে রাখা ছবি আর শো-পীস। তার ওপরে বড় একটা আয়না, তবে দাগ পড়ে গেছে এখন। খোদাই করা ধাতব ফ্রেম, খুব সুন্দর অলঙ্করণ। চেয়ার, টেবিল, সোফা সব পুরানো; তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর চমৎকার পালিশ করা। ঘরের আবহটা বেশ আরামপ্রদ।

'তোমরা বসো,' মিসেস হ্যারল্ড বললেন, 'আমি হ্যারিকে ডেকে দিচ্ছি।'

আমরা আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি—কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না কিশোর, তার আগেই চলে গেল মহিলা।

'এই হ্যারিটা আবার কে?' কিশোরের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা।

'আসুক। দেখব। জানতেই তো এসেছি। সব না জেনে আজ যাব না।'

আচমকা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল কিশোর। সেই গালকাটা লোকটা, যাকে সেদিন বন্দরে দেখেছিল।

এ লোক এখানে কি করছে!

দশ

গুহাটার কাছে পৌঁছে গেল রবিন। প্রথম সমস্যা, সাইকেলটা লুকাবে কোথায়? এটা চোখে পড়ে গেলেই সতর্ক হয়ে যাবে শত্রু। সে নিজে লুকিয়ে থাকলেও আর কোন লাভ হবে না। সাইকেল দেখলেই ওরা বুঝে যাবে, কাছাকাছি কেউ রয়েছে। সুতরাং কোনমতেই অন্য কারও চোখে পড়া চলবে না। তা ছাড়া লুকাতে হবে এমন জায়গায়, যাতে প্রয়োজন পড়লেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ওটা নিয়ে ছুট দিতে পারে।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দুটো সিলভার বার্চ গাছের নিচে ঘন ঝোপ চোখে পড়ল। একই জায়গায় এমন করে গজিয়েছে গাছ দুটো, ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত হয়ে আছে। মাঝখানের ফাঁকে, ঝোপের মধ্যে এনে সাইকেলটা খাড়া করে ঢোকাল সে। পিছিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল চোখে পড়ে কিনা। না, পড়ে না। ওটা যে আছে ওখানে, জানা না থাকলে সহজে দেখতে পারে না কেউ।

খানিকক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে থেকে বিরক্ত হয়ে গেল রবিন। কিছুই ঘটছে না। অস্বাভাবিক কিছুও চোখে পড়ছে না।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হনহন করে হেঁটে চলে এল বাইট কুনারের কাছে।

বেড়া দেয়া সীমানার বাইরে এসে দাঁড়াল সে। গলা লম্বা করে উঁকি দিল। কুকুরটা বা দুই ভাইয়ের কাউকে চোখে পড়ল না।

বাড়িটার অন্যপাশে রয়েছে যান-বাহনগুলো। গ্যারেজের বাঁ দিকে দেখতে পেল পিক-আপ ট্রাকটা, যেটার কেবিনের ছাতে সার্চলাইট বসানো ছিল। লাইটটা এখন নেই! পেছনে দেখা গেল ছোট ট্রেলারটা, তেরপল দিয়ে ঢাকা।

গ্যারেজের দিকে নজর ফেরাল সে। জরাজীর্ণ ঘরটা থেকে আগের মতই নাক বের করে রেখেছে একটা গাড়ি, জানালার কাঁচ রঙিন। আরও দুটো গাড়ি আছে–একটা কার, একটা ভ্যান–কোনটাই জরুরী নয়, তাই ওগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিল না সে। তার নজর পিক-আপটার দিকে। ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দাগটাগ থাকলে ছবি তুলে নিতে হবে।

বেড়া ডিঙাবে? ডিঙানোটা হয়তো কঠিন হবে না, কিন্তু ভেতরে অতিরিক্ত খোলা জায়গা। কুকুরটা যদি টের পেয়ে যায়? সে-সম্ভাবনাই বেশি। ভয়ানক জানোয়ার। দুইটা মিনিটও টিকবে না ওটার সঙ্গে লাগতে গেলে। নাহ্, এদিক দিয়ে ঢোকা ঠিক হবে না। তারচেয়ে বেড়ার ধার ধরে ঘুরে ঘুরে গ্যারেজের পেছনে চলে যাওয়াটা নিরাপদ মনে হলো তার কাছে।

বেড়ার ধার ধরে এসে বনে ঢুকল সে। পাহাড়ের চূড়ার সমান্তরাল হয়ে গেছে এখানে বেড়া। সাবধান-বাণী লেখা নোটিশ বোর্ডটা আজ আবার দেখতে পেল। কিন্তু সাদা রঙ করে ঢেকে

দেয়া হয়েছে মিনিস্ত্রি অভ ডিফেন্সের নামটা। অবাক কাণ্ড! একদিন থাকে তো একদিন থাকে না। রঙ করে নাম ঢাকার জন্যেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল নাকি?

বোর্ডটার ছবি তুলল সে। কাজে লাগতে পারে।

যেখান থেকে গুহাটা দেখেছিল সেদিন, সেখানে পৌঁছে গেল। ঢাল বেয়ে গুহায় নামা সম্ভব এদিক থেকে। জায়গাটার ছবি তুলল। উত্তেজনার বুদবুদগুলো ধীরে ধীরে ফুটতে আরম্ভ করল যেন রক্তের মধ্যে। কিশোর যখন বলেছিল তাকে ওদের সঙ্গে খামারে যাওয়ার দরকার নেই, একঘেয়ে লাগবে ভেবে একটু নিরাশই হয়েছিল; কিন্তু কেটে গেছে সেটা এখন। দারুণ উত্তেজনা। বুঝতে পারছে, এসেই বরং ভাল করেছে।

এগিয়ে চলল সে। চূড়ার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে সরে গেল বেড়াটা। কোথায় আছে দেখার জন্যে কাছে গিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ভাল জায়গা। কিন্তু বাড়িটার অতিরিক্ত কাছে। জানালা দিয়ে কেউ নজর রেখে থাকলে ও ঢুকতে গেলেই দেখে ফেলবে। বড় একটা ওক গাছ দেখতে পেল। ডালাপাতাগুলো ছড়িয়ে আছে নিচের দিকে, মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থা। ওগুলোর ভেতর দিয়ে নজর এড়িয়ে এটাতে চড়া যেতে পারে।

ক্যামেরাটা অ্যানোরাকের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। কেউ তাকিয়ে আছে কিনা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিয়ে উঠতে শুরু করল গাছ বেয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মোটা ডালে উঠে বসল, যেটা ওর ভার সইতে পারবে। বাড়িটার দিকে তাকাল। শব্দ বা নড়াচড়া

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

কোন কিছুই চোখে পড়ল না। ওকে কেউ দেখতে পেল কিনা সেটাও বুঝতে পারল না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল চুপচাপ। এখনও আগের মতই অবস্থা, মানুষের নড়াচড়াও নেই, কুকুরটাও নেই। ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল আবার। মাটি ছুঁয়ে থাকা ডালগুলোর ভেতর দিয়ে নেমে এল মাটিতে। পা টিপে টিপে এগোল গ্যারেজটার দিকে।

পিক-আপটাই তার লক্ষ্য। ড্রাইভারের পাশের উইং পরীক্ষা করে দেখল। সমস্ত বডির রঙের তুলনায় এখানকার রঙ সামান্য অন্য রকম। ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না। আঙুল বুলিয়ে দেখল ওখানটাতে। অনুভূতিটা স্পষ্ট। মসৃণ নয় মোটেও, বরং অতিরিক্ত খসখসে। দোমড়ানো জায়গাটা সমান করে নতুন রঙ করা হয়েছে—বুঝতে বিশেষজ্ঞের দরকার পড়ে না। তিনটা ছবি নিল সে: একটা নম্বর প্লেটের, আর দুটো মেরামত করা জায়গাটার ক্লোজ-আপ। প্রমাণের জন্যে।

সার্চলাইটটা ট্রেলারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে কিনা দেখবে ভাবছে, এই সময় কানে এল কণ্ঠস্বর। এতটাই চমকে গেল, কি ভাবে যে বোতামে আঙুলের চাপ লেগে গেল বলতেও পারবে না। ক্লিক করে উঠল শাটার। পাক খেয়ে লোকটার দিকে ঘুরে গেল সে। শার্ক ওশন দাঁড়িয়ে আছে। চোখে অবিশ্বাস আর রাগ।

এগারো

'কেন ঢুকেছ?' গর্জে উঠল শার্ক।

ভোঁতা হয়ে গেছে যেন রবিনের মগজ। ঢোক গিলল কেবল। বুকের মধ্যে এতটাই দুপদাপ করতে লাগল হৃৎপিণ্ড, শব্দটা স্পষ্ট কানে আসছে মনে হলো।

'দশ মিনিট ধরে চোখ রাখছি তোমার ওপর,' শার্ক বলল, 'বুঝতে পারছিলাম কোন একটা শয়তানির মতলবে এসেছ। এখন তো দেখি ঠিকই। কিন্তু শয়াতানিটা কি, সেটা বুঝতে পারছি না। কি করছ? সত্যি জবাব দেবে বলে দিলাম!'

দুই হাত আড়াআড়ি বুকের ওপর রেখে দাঁড়াল সে—যেন যে ভাবেই হোক সত্যি কথাটা আদায় করে ছাড়বে, চাপ লেগে কুস্তিগীরদের মত ফুলে উঠল পেশি। কিন্তু ভঙ্গিটাকে কেন যেন হুমকি ভাবতে পারল না রবিন। বরং আচরণে কিছুটা নরম ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। এক ধরনের ভদ্রতা, যেটা তার ভাই ব্যারাকুডার মধ্যে একদম নেই।

'ছবি তুলছিলাম,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

'সে তো দেখলামই। কেন?'

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com©

সত্যি কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিল রবিন। মিথ্যে বলে বোঝাতে পারবে না, অকারণ বিপদ বাড়াবে আরও। 'আমি...আমরা—কিশোর, আমি আর মুসা সন্দেহ করছি, ওই সাদা পিক-আপটা দিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের।'

ওকে অবাক করে দিয়ে একপাশে মাথা হেলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল শার্ক। 'খুন? কে তোমাদের খুন করতে যাবে?'

মাথা সোজা করে দাঁড়াল রবিন। শার্কের আচরণে ভয় অনেকটা কেটে গেছে। 'আপনি বিশ্বাস করছেন না। সেদিন যখন আপনাদের বাড়ি থেকে যাচ্ছিলাম, কুয়াশার মধ্যে এ রকম একটা গাড়ি আমাদের খাদে ঠেলে ফেলে মারতে চেয়েছিল।'

'কুয়াশার মধ্যে এ রকম ভুল হতেই পারে,' গুরুত্বই দিল না শার্ক। 'না দেখে কত অ্যাক্সিডেন্ট হয় এ রকম। পুলিশে রিপোর্ট করেছিলে?'

'করেছি।'

'তারা কি বলল?'

'আপনার মতই গুরুত্ব দেয়নি।'

'দেবে না, জানি। এক রকম দেখতে বলেই কি আমার গাড়িটাকে সন্দেহ করছ?'

'আপনার গাড়ি এটা?'

'রেজিস্ট্রেশন আমার নামেই করা হয়েছে, তবে আমি চালাই না। ব্যারাকুডাই চালায়।'

'মিস্টার শার্ক, বিশ্বাস করুন, এনিড আন্টির সঙ্গে সেদিন যখন বাড়ি ফিরছিলাম আমরা, এই গাড়িটা দিয়েই ধাক্কা মেরে ফেলে

দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের। আমি শিওর!'

রবিনের দৃঢ়তা অবাক করল শার্ককে। অস্বস্তি ফুটল চোখে। 'এত শিওর হচ্ছ কি করে?'

শার্কের আচরণ সাহস বাড়িয়ে দিল রবিনের। গাড়িটার কাছে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের উইন্ডে আঙুল রেখে বলল, 'এখানে হাত বুলিয়ে দেখুন। মেরামত করা হয়েছিল বোঝা যায়। রঙটাও দেখুন এসে ভালমত। আরেক রকম।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে শার্ক বলল, 'দেখার দরকার নেই আমার, তুমি ঠিকই বলেছ, জানি আমি। সেদিনই গ্যারেজ থেকে গাড়িটা মেরামত করিয়ে আনা হয়েছে। তবে তোমাদের ধাক্কা দেয়ার কারণে ক্ষতিটা হয়েছিল, এটা জানতাম না। অন্য গল্প শোনানো হয়েছে আমাকে। যাই হোক, আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করব আমি ভালমত। আর কিছু বলবে?'

ভারি শ্বাস নিল রবিন। সন্দেহ নিরসনের এ রকম সুযোগ আর আসবে না। কারণ তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে শার্ক।

'আপনি কি জানেন, মিস্টার শার্ক,' ফস করে মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল যেন রবিনের, 'আপনার ভাই ড্রাগ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত?'

কালো হয়ে গেল শার্কের মুখ মুহূর্তে। রবিনের মনে হলো, তাকে মেরে বসবে শার্ক। পিছিয়ে গেল এক পা।

'কি করে জানলে তুমি বুঝতে পারছি না,' চাপা গর্জন বেরোল

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

যেন শার্কের কণ্ঠ থেকে। 'বহু বছর আগে সে আর ক্রেগলি ফক্স যখন কলেজে পড়ত, ড্রাগের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল দুজনে। কিন্তু সে-সব তো গেছে। এখন আর ওসব নেশা নেই ওদের। বিশ্বাস করো।'

এটা একটা খবর বটে রবিনের কাছে–কলেজে তাহলে একসঙ্গে পড়ত ব্যারাকুডা আর ফক্স! অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। কিশোর আর মুসাকে শোনানোর জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল।

শার্কের জন্যে মায়াই লাগছে। ছোট ভাইকে ভালবাসে লোকটা, বোঝা যায়। তাকে বিশ্বাস করে। বাকি কথা বলে তার মনে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হলো না আর রবিনের।

'সরি,' বলল সে, 'দুঃখ পাবেন জানলে কথাটা তুলতাম না। চলি। আমার দুই বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

গেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল শার্ক। সাইকেলটা কোথায় রেখে এসেছে বলল না রবিন।

রাস্তায় বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিল হ্যারল্ডদের খামারের দিকে। ভীষণ উত্তেজিত। জেনে আসা তথ্যগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মগজে।

ফার্মের গেটের কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। সাইকেলগুলো আছে দেখলে বুঝতে হবে কিশোররা দুজনও আছে। যদি না থাকে, তাহলে গুহার ওপরের পাহাড় চূড়ায় চলে গেছে।

সাইকেল নেই। সুতরাং পাহাড়ের চূড়ায় চলে এল রবিন। ওখানেও দেখল না মুসা বা কিশোরকে। ওদের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল। এলোমেলো বয়ে গেল দামাল হাওয়া, কেউ সাড়া

দিল না। ঠাণ্ডা লাগতে আরম্ভ করেছে তার। গুহার মধ্যে ঢুকল না তো ওরা? নেমে দেখে আসবে নাকি? কিন্তু একা একা এখন অচেনা গুহায় ঢুকতে ইচ্ছে করল না ওর।

সাইকেলগুলো কি অন্য কোথাও রাখল?

আবার ফার্মে ফিরে এল সে। ভেতরে ঢুকে দরজার ঘণ্টা বাজাল। দরজা খুলে দিল সেই মহিলা।

'হাই,' হাসি দিয়ে বলল রবিন, 'চিনতে পারছেন?'

মাথা নাড়ল মহিলা।

'সেদিন গরু নিয়ে চরাতে যাচ্ছিলেন যখন, আমরা সাইকেলে করে যাচ্ছিলাম।...যাকগে। আমি এসেছি আমার বন্ধুদের খুঁজতে। ওরা ফার্ম দেখতে এসেছিল। দেখা শেষ করেছে? বলল শেষ হলে বাইটে যাবে আমার কাছে। কিন্তু যায়নি।'

আবার মাথা নাড়ল মহিলা। 'কই না, দেখিনি ওদের। দেখলে কি আর ঘুরে দেখতে দিতাম। কি ভেবেছ জায়গাটাকে, ন্যাশনাল পার্ক?'

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা।

রবিনের মনে হলো কষে এক থাপ্পড় মারল। যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। একটা লাল জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। একটা ফ্লাওয়ার বেডের মধ্যে পড়ে আছে জিনিসটা। কিশোরের লাল কভার লাগানো নোটবুক।

ও, তারমানে এসেছিল ওরা ঠিকই। মহিলা মিথ্যে কথা বলেছে।

amarboi@yahoo.com www.murchona.com©

নোটবুকটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রবিন। বেরিয়ে এল রাস্তায়। সৈকতের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ভাবনাগুলো যেন ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছে মনের মধ্যে।

খামারবাড়িটা পেরোনোর সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল সে। একটা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। থামল। তারপর সরে গেল বেড়ার আড়ালে। এক পলকের দেখা। কিন্তু এর মধ্যেই গালের কাটা দাগটা দেখে ফেলেছে রবিন।

দেখেও না দেখার ভান করে একনাগাড়ে হেঁটে গেল সে। ভাবনাগুলো এখন আরও জোরাল হয়ে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল মনের মধ্যে। কাটা দাগওয়ালা এই খামারে কি করছে? ও কি তাকে চিনতে পেরেছে? মুসা আর কিশোরের কি হলো? গালকাটাকে দেখে ঘাপটি মেরে রয়েছে কোথাও? সে কি করে দেখতে চাইছে? নাকি কোন বিপদ হলো ওদের?

মনে পড়ল নোটবুকটার কথা। ফুলের বেডের মধ্যে ফেলে যাবে কেন কিশোর? পকেট থেকে পড়ে গেছে এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছে না।

পথের শেষ মাথায় পৌঁছল রবিন। শক্ত ঘাস আর ছোট ছোট বালির ঢিবি এখানে। জেটিটার কাছে গিয়ে খানিক সরে এসে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। ফিরে তাকাল কেউ অনুসরণ করে এসেছে কিনা দেখার জন্যে। আসেনি। ঝোপঝাড় আর গাছের আড়ালে আড়ালে ফিরে চলল আবার খামারের দিকে।

এটাতে বাইট কুনারের মত অত গাছপালা নেই, লুকানোর

জায়গা কম। সীমানা ঘিরে টিন বা কাঠের শক্ত বেড়া নেই, দেয়ালও নেই; আছে শুধু কাঁটাতারের বেড়া, মাঝখানে বিরাট বিরাট ফাঁক। সহজেই ভেতরে ঢুকে পড়া যাবে।

মূল বাড়িটা বাদে আর ক'টা বাড়ি আছে দেখল। বড় বড় দুটো গোলা, লম্বা একটা একতলা বিল্ডিং-নিশ্চয় ওটা গোয়াল, আর দুটো ছোট ছোট ছাউনি। যা খুশি হতে পারে ওগুলো। কোন্ বাড়িটাতে রাখা হয়েছে মুসা আর কিশোরকে?

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

বারো

লিভিং-রুমে মুসা আর কিশোরকে দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল গালকাটার। পরক্ষণে কঠিন হাসি ফুটল মুখে। 'আমি জানতাম, আসবে তোমরা। কপালে মরণ লেখা থাকলে আর খণ্ডায় কে!'

'মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তাই না?' দরজায় দাঁড়ানো মহিলাকে দেখাল গালকাটা, 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, ও মিসেস হ্যারল্ড নয়।'

'সে তো বুঝতেই পেরেছি,' কিশোর বলল। 'এই সন্দেহটা হয়েছিল বলেই দেখা করতে এসেছিলাম।' মহিলার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'কিন্তু কদ্দিন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবেন?'

'যতদিন আমাদের কাজ না শেষ হয়,' জবাব দিল গালকাটা। 'এই দুই নম্বর মিসেস হ্যারল্ড ফার্মটা বেচে দেবে খুব অল্প দামে অবাক হচ্ছ? হওয়ারই কথা। চুক্তিপত্র আর দলিল রেডি করছে ত্রেগলি ফক্স। দলিলে সই করবে আমাদের এই দ্বিতীয় মিসেস হ্যারল্ড।'

'আসল মিসেস হ্যারল্ড যখন ব্যাপারটা জানতে পারবেন, তিনি

কি চুপ করে থাকবেন ভেবেছেন?' কিশোর বলল।

'তাঁর অবস্থা এখন বড়ই করুণ,' হাসিমুখে বলল গালকাটা। 'তিনি মনেই করতে পারবেন না কোনটাতে সই দিয়েছেন আর কোনটাতে দেননি।'

'জাল সই যদি ধরা পড়ে?'

'সইটা এতটাই নিখুঁত হবে কেউ সন্দেহই করবে না।'

'অ,' কেটে পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে কিশোর। লোকটার মতে মতে কথা বলে বেরিয়ে যেতে চাইল। 'তাহলে তো সব পাকাই করে ফেলেছেন। আপনারাই জিতলেন। এসো, মুসা, যাই।'

'আরে না না, যাবে কোথায়?' চোখের পলকে ঘর পার হয়ে সামনে চলে এল গালকাটা। পিস্তল বেরিয়ে এল হাতে। 'চুপ করে বসে থাকো।'

আদেশ মানতে বাধ্য হলো দুই গোয়েন্দা।

মহিলাকে বলল গালকাটা, 'যাও তো, দড়ি নিয়ে এসো। বাঁধো এদের।'

বেরিয়ে গেল মহিলা। দরজা আটকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল গালকাটা। পিস্তলটা আলতোভাবে ফেলে রাখল কোলের ওপর। তবে হাতে ধরা রয়েছে। তুলে নিয়ে গুলি করতে একটা সেকেন্ডও লাগবে না।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। মুক্তির উপায় খুঁজছে। বুঝতে পারছে কোন কথা বলেই আর ধোঁকা দিতে পারবে না লোকটাকে। একমাত্র ভরসা রবিন। ও কি করছে এখন?

arifsumon@yahoo.com www.murchona.com

দড়ি নিয়ে ফিরে এল মহিলা। দক্ষ হাতে কষে বেঁধে ফেলল মুসা আর কিশোরের হাত-পা। সামান্যতম নড়ার ক্ষমতা রইল না আর দুজনের। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে চিৎকারের পথও রুদ্ধ করে দিল।

'সাইকেল দুটো নিয়ে গিয়ে গোয়ালে রেখে দাও আপাতত,' হুকুম দিল গালকাটা।

'এদের কি করবে?' মাথা নেড়ে ছেলেদের দেখাল মহিলা।

'আজকের জন্যে চিলেকোঠাতেই থাক। কাল ছোট্ট একটা ভ্রমণ, বোটে করে,' নিজের রসিকতায় নিজেই মজা পেয়ে হেসে উঠল। 'এ উপকূলে সাঁতার কাটতে গিয়ে বহু ডুবে মরার ঘটনা ঘটেছে। ও রকম কোন দুর্ঘটনায় পড়বে এরাও।'

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কিশোরের। এমন করে মুখের মধ্যে কাপড় ঠেসে দেয়া হয়েছে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। তারমানে সত্যি সত্যি ওদের খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটা!

জানালা দিয়ে দেখতে পেল, বাগানের ওপর দিয়ে সাইকেল দুটো ঠেলে নিয়ে গরুর ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে মহিলা। একসঙ্গে দুটো সাইকেল ঠেলা কঠিন কাজ। হ্যান্ডেল ছুটে গেল একটার। কাত হয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। চিৎকার করে পুরুষের পক্ষে মানানসই গাল দিতে দিতে তুলে নিল আবার।

ভেতরে ভেতরে দমে যাচ্ছে কিশোর। সাইকেল দুটোও সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। রবিন এসে সাইকেল না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না আর। ধরে নেবে, ওরা বেরিয়ে চলে গেছে।

সাইকেল রেখে ফিরে এল মহিলা। প্রথমে কিশোরের পায়ের

বাঁধন ঢিল করে দিল, কিন্তু দড়িটা রেখে দিল এমন ভাবে যাতে হাঁটতে পারলেও পা বেশি ফাঁক করতে না পারে কিশোর। তারপর ঢিল করল মুসারটা। চেয়ার থেকে উঠে এসে ওদের উঠতে বলল গালকাটা।

পিঠে পিস্তলের গুঁতো মারতে মারতে ওদের সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল সে। সরু একটা করিডর ধরে এগোল। দু'ধারে দরজা। বেডরুম হবে ওগুলো, ভাবল কিশোর। কোনদিকে যাচ্ছে, কোন্‌টা সামনের দিক, আর কোন্‌টা পেছন মনে রাখার চেষ্টা করল।

একটা দরজা পেরোনোর সময় ভেতর থেকে দুর্বল কণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যারি, তোমরা যাচ্ছ? হ্যারি?'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। পেছন থেকে পিঠে প্রচণ্ড খোঁচা মারল গালকাটা। ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে ফেলল কিশোর। দরজার দিকে ফিরে জবাব দিল গালকাটা, 'আসছি, মিসেস হ্যারল্ড। এক মিনিট।'

ও, তাহলে এই ঘরেই রয়েছেন আসল মিসেস হ্যারল্ড, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। কোন্ ঘরটা, চিহ্ন রাখল সে-দরজার উল্টো দিকে করিডরে একটা বাতি আছে।

খাটো একটা কাঠের সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসা হলো ওদের। সেটা বেয়ে উঠে সামনে একটা দরজা। ভেতরে ঠেলে দিল ওদের গালকাটা। ঘরটার ঢালু ছাত। ভাপসা গন্ধ।

'এদের দিকে খেয়াল রেখো,' মহিলাকে বলল গালকাটা। 'আমি দেখে আসিগে বুড়িটা ঘ্যানঘ্যান করছে কেন।' সজোরে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল সে।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। বহু পুরানো নানা রকম জিনিসপত্রে ঠাসা। তার মধ্যে রয়েছে পিঠে বসে দোল খাওয়ার জন্যে কাঠের একটা খেলনা ঘোড়া, গোটা দুই কাঠের আলমারি, আর মরচে পড়া র‍্যাকে গাদা গাদা বই ও পুরানো ম্যাগাজিন।

একধারে ফেলে রাখা হয়েছে একটা উইং চেয়ার–হাতল ছিঁড়ে গদির তুলো বেরিয়ে আছে, আর একটা বিছানা–ছেঁড়া ম্যাট্রেসের অর্ধেকটাই মেঝেতে লুটাচ্ছে। এককালে চাকরদের ঘর হিসেবে ব্যবহার হতো ঘরটা, বোঝা গেল। হাত-মুখ ধোয়ার একটা স্ট্যান্ড এবং তাতে একটা জগও রয়েছে।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। মেঝেতে পা ঠুকতে শুরু করল জোরে জোরে।

'অ্যাই, থামো!' ধমক শোনা গেল বাইরে থেকে।

কিন্তু থামল না কিশোর।

ঘরে ঢুকল মহিলা।

ইঙ্গিতে মুখের কাপড়টা খুলে দিতে বলল কিশোর। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। বেরিয়ে আসবে যেন। ভঙ্গি দেখে মনে হলো খুব যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে।

কিছু একটা বলতে চাইছে ও, বুঝতে পেরে মুখের কাপড়টা খুলে দিল মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'পায়খানায় যাব!'

'আরে, মড়া!' খেঁকিয়ে উঠল মহিলা। 'এখন আবার ওসবের দরকার পড়ল!'

'জলদি করুন!'

দ্বিধায় পড়ে গেল মহিলা। 'আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। হ্যারি আসুক।'

'ও আসবে কখন! আমি তো আর পারছি না...'

'পারতে হবে!' মুখে আবার কাপড়টা গুঁজে দিল মহিলা। আগের চেয়ে শক্ত করে।

দূরে টেলিফোনের শব্দ শোনা গেল। কান পাতল মহিলা। যেন এ ধরনের কোন কিছুরই অপেক্ষা করছিল।

ফিরে এল গালকাটা। মেজাজ ভীষণ খারাপ। 'ক্রেগলি ফল্স!' কর্কশ কণ্ঠে জানাল সে। 'দলিলে সই করার সময় হয়ার বুড়োটা নাকি সামনে থাকতে চাইছে। এ বাড়ির বুড়িকে চেনে সে। তারমানে বুড়ির জায়গায় তোমাকে আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সই তো করানো যাবেই না।'

'তাহলে?'

'দেখা যাক, কি করা যায়। ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। 'বুড়ি আমাকে খুব বিশ্বাস করে। বার বার বলে, আমাকে ছাড়া চলতেই পারত না সে, মহা অসুবিধায় পড়ে যেত। আমার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে। যখন বললাম, পশু ডাক্তার বলেছে দ্বীপের অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর কারণে ভেড়াগুলো মারা যাচ্ছে, কি রাগটা যে রাগল। মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সকে হুমকি দিয়ে একটা চিঠিই লিখে ফেলল। আমাকে বলল পোস্ট করে দিতে। বাইরে এনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' হাসল সে। নাক দিয়ে ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ বেরোল।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

গোঁ-গোঁ করে উঠল কিশোর।

'এটার আবার কি হলো?' বুড়ো আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

'পায়খানায় যাবে।'

'হবে না!' ধমকে উঠল হ্যারি। পরে বোধহয় ভাবল, ধমক দিয়ে তো আর 'প্রকৃতির ডাক' বন্ধ করা যায় না. কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেললে সাফ করা নিয়ে শেষে নিজেরাই পড়বে বিপদে। বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে যাও বাথরুমে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে ভাল হবে না বলে দিলাম।'

চোখ ঘুরিয়ে মাথা নেড়ে বোঝাল কিশোর, করবে না। এমন ভঙ্গি করছে যেন তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

বাথরুমে গিয়ে আবার মুখের কাপড়টা খুলে দিতে ইশারা করল কিশোর। খুলে দিল মহিলা। অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কি?'

'হাত যে বাঁধা। কি ভাবে কি করব?'

এমন ভঙ্গি করল মহিলা, যেন গোলানো তেঁতুল ঢেলে দেয়া হয়েছে মুখের মধ্যে। বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, 'যাও। বাইরে আছি আমি। বেশি দেরি করবে না।'

বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর। পকেট থেকে নোটবুক আর বলপেন বের করে লিখতে শুরু করল:

গালকাটা হ্যারি এখানে চিলেকোঠায়
আটকে রেখেছে আমাদের
—কিশোর।

'আই, তোমার হলো?' দরজার বাইরে থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'হয়ে গেছে, আরেকটু,' জবাব দিল কিশোর। আস্তে করে ঠেলে ফাঁক করল খুদে জানালাটার পাল্লা। সেখান দিয়ে হাত বের করে নোটবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। কোথায় গিয়ে পড়বে জানে না। তবে অনুমানে বোঝা যাচ্ছে, চিলেকোঠার এই জানালাটা বাড়ির সামনের দিকেই হবে। হয়তো বাগানে পড়বে নোটবুক। যেখানেই পড়ুক, রবিনের চোখে এটা না পড়লে কোন আশা নেই। তার আগেই যদি অন্য কারও চোখে পড়ে যায়, সরিয়ে ফেলে, তাহলে তো ভরসা একেবারেই শেষ। ভেবে লাভ নেই। ওর যেটুকু করার করেছে।

আবার শোনা গেল মহিলার চিৎকার, 'আরে, এত দেরি করছ কেন?'

amrsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তেরো

কমোডের পানি ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। এটা আরেকটা চালাকি। বেঁধে দিল মহিলা। ভুলে গেছে, আগের বার পিছমোড়া করে বেঁধেছিল। গিট দেয়ার সময় হাত দুটো টানটান করে রাখল কিশোর। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে এল মহিলা।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হ্যারি। যেন বোঝার চেষ্টা করছে কোন চালাকি করে এসেছে কিনা ছেলেটা। ভয় পাচ্ছে কিশোর, হাত যে সামনের দিকে বাঁধা এটা না খেয়াল করে বসে হ্যারি। মুখের ভঙ্গি একেবারে নিরীহ করে রাখল সে।

ধমকে উঠল হ্যারি, 'যাও, চুপচাপ বসে থাকো ওখানে। আর কোন শয়তানির চিন্তা যেন মাথায় না ঢোকে...'

'পায়খানা করতে যাওয়া শয়তানি নয়,' খুব নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আপনি পায়খানা করেন না?'

'চুউপ! এই, বাঁধো তো, বাঁধো দুটোকে! পিঠে পিঠে লাগিয়ে। যেন নড়তেও না পারে। আমাকে তো চেনে না, বদমাশি ওদের

আমি বের করে ছাড়ব। কিছু করলেই আমাকে ডাকবে। আর শোনো,' মহিলাকে বলল হ্যারি, 'ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফক্স আসবে।...এ ঘরের দরজায় তালা দিয়ে রাখো। বলা যায় না...' কথাটা শেষ করল না সে।

কি বুঝল মহিলা কে জানে। মাথা ঝাঁকাল।

চলে গেল হ্যারি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ক্রমশ। ধাক্কা দিয়ে বিছানায় মুসার পাশে কিশোরকে ফেলে দিল মহিলা। ছোট শরীর হলে কি হবে, গায়ে অসম্ভব জোর। মুসা আর কিশোরকে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসতে বলে পেঁচিয়ে বাঁধতে শুরু করল। চিৎকার দিয়ে উঠল কিশোর। থমকে গেল মহিলা। ব্যথা পাচ্ছে মনে করে ঢিল করে দিল সামান্য।

মনে মনে হাসল মুসা। কিশোর যে অভিনয় করছে, বুঝে গেছে। কোনও একটা বুদ্ধি নিশ্চয় বের করে ফেলেছে সে। মহিলা তো আর জানে না, কার পাল্লায় পড়েছে। সময় হলেই বুঝবে। কিশোরের বাথরুমে যাওয়া দেখেই দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেছে মুসার।

মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কব্জি টানাটানি শুরু করে দিল কিশোর। চামড়ায় কেটে বসছে দড়ি। ব্যথা লাগছে। কিন্তু থামল না সে। বাঁধার সময় হাত টানটান করে রাখাতে গিঁটটা শক্ত হয়নি। টানাটানি করতে করতে বাঁধন ঠিকই ঢিলে করে ফেলল। তবে তার জন্যে প্রচণ্ড ব্যথাও সহ্য করতে হলো। চামড়া ছিলে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে এক জায়গায়।

ওসব দেখা কিংবা ভাবার সময় নেই এখন। সুযোগ একবারই

amisumon@yahoo.com www.murchona.com©

পেয়েছে, দ্বিতীয়বার আর পাবে না। হাতের বাঁধন খুলে ফেলার পর বাকিগুলো খোলা আর কোন ব্যাপারই হলো না।

মুসাকেও যখন মুক্ত করে ছাড়ল, অতি মূল্যবান বিশটা মিনিট পার হয়ে গেছে। বাঁধনের জায়গাগুলো ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগল মুসা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কার বদমাশি কে বের করে–সুযোগ পেলেই হয় একবার, দেখে নেব আমি!'

'থাক, এখন ওসব কথা বাদ!' সাবধান করল কিশোর। ফিসফিস করে কথা বলছে। 'প্লাইউড দিয়ে দেয়াল তৈরি করেছে। পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে তক্তাগুলোকে। কোনও একটাকে খুলে ফেলতে পারলেই বাকিগুলো খোলা সহজ।'

আলগা তক্তার খোঁজে সারা ঘরের দেয়াল পরীক্ষা করে দেখতে লাগল দুজনে। কিন্তু কোনটাই নড়ল না। যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, কিশোরের হাত খুঁজে পেল একটা তক্তা। মুসাকে ইশারা করল, 'এদিকে এসো!'

আঙুলের মাথার চামড়া কেটে রক্ত বের করে ফেলে, একাধিক নখ ভেঙে, প্রচুর কায়দা-কসরত আর শক্তি খরচ করে দুজনে খুলে নিয়ে এল অবশেষে তক্তাটাকে। অন্যপাশে অন্ধকার। মাঝখানে ফোকর যেটা হয়েছে, সেটা গলে চলে যাওয়া সম্ভব। মুসাকে বলল, 'তুমি এখানে থাকো। আমি দেখে আসি কি আছে। আমি ঢুকে গেলে তক্তাটা আবার দাঁড় করিয়ে দেবে এখানে। কেউ যদি আসে এর মধ্যে, সোজা চাঁদি ফাটাবে, কোন কথা নেই।'

একটা কাজের মত কাজ পেয়ে গিয়ে খুশিতে ঠোঁট ফাঁক হয়ে

গেল মুসার। ঘরের মৃদু আলোতেও ঝিক করে উঠল ঝকঝকে সাদা দাঁত। চাঁদি ফাটানোর মত একটা উপযুক্ত জিনিসের খোঁজে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল তার দৃষ্টি।

ফোকর গলে অন্যপাশে চলে এল কিশোর। মুসা তক্তাটা যথাস্থানে লাগিয়ে দিতেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। চোখে অন্ধকার সইয়ে নিতে চাইছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারপর ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠল ফাঁকা জায়গাটুকুর অবয়ব। মাঝখানে ফাঁক খুব সামান্যই। আসল দেয়ালের সঙ্গে দূরত্ব রেখে প্লাইউডের আরেকটা দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। মূল দেয়ালটা ঢেকে দেয়া হয়েছে পুরু কার্পেট দিয়ে। এ ভাবে তৈরি করার উদ্দেশ্য, তাপ আটকানো। প্রচণ্ড শীতের সময়ও যাতে ঘর ঠাণ্ডা না হয়, সে-জন্যে।

সরু প্যাসেজের মত জায়গাটা দিয়ে এগিয়ে চলল সে। শেষ মাথায় গিয়ে পায়ে হোঁচট লাগল। একটা ট্র্যাপ-ডোর। সময়ে সময়ে ঢুকে দেয়ালের কার্পেট মেরামতের জন্যে রাখা হয়েছে দরজাটা। বসে পড়ে সাবধানে ট্র্যাপ-ডোরের কিনার ধরে টান দিল, যাতে শব্দ না হয়। নিচে কি আছে জানে না।

দুজন লোকের কণ্ঠ কানে এল। একজন বলল, 'বুড়ো হয়ারকে না এনে কি পারা যেত না?'

জবাব শোনা গেল, 'না যেত না। অফিস ডায়ারিটা দেখে ফেলেছে সে। সেই জানল, আমি মিসেস হ্যারল্ডের এখানে আসছি, নিজেও সঙ্গে আসার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল। আমি বেশি বাধা দিতে গেলে করে বসবে সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, জোয়ান বয়েসে

amusumon@yahoo.com www.murchona.com

আন্তরিকতাটা বেশ গাঢ়ই ছিল বুড়ো-বুড়ির। বহুকাল কোন যোগাযোগ রাখতে পারেনি। এ সুযোগ হাতছাড়া করতে কোনমতেই রাজি নয় বুড়ো।'

ক্রেগলি ফক্স কথা বলছে, অনুমান করতে পারল কিশোর। কিন্তু অন্য লোকটা কে? হ্যারির গলা বলে মনে হচ্ছে না। দরজাটা আরেকটু উঁচু করে দেখবে নাকি?

'তারমানে এলিনাকে আর মিসেস হ্যারল্ড বলে চালানো যাচ্ছে না? আগে থেকেই বুড়োকে বলে নিয়ে আসতে পারো, যে এত বছরে চেহারা-সুরৎ অনেক বদলে গেছে মিসেস হ্যারল্ডের।'

'নাহ্,' ক্রেগলি জবাব দিল, 'এতটা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। যতই বদলাক, বুড়ো হয়ার মিসেস হ্যারল্ডকে চিনবে না, এ হতেই পারে না। কোনভাবে যদি একবার সন্দেহ করে বসে, আমাদের দ্বীপে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, ড্রাগের ব্যবসা খতম। বুড়ো মনে করেছে, সত্যি সত্যি তার ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি বানানোয় সাহায্য করার জন্যে ঘন ঘন দ্বীপে যাতায়াত করি আমি। বোকা ছাগল! খেয়েদেয়ে আর কাজ পেলাম না আমি, কতগুলো বেহুদা পাখি বাঁচাতে যাই।'

আরেকটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল কিশোর। দ্বীপটা কে কিনতে যাচ্ছেন, নতুন মালিক কে, বুঝে গেল। কোস্টগার্ডরা তাহলে মিস্টার ডেভিড হয়ারের কথাই বলেছে। দ্বীপটা কিনে নিচ্ছেন ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি করার জন্যে। আর তাতে ফক্সের গোষ্ঠীর জন্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। চুটিয়ে বেআইনী ভাবে মাদকের ব্যবসা করছে ওরা।

'কিন্তু হ্যারিকে নিয়ে কি করা যায়, বলো তো?' অন্য লোকটা বলল। 'ওকে আমি মোটেও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'না করার তো কিছু দেখছি না আমি। বাজারে ছাগল-ভেড়া বেচতে নিয়ে যাওয়া একটা লরির দিকে কেউ নজর দেবে না, সন্দেহও করবে না কিছু। সহজেই পশু চালান দেয়ার আড়ালে মাল চালান দিয়ে আসতে পারবে হ্যারি। ওকে আর এই ফার্মের গাড়িটা আমাদের দরকার। তোমাদের ক্ল্যাপইয়ার্ডের গাড়ির চেয়ে ওরটা কম সন্দেহজনক।...তবে এমন কিছু যদি করে বসে হ্যারি-বিপদ হতে পারে আমাদের, তোমার চোখে পড়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা। ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

'তোমাদের ক্ল্যাপইয়ার্ড' শুনেই বুঝে ফেলল কিশোর, অন্য লোকটা কে। গলাটাও চেনা চেনা লাগছিল। অন্য লোকটা শার্ক ওশনের ভাই ব্যারাকুডা ওশন।

'তা তো হলো,' ব্যারাকুডা বলল, 'বুড়িটার সমস্যার কি হবে সেটা আগে বলো।'

'এটা সত্যি সমস্যা,' ফক্স বলল। 'দেখি, কি করা যায়!'

'আমি উঠি,' ব্যারাকুডা বলল। 'তাড়াতাড়ি গুহায় গিয়ে মালগুলো সরানোর বন্দোবস্ত করি। জোয়ার আসতে দেরি নেই, পানি ঢুকে যাবে সুড়ঙ্গে।'

'যাও। ও হ্যাঁ, হ্যারিকে বলে রেখো, হয়ার বুড়োটা এলে যেন প্রথমেই ওকে বুড়ির সামনে না নিয়ে আগে ভালমত গিলিয়ে নেয়। বুড়িটাকে ঘুমের বড়ি বেশি করে খাওয়াতে হবে, আর বুড়োটাকে হুইস্কি। অনেক কিছু সামাল দেয়া যাবে তাহলে।'

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মন্দ না।' হাসি শোনা গেল ব্যারাকুডার।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল কথার শব্দ। দরজা লাগানোর শব্দ হলো। অপেক্ষা করছে কিশোর। লোকগুলো আর ফিরে আসে নাকি দেখছে। তারপর ট্র্যাপ-ডোর পুরোটা তুলে নিচে লাফিয়ে পড়ল। একটা বেডরুম। বাড়ির পেছন দিকে মুখ। সাধারণ আসবাবপত্র। একটা চেয়ারে রাখা একটা পুরুষের জ্যাকেট, পুরানো আমলের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ওপর ঝোলানো একটা টাই। হ্যারি থাকে নাকি এ ঘরে? যে খুশি সে থাকুক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন নেই।

করিডরে বেরিয়ে এল কিশোর। খানিক দূরে একটা বাতি জ্বলছে। উল্টো দিকের দরজাটা দেখে মিসেস হ্যারল্ডের কথা মনে পড়ল। এটাই সুযোগ। ছুটে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। ভেতরে ঢোকার আগে দরজায় টোকা দিয়ে নিল।

গ্যাসের আগুনের দিকে মুখ করে লম্বা একটা উইং চেয়ারে বসে আছেন এক মহিলা। দরজার দিকে পেছন করা। পাণ্ডুর মুখটা জানালার দিকে ফেরানো। নরম চেহারা, ধূসর চুল। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে হাত চাপা দিয়ে থামালেন মিসেস হ্যারল্ড। অস্ফুট একটা শব্দ হলো কেবল।

কারণটা কি জানার জন্যে কিশোরও ঘুরল জানালাটার দিকে।

চোদ্দ

'রবিন!'

জানালার দিকে দৌড়ে গেল কিশোর। ঠেলে তুলতে শুরু করল ভারি কাঁচের শার্শিটা। এই সময় মনে পড়ল, মিসেস হ্যারল্ড এখন চিৎকার করে উঠলে বিরাট ঝামেলায় পড়ে যাবে ওরা। সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি মিসেস হ্যারল্ডের দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে চিৎকার করতে নিষেধ করল কিশোর। 'চিৎকার করবেন না, মিসেস হ্যারল্ড, প্লীজ! আমরা আপনার ক্ষতি করতে আসিনি, সাহায্য করতে এসেছি। দয়া করে শুনুন আমাদের কথা, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

বিমূঢ় হয়ে গেছেন মিসেস হ্যারল্ড। হাত দিয়ে কপাল মুছলেন, চোখের কোনা ডললেন যেন দৃষ্টিশক্তি খোলসা করার জন্যে। জেগে আছেন না ঘুমের মধ্যে, বুঝতে পারছেন না যেন।

জানালা খুলে দিয়ে রবিনকে ঘরে ঢুকতে সাহায্য করল কিশোর। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশকে জানিয়েছ?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'আমি বুঝতেই পারছিলাম না কি করব।

amnsumon@yahoo.com www.murchona.com©

তোমরা কোথায় আছো জানতাম না। শেষে বাগানে তোমার নোটবুকটা পেয়ে বুঝলাম, বিপদে পড়েছ তোমরা। বাড়িতে ঢোকার জন্যে একটা মই খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সাইকেল দুটো...'

'আমার মেসেজ দেখনি?'

'কোথায়?'

'নোটবুকে লিখে দিয়েছি। সাহায্য আনতে বলেছি তোমাকে।'

'তাই নাকি! নোটবুকটা পেয়েছি। তবে ভেতরে কিছু লেখা আছে ভাবিনি। বুঝতেই পারিনি ইচ্ছে করে ফেলেছ নাকি...'

রবিনকে বিব্রত হয়ে যেতে দেখে হাত নাড়ল কিশোর, 'যাকগে, এখন আর মেসেজের দরকার নেই। বেরিয়ে যখন চলে আসতে পেরেছি, বাকিটাও করতে পারব।'

তবে প্রথম দরকার এখন লুকানোর একটা জায়গা বের করা। খাটের নিচে উঁকি দিল। আছে, অনেক জায়গা। বেডশীটের কিনারও ঝুলে আছে একেবারে মেঝের ওপর। ওখানে ঢুকে বসে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না ওদের।

'মিসেস হ্যারল্ড,' মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর, 'আপনার সমস্যাটা কি, জানেন কি আপনি?'

ভ্রূকুটি করলেন মিসেস হ্যারল্ড। চিন্তাগুলো সব এক করতে পারছেন না যেন। তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'বাত,' দুর্বল হাসি ফোটালেন মুখে। 'বুড়ো বয়েসের রোগ, মনে হয়। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর কোন কিছুই আর স্বাভাবিক হচ্ছে না, রোগটাও

বেড়েছে। উনি বেঁচে থাকতে প্রতিমাসেই ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যথার ওষুধ এনে দিতেন। এখন এনে দেয় হ্যারি। ও না থাকলে কি যে করতাম আমি!...আমি এতটাই কাহিল, গাড়িও চালাতে পারি না।'

'মিসেস হ্যারল্ড, আমার মনে হয় ব্যথা কমানোর ওষুধ সে দেয় না আপনাকে। দেয় ট্র্যাংকুইলাইজার, দিয়ে সারাক্ষণ আপনার মগজটাকে অবশ করে রাখে। ফার্মটা ওশনদের কাছে কম দামে বেচে দেয়ার জন্যে চালাকি করা হচ্ছে।'

'ফার্ম?' চোখ মুদলেন মিসেস হ্যারল্ড। মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে যেন। 'চালাকি করছে? কি জানি। বহুকাল ধরেই তো এটা বেচার চেষ্টা করছি আমি।' এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে ভাবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'ঘুমের ওষুধ দেয়, না?...আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ঘুমের বড়ি খেতে হয়েছিল আমাকে। তবে মাত্র দুদিন। পুরো শিশিটাই বোধহয় বাথরুমে রয়ে গেছে। বাথরুমের কেবিনেটে। দেখো তো, আছে নাকি।'

'দেখছি। রবিন, থাকো এখানে। কেউ ঘরে ঢুকছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়বে।'

দরজা খুলে করিডরের এমাথা-ওমাথা দেখে এল কিশোর। কেউ নেই। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকল। মেডিসিন কেবিনেট থেকে বের করল ঘুমের বড়ির একটা শিশি। ভ্যালিয়াম। মাত্র তিনটে ট্যাবলেট অবশিষ্ট রয়েছে আর।

ফিরে এসে মিসেস হ্যারল্ডকে শিশিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল,

ahmsumon@yahoo.com ©
www.murchona.com

'এটা?'

শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস হ্যারল্ড। 'কিন্তু এত ওষুধ তো আমি খাইনি।'

'খেয়েছেন,' কিশোর বলল, 'তবে আপনি সেটা জানেন না।'

'কেন জানব না? আমি যদি খেয়ে থাকি···কিছু তো বুঝতে পারছি না!

শিশিটা নিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় রেখে এল কিশোর। তারপর অল্প কথায় সব বুঝিয়ে দিল মিসেস হ্যারল্ডকে। বলল, 'এখন বুঝলেন তো ঘটনাটা কি ঘটছে? হ্যারি আর এলিনা কি এখানে কাজ করে?'

'হ্যাঁ, ফার্মের কর্মচারী। এলিনা হ্যারির স্ত্রী।'

'অ, একেবারে মানিক-জোড়! যে হ্যারি আর এলিনাকে আপনি আপন ভাবছেন, ওরা আপনার ভয়াবহ শত্রু। এখানে থেকে আপনার খাচ্ছে, আপনার পরছে, আর আপনারই সর্বনাশ করছে। ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে একটা ঘোরের মধ্যে রেখে দিয়েছে আপনাকে যাতে সঠিক চিন্তা-ভাবনা করতে না পারেন, জায়গার দাম নিয়ে দর কষাকষি না করেন।'

মিসেস হ্যারল্ডের মগজের ধারণ ক্ষমতা এ মুহূর্তে কতখানি বুঝতে পারছে না কিশোর। সব শোনার পর আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর চেহারা, দৃষ্টি ঢুলুঢুলু।

'এত কিছু করছে শুধু ফার্মটা কম দামে বিক্রি করার জন্যে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, যারা কিনতে চাইছে জায়গাটা ওদের অতি প্রয়োজন, ড্রাগ লুকিয়ে রাখার জন্যে। হল্যান্ড থেকে ওগুলো কিনে আনে ফ্রেগলি ফক্স আর ব্যারাকুডা ওশন। জাহাজ প্রথমে গিয়ে থামে দ্বীপটায়, অ্যানথ্রাক্স-আইল্যান্ডে; সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় মূল ভূখণ্ডে। এই ফার্মটা নিতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকে না। চমৎকার ঘাঁটি। লোকালয় থেকে বেশ দূরে থাকেন আপনি। কাছেই সাগর। পুরানো একটা জেটিও আছে। ড্রাগ চোরাচালানের জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাবে ওরা। আপনি যাতে কোনমতেই অন্য কারও কাছে বেচে দিতে না পারেন, সে-জন্যেই এই অপচেষ্টা। ওদের ইচ্ছে, জায়গাটা হাতছাড়াও না হয়, আবার দামও বেশি না দেয়া লাগে।'

'আমাকে এখন কি করতে বলো?'

'হ্যারিকে না জানিয়ে পুলিশকে একটা ফোন করতে পারবেন? ড্রাগের কথা জানান ওদের। এখুনি চলে আসতে বলুন। রবিন, জানালার কাছ থেকে মইটা সরিয়ে ফেলো, যাতে কেউ বুঝতে না পারে এ ঘরে কেউ ঢুকেছে। তারপর বাইট কুনারে গিয়ে নজর রাখো ব্যারাকুডার ওপর।'

এতক্ষণে আসল প্রশ্নটা করল রবিন, 'মুসা কোথায়?'

'চিলেকোঠায়। এখন গিয়ে নিয়ে আসব ওকে। তারপর গুহার কাছে চলে যাব। দেখি একটা ফাঁদ পেতে ড্রাগ সহ হাতেনাতে ধরা যায় কিনা ওদের।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এ সময়। করিডর ধরে এগিয়ে

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আসছে।

'জলদি করো!' বলে উঠল কিশোর। 'কে যেন আসছে!'

মুহূর্তে গিয়ে জানালার চৌকাঠে উঠে বসল রবিন। চলে গেল অন্যপাশে। নেমে যেতে শুরু করল মই বেয়ে। কিশোর ঢুকে পড়ল খাটের নিচে। কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজা খুলে গেল। বেড-শীট উঁচু করে জানালার দিকে তাকাল কিশোর। দেখল, দুলে উঠে সরে যাচ্ছে মইটা। বেড-শীটটা নামিয়ে দিল আবার। চোখের সামনে দেখল খাটের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুটো পা। ট্রে আর বাসন-পেয়ালার আওয়াজ হলো।

'মিসেস হ্যারল্ড, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? উঠুন। আপনার খাবার নিয়ে এসেছি। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে আর ভাল লাগবে না। খেয়ে নিয়ে ওষুধ খান।'

এলিনার কণ্ঠ। আহা, কত দরদ! মুখ বাঁকাল কিশোর। পরক্ষণে ধড়াস করে উঠল বুক, মহিলার কথা শুনে, 'জানালাটা খোলা কেন? বন্ধই তো ছিল। কে খুলল?' কিশোর ভাবছে, রবিন কি সরে গেছে? দেখে ফেললে বিপদ।

'ঠাণ্ডা লাগছে না আপনার, মিসেস হ্যারল্ড? দাঁড়ান লাগিয়ে দিয়ে আসি,' জানালার দিকে এগোতে গেল এলিনা।

'না না, থাক ওভাবেই,' মিসেস হ্যারল্ড বললেন।

বাথরুমে চলে গেল এলিনা। ফিরে এল মিনিটখানেকের মধ্যেই। 'এই যে, আপনার ট্যাবলেট। আর কিছু লাগবে? বিছানায় তুলে দেব আপনাকে? নাকি পরে আসব?'

'না না, তুমি যাও। তোমার আর আসা লাগবে না। আমি

নিজেই পারব। ট্রে'টাও নিতে এসো না। একটু একা থাকতে দাও।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ঠিক কাজটাই করেছেন মিসেস হ্যারল্ড। এলিনা হঠাৎ করে এসে আবার ঢুকে পড়লে ঝামেলা বাধত।

চোখের সামনে থেকে সরে গেল পা দুটো। দরজা লাগানোর শব্দ হলো। মহিলা চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। 'চমৎকার, মিসেস হ্যারল্ড। খুব ভালভাবে কাজ সেরেছেন।'

হাসি ফুটল মিসেস হ্যারল্ডের শীর্ণ মুখে। নীল চোখের তারায় এতক্ষণে আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। 'আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্পের মত লাগছে আমার কাছে। মজা পাচ্ছি।...কিন্তু ট্যাবলেটগুলো কি করব? জেনে যখন গেছি আর তো আমি খাব না। হ্যারি এসে দেখে ফেললে চাপাচাপি করবে। না খেলে সন্দেহ করবে।'

হাসল কিশোর। 'চেষ্টা করলে ভাল গোয়েন্দাই হতে পারবেন আপনি। দিন ওগুলো। জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে আসি।'

ট্রে থেকে ট্যাবলেটগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলে দিল কিশোর। ফিরে এসে বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি। পুলিশকে ফোন করতে ভুলবেন না। ড্রাগের কথা অবশ্যই জানাবেন ওদের। আসতে যেন দেরি না করে।'

দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর। করিডরে কাউকে দেখতে পেল না। চট করে বেরিয়ে এসে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে দৌড়

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

দিল সিঁড়ির দিকে। চিলেকোঠার দরজার কাছে এসে দেখল কেউ নেই। তালাও খোলা। টোকা দিয়ে বলল, 'মুসা? আমি!'

'চলে এসো। কোন সমস্যা নেই।'

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কিশোর। মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এলিনা। অজ্ঞান। মুসা তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধছে। পাশে পড়ে আছে নীল রঙের একটা ধাতব ফুলদানী। এত জোরে মাথায় মেরেছে, চেপে গেছে ফুলদানীর পেট।

কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফুলদানীটার দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা, 'দিলাম দামী জিনিসটা শেষ করে।'

মুসার রসিকতায় কিশোরও হাসল, 'তাতে কিছু মনে করবেন না মিসেস হ্যারল্ড।'

মুসাকে সাহায্য করল সে। দুজনে মিলে দ্রুত বেঁধে ফেলল মহিলাকে। বেরিয়ে এসে তালাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নেমে আসতে লাগল দুজনে।

'একটা ইবলিস বাতিল,' মুসা বলল। 'বাকি রইল আর একটা। খালি হাতে হলে কেয়ারই করতাম না। পিস্তল দেখায় বলেই না সমস্যা।'

নিরাপদে নিচতলায় নেমে এল ওরা। হ্যারি বা অন্য কাউকে চোখে পড়ল না। অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো জ্বালানো হয়নি।

'গেল কোথায় ব্যাটা?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় কাজ করছে কোথাও,' কিশোর বলল। 'এসো, সুযোগ

থাকতে বেরিয়ে যাই।'

বাইরে বেরোতে দুধ দোয়ানোর মেশিনের শব্দ কানে এল। তারমানে গোহালে রয়েছে হ্যারি। আলোও দেখা যাচ্ছে ওখানে।

'সাইকেলগুলো আর নেয়া যাচ্ছে না,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'থাক যেখানে আছে সেখানেই। পরে নেব। চলো।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

পনেরো

গাছপালা, ঝোপঝাড় আর পাতাবাহারের বেড়ার যেটুকু আড়াল পেল, তাতে গা ঢাকা দিয়ে ফার্মের কাছ থেকে দূরে সরে এল ওরা। রাস্তায় বেরিয়েই ছুটল পাহাড়ের চূড়ার দিকে, যেটাতে রয়েছে গুহাটা।

আজ আবার দেখতে পেল সাইনবোর্ড। একবার উধাও, একবার থাকার কারণটা বুঝে ফেলল কিশোর। যেদিন মাল পাচার করে, সেদিন সাইনবোর্ড লাগায়; যাতে কেউ কাছাকাছি না আসে। পাচার করা হয়ে গেলে আবার সরিয়ে নেয়। ওরা প্রথম যেদিন দেখেছিল, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণেই বোধহয় সময়মত সরাতে পারেনি। পরে সরিয়েছে।

ঘাস আর বালির ঢিবিগুলোর কাছাকাছি আসতেই শোনা গেল একটা ভারি ইঞ্জিনের শব্দ। ঢিবির ওপাশে রয়েছে ছোট্ট সৈকত আর সেই জেটিটা।

'লুকাও! লুকিয়ে পড়ো!' কিশোর বলল।

ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল দুজনে।

পাশ দিয়ে চলে গেল একটা ট্রাক্টর। টেনে নিয়ে গেল পেছনে জুড়ে দেয়া ছোট একটা ট্রেলার। ট্রাক্টর চালাচ্ছে ব্যারাকুডা। আড়াল থেকে তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। স্টিয়ারিং হুইলে আঙুলের চেপে বসা দেখেই আন্দাজ করা যায় মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আছে।

দ্রুত নামছে সাঁঝের অন্ধকার। ট্রাক্টরের সঙ্গে দূরত্ব রেখে পেছন পেছন সাইকেল চালিয়ে আসা মূর্তিটাকে প্রথম চোখে পড়ল মুসার। 'কে, রবিন নাকি!'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, রবিনই।'

ট্রাক্টরটা অনেক এগিয়ে গেছে। আস্তে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে। হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল রবিনকে।

পাশ কেটে যাওয়ার সময় শেষ মুহূর্তে কিশোরকে চোখে পড়ল রবিনের। ব্রেক কষে দাঁড়াল। 'মুসা কই?'

'এখানে,' ঝোপ থেকে উঁকি দিল মুসা। হাত-পা চুলকানো শুরু করেছে। 'বাপরে বাপ, বিছুটি!'

'তুমি ওর মধ্যে গেলে কি করে?' কিশোর অবাক। 'আমিও তো একই ঝোপে ছিলাম।'

'কি জানি, কি করে গেলাম!' চুলকানো ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে মুসার।

হেসে ফেলল রবিন, 'হয়তো বিছুটিরাই কাছে টেনে নিয়েছে ওর রক্তের কেমিক্যালের লোভে। পোকা-মাকড় আর পিঁপড়ে যখন

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সব সময় ওর পিছে লেগে থাকে, বিচ্ছুটিরা লাগবে না কেন?'

তিক্তকণ্ঠে মুসা বলল, 'আমি মরি আমার জ্বালায়! আর...'

ট্রাক্টরের ইঞ্জিন বন্ধ হতে মুসার কথাও থেমে গেল।

'কি করব?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চুপ করে বসে থাকি। দেখি কি করে,' জবাব দিল কিশোর।

ভরা জোয়ারের সময় এখন। যে কোন মুহূর্তে সঙ্কেত দেয়া শুরু হয়ে যেতে পারে, ভাবল সে। ক'জনের সঙ্গে লাগতে হবে? প্রথমেই আছে, ব্যারাকুডা। তারপর, হ্যারি। তবে সে এখনও খামারেই রয়ে গেছে। তার বৌটাও আপাতত অকেজো। মাল পাচারের সময় ক্রেগলি ফক্স নিশ্চয় সামনে আসে না। ওহ্হো, আরেকটা লোকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। সেই স্প্যানিয়ার্ডটা। সে এর সঙ্গে কিভাবে জড়িত? যে ভাবেই হোক, হয়তো আসতে পারে এখানে। তাহলে ব্যারাকুডা আর স্প্যানিয়ার্ড। দুজনের বিরুদ্ধে তিনজন। পারা হয়তো অসম্ভব না। কেবল পিস্তল না থাকলেই হয়।

পুলিশ চলে এলে অনেক বেশি সুবিধে হতো। মাল সহ হাতেনাতে পাকড়াও করতে পারত অপরাধীদের। মিসেস হ্যারল্ড কি সময়মত ফোন করতে পারবেন? নাহ্, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

'রবিন, থানায় যেতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'সাইকেলে করে?'

'হ্যাঁ।'

'মিনিট দশেক---বড়জোর পনেরো।'

'তাহলে চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো ওদের নিয়ে এসো। বলবে, এখন না এলে হাতেনাতে ধরতে পারবে না। চুপি চুপি আসতে বলবে, আলো না জ্বেলে, সাইরেন না বাজিয়ে। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন।

'আমরা কি করব?' মুসার প্রশ্ন। 'পুলিশ আসার অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'ব্যারাকুডা যখন আলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আমরা তখন গিয়ে ট্রাক্টর থেকে খুলে দেব ট্রেলারটা। যতভাবে বাধা সৃষ্টি করা যায়, সব করব। চলো, দেখি গিয়ে কি করছে।'

রাস্তার কিনার ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগোল দুজনে। পাহাড়ের চূড়ায় যেন ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক্টর আর ট্রেলারটা। মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল না। বুকের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। দেখে ফেলবে না তো? অলক্ষে থেকে সত্যি পারবে খুলতে? লোহালক্কড়ের ব্যাপার। শব্দ হওয়ার ভয় ষোলোআনা।

কাছাকাছি পৌঁছে ঘাপটি মেরে বসে রইল মিনিটখানেক। ব্যারাকুডা গাড়ির কাছে আছে বলে মনে হলো না। ঝুঁকিটা নিল কিশোর। মুসাকে নিয়ে এগিয়ে গেল জোড়াটা যেখানে আছে সেখানে। এখনও দেখা যাচ্ছে না ব্যারাকুডাকে। কড়া নজর রাখল কিশোর। কাপলিংটা খুলে দিল মুসা। কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না তার খুলতে। শব্দও হলো

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

না।

কাজ শেষ। ব্যারাকুডা দেখতে পায়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরে আসতে যাবে কিশোর, এই সময় লক্ষ করল, ধীরে ধীরে সরে যেতে আরম্ভ করেছে ট্রেলারটা। ঢালের ওপর রাখা ছিল, চাকার নিচে কিছু না দিয়ে এ ভাবে খুলে দেয়াটা উচিত হয়নি মোটেও। কিন্তু মাথার চুল ছিঁড়ে লাভ নেই এখন। প্রায় ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল কিশোর। ধরে ফেলল ট্রেলারের ধাতব দণ্ডটা, যেটা দিয়ে আটকে রাখা হয়।

মুসাও গিয়ে হাত লাগাল কিশোরের সঙ্গে। থেমে গেল ট্রেলারটা। কিন্তু ছেড়ে দিলেই আবার গড়ানো শুরু করবে।

কয়েকটা সেকেন্ডের জন্যে ভোঁতা হয়ে গেল যেন কিশোরের মগজ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ব্রেকটেক নেই নাকি?'

'অন্ধকারে খুলেছি,' জবাব দিল মুসা, 'কি করে বুঝব? তবে মনে হয় নেই। তাহলে আটকে রেখে যেত ব্যারাকুডা।'

'সে নিশ্চয় ট্রাক্টরের ব্রেক আটকে রেখে গেছে···ব্রেক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। ধরে রাখো, আমি চাকা আটকানোর ব্যবস্থা করি। পারবে তো?'

'তাড়াতাড়ি করো। বেশিক্ষণ পারব না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিল কিশোর।

মুসা বলেই পারল। খায় বেশি, গায়ে জোরও বেশি, জুতোর ডগা ওপর দিকে তুলে দিয়ে গোড়ালি দুটো গেঁথে ফেলল প্রায় মাটিতে।

মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। চাকার নিচে কি দেয়া যায়? আশেপাশে যে সব পাথর আছে, বেশি ছোট, চাকা আটকাতে পারবে না।

সরে গেল খানিকটা দূরে।

দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা। হাতের পেশি ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ পারবে না আর। তাগাদা দিল কিশোরকে।

পাওয়া গেল অবশেষে দুটো পাথর। আকারটা ঠিকই আছে, কিন্তু যা ওজন, সন্দেহ হলো কিশোরের আটকাতে পারবে কিনা। পারুক না পারুক, এগুলো দিয়েই দেখতে হবে। এরচেয়ে ভাল আর পাবে না কাছেপিঠে। একটা করে পাথর চাকার নিচে রেখে ভালমত ঠেলে দিল। আস্তে আস্তে ছাড়তে বলল মুসাকে।

ছেড়ে দিল মুসা। তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে। আটকে গেছে। নড়ছে না।

বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর। ঠেকাতে পারল সত্যি সত্যি!

'একটা কাজ তো সারলাম,' হাত ঝাঁকি দিয়ে পেশির ব্যথা কমানোর চেষ্টা করতে করতে বলল মুসা। 'এবার কি করব?'

'ব্যারাকুডা ধারেকাছে নেই,' কিশোর বলল। 'থাকলে আমাদের নড়াচড়া চোখে পড়ে যেত। তারমানে গুহায় গিয়ে ঢুকেছে সে। চলো, দেখে আসি কি করছে।'

alimsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

ঢাল বেয়ে গুহামুখের কাছে নামতে শুরু করল দুজনে। নিচে পাথরের গায়ে ঢেউ ভাঙার ক্রমাগত শব্দ। এর মধ্যে অদ্ভুত আরেকটা শব্দ কানে এল। মরচে পড়া কব্জার ওপর ভারি ধাতব পাল্লা ঘুরল যেন। তারপর কংক্রীটের ওপর ধাতব চাকা গড়ানোর শব্দ।

ঠিক এই সময় বলে উঠল মুসা, 'ওই যে, আলো দেখানো শুরু করেছে!'

দ্বীপের দিকে তাকাল কিশোর। সাদা···সবুজ···সাদা··· লাল।

গুহামুখের ওপরে বসে মাথা নিচু করে ভেতরে উঁকি দিল সে। আলো জ্বলছে ভেতরে। লোহার দরজা লাগানো রয়েছে সুড়ঙ্গের মুখে। সেটা সরানোর শব্দই কানে এসেছে খানিক আগে। এ জিনিস ইদানীংকার বানানো নয়। বহু আগে বানিয়েছিল কেউ। কোন দুর্গের বেরোনোর পথ হতে পারে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আগে থেকেই পালানোর পথটা ঠিক করে রাখত তখনকার দিনের রাজা-বাদশা-জমিদার-সেনাপতিরা। কাদের বাড়ি থেকে পালানোর পথ এটা, খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে, তবে আপাতত সেটা জরুরী নয়। তৈরি করা জিনিস পেয়ে গিয়ে ব্যবহার করছে চোরাচালানীরা, সেটাই হলো আসল কথা।

ব্যারাকুডাকে দেখতে পেল। একটা লোহার ঠেলাগাড়ি ঠেলে আনছে। তাতে সার্চ লাইটের মত বড় একটা বাতি। সঙ্গে ছোট একটা জেনারেটর। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে গুহামুখের

দিকে।

কি দিয়ে এ পাশ থেকে সঙ্কেত দেয়া হয়, দেখা হয়ে গেছে। আর এখানে বসে থাকার কোন দরকার নেই'। থাকলে ব্যারাকুডার চোখে পড়ে যেতে পারে। অকারণ ঝুঁকি না নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে মুসাকে বলল, 'চলো, ওপরে চলে যাই।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

ষোলো

ওপরে উঠে একটা হালকা ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসল দুজনে। ট্রাক্টরটা থেকে দূরে। বলা যায় না, কখন উঠে আসে ব্যারাকুডা, গাড়ির কাছে থাকলে দেখে ফেলবে ওদের। এত কষ্ট করে এতখানি এগিয়ে এখন সব ভজঘট করে দিতে চায় না।

চাঁদ উঠছে। পানির ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে রূপালী আভা। শান্ত, সুন্দর পরিবেশ। প্রথমে শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। তারপর দেখা গেল একটা কালো ছায়া এগিয়ে আসছে জেটির দিকে।

সময় হয়ে গেছে।

'বোট রেখে মাল নিয়ে নিশ্চয় নেমে আসবে যে-ই থাকুক বোটে,' কিশোর বলল। 'গিয়ে অকেজো করে দেবে, যাতে কোনমতেই আর স্টার্ট না নেয় ইঞ্জিন।'

'ফুয়েল পাইপ কেটে দিলেই হয়,' মুসা বলল।

'কি দিয়ে কাটবে?'

পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল মুসা। 'চিলেকোঠায় পেয়েছি। কাজে লাগবে ভেবে পকেটে ভরে রেখেছিলাম। এমন কাজ করতে হবে কল্পনাও করিনি।'

ধীরে ধীরে গুহার দিকে এগিয়ে আসছে বোট। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলো বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করেছে পাহাড়ে। রাস্তা বোঝা যায় না ঠিকমত। আলগা পাথরে পড়ে কিংবা অন্য কোনভাবে পা পিছলালে এখন গড়িয়ে গিয়ে পড়তে হবে বহু নিচে। পাথরে পড়লে হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না।

তবে তেমন কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদে নেমে এল ওরা পানির দুই ফুট ওপরে। একটা খাঁজ দেখিয়ে তাতে বসে মুসাকে অপেক্ষা করতে বলল কিশোর। সে নিজে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল গুহাটার দিকে। ঢাল বেয়ে নামার সময় আড়ালে চলে গিয়েছিল, এখন চোখে পড়ল আবার বোটটা। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে। বোটের ডেকে দেখা যাচ্ছে গাঁইটগুলো। সেই অদ্ভুত লাল-সবুজ রঙে ছাপ মারা লোগোওয়ালা গাঁইট।

কথার শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে পাথরের দেয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ফেলল কিশোর।

'আবার এক হপ্তা পর মাল চালান দেয়ার সুযোগ পাব আমরা,' একটা কণ্ঠ বলছে। 'অকারণে ততদিন আর দ্বীপে থাকার দরকার নেই তোমার। ফার্মে গিয়ে গাঁইটগুলো খুলব আমি। কাল সকালেই লরিতে করে জায়গামত মাল চালান দিয়ে আসবে হ্যারি। তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে।'

'আজ কি আর দ্বীপে ফেরা লাগবে?' দ্বিতীয় কণ্ঠটা বলল। 'বোটটা এখানে রেখে গেলে হয় না?'

লোকটা কে, অনুমান করতে পারল কিশোর। সেই

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com

স্প্যানিশটা। কথার টান শুনেই সেটা বোঝা গেল।

'তোমাকে যা বলা হয়েছে সেইমত করো,' রুক্ষ হয়ে উঠল ব্যারাকুডার কণ্ঠ। 'আমার ভাই এসে হাজির হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কি জানি কেন, সন্দেহ জেগেছে তার মনে। আর ওই বিচ্ছু ছেলেগুলো তো হয়েছে একেকটা ইবলিস। আটকে ফেলেছি অবশ্য।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল স্প্যানিশ লোকটা, বুঝতে পারল না কিশোর। কিন্তু ব্যারাকুডার কণ্ঠ স্পষ্ট। 'কোন সমস্যা নেই। সকাল বেলা গিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে আসব আমি। আমি হ্যারির সঙ্গে শেফিল্ড মার্কেটের জন্যে গরু তুলব গাড়িতে, তুমি চলে যাবে তোমার পথে। দশ লাখ ডলারের ব্যবসা। কোন রকম ভুল করা চলবে না।'

বোট থেকে গাঁইট নামানো শুরু করল দুজনে। বয়ে নিয়ে চলে গেল সুড়ঙে। কাজটা শেষ করার এখনই সুযোগ, পরে আর পাওয়া যাবে না। ঢালের যে রকম অবস্থা, তাড়াহুড়া করা বড় কঠিন। তারপরেও যতটা সম্ভব দ্রুত মুসার কাছে চলে এল কিশোর। 'জলদি এসো!'

বোটের কাছে চলে এল দুজনে। নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল কিশোর, মুসা উঠে গেল বোটে।

অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে। অথচ পেরিয়েছে মাত্র দুই মিনিট। তিন মিনিটেই কাজ সেরে ফিরে এল মুসা। হাতে এক টুকরো কাটা পাইপ। হাসিমুখে জানাল, 'সব তেল পড়ে যাচ্ছে সমুদ্রে।'

'বাড়তি ক্যান নেই?'

'আছে একটা।'

'ওটাও খালি করে দিয়ে এসো। কাটা পাইপ বদল করে যাতে স্টার্ট দিতে না পারে। কোন সুযোগই দেব না আজ ব্যাটাদের।'

আবার চলে গেল মুসা। ক্যানের মুখ খুলে পানিতে ঢেলে খালি করতে সময় লাগবে। তারচেয়ে যেটা অনেক সহজ, সেই কাজটাই করল। যতটা সম্ভব দূরে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল। নেমে এল বোট থেকে।

কাজ শেষ। আবার পাহাড় চূড়ায় ফিরে চলল দুজনে।

ঘুরপথে এসেছে। সময় লেগেছে প্রচুর। ওপরে উঠতেই কানে এল ট্রাক্টরের ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ। ভারি হলো শব্দ। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

চাঁদের আলোয় একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল দুই গোয়েন্দা।

'ট্রেলারটা যে যাচ্ছে না সঙ্গে,' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর, 'কতক্ষণ লাগবে বুঝতে? চলো, চলো, মজা দেখিগে!'

লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল দুজনে।

চিৎকার শোনা গেল, 'জলদি এসো! ট্রেলারটা যাচ্ছে না!'

চাঁদের আলোয় গোয়েন্দারা দেখল, উঁচুনিচু জমিতে দোল খেতে খেতে রাস্তার দিকে চলেছে ট্রাক্টর। অনেক পেছনে লাফালাফি করছে একজন লোক। ওপর দিকে করে মুঠো ঝাঁকাচ্ছে আর চিৎকার করছে।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

হা-হা করে হেসে উঠতে গিয়েও তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিল মুসা। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করছে ওর। কিশোরের মুখেও নীরব হাসি।

স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে কিছু বলতে বলতে ট্রাক্টরের দিকে ছুটে গেল লোকটা। দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাক্টর। কাছে চলে গেল লোকটা। উত্তেজিত কথাবার্তা আর গালাগাল শোনা গেল। আবার পিছিয়ে আসতে শুরু করল ট্রাক্টর।

'ওই দেখো!' মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল কিশোর।

মুসাও দেখল। ঘাস যেখানে শেষ হয়েছে, তার ওপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাড়ি, অপেক্ষা করছে নীরব শিকারীর মত।

হঠাৎ বেজে উঠল বাঁশি। জ্বলে উঠল শক্তিশালী আলো। আলোকিত করে দিল পুরো এলাকাটা। গাড়ি থেকে টপাটপ লাফিয়ে নামতে শুরু করল নীল ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক।

স্প্যানিশ লোকটাকে সৈকতের দিকে দৌড় দিতে দেখল কিশোর। মেগাফোনে চিৎকার করে তাকে থামার নির্দেশ দিল একজন পুলিশ অফিসার। হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। দুই হাত ওপরে তুলে ঘুরে দাঁড়াল। তবে ব্যারাকুডা এত সহজে থামল না। ট্রাক্টর চালিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করল সে। পুলিশও ছাড়ল না। লাফ দিয়ে একজন উঠে পড়ল ট্রাক্টরের পা-দানীতে। ঢুকে গেল কেবিনে। অবাক হয়ে এতক্ষণে লক্ষ করল, ব্যারাকুডা নেই ড্রাইভিং সীটে।

গেল কোথায় সে? নিশ্চয় লাফ দিয়ে নেমে পালিয়েছে।

ব্যারাকুডা যে নেই, সেটা আগেই লক্ষ করেছে মুসা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওর খোঁজে। স্প্যানিশ লোকটা হাত তুলতেই বড় একটা পাথরের কাছে ঝোপের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে সরে যেতে দেখল সে।

'ওই যে, ওই যে, যাচ্ছে!' বলে চিৎকার করে উঠে মুসা দিল দৌড়।

কিশোর ছুটল মুসার পেছনে। ওদের দেখতে পেয়েছে রবিন। সে-ও ছুটে এল। পুলিশও হই-হই করে উঠল।

তাড়া খেয়ে মাথার ঠিক রইল না ব্যারাকুডার। এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার দৌড় দিতে গেল। পথরোধ করে দাঁড়াল মুসা। রাগে চিৎকার করে উঠল ব্যারাকুডা। পকেট থেকে পিস্তল বের করতে গেল। কিন্তু সুযোগ দিল না মুসা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল তীব্র গতিতে। পেটে গুঁতো খেয়ে হুঁক করে উঠল ব্যারাকুডা। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা বলল, 'গুঁতো মেরে আমাদের রাস্তা থেকে ফেলে দিয়ে মারতে চেয়েছিল না? প্রতিশোধ নিলাম।'

*

'দারুণ দেখিয়েছ তোমরা!' প্রশংসা করলেন ইন্সপেক্টর।

পরদিন এনিড আন্টির লিভিং-রুমে বসে কথা হচ্ছে। তিন গোয়েন্দা বসেছে মুখোমুখি। খানিক দূরে এনিড আন্টি।

'এক ট্রিপেই দশ লাখ ডলারের ভাগ,' ইন্সপেক্টর বললেন,

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

'সোজা কথা! অনেক দিন থেকেই এদের পেছনে লেগে ছিলাম আমরা। পুরো দলটার হদিস পাইনি। এবার পেলাম। ধন্যবাদটা পুরোপুরি তোমাদেরই প্রাপ্য। শেফিল্ডের সব কটাকে ধরেছি। ক্রেগলি ফক্সও বাদ যায়নি। কাল রাতেই ধরা হয়েছে হ্যারি আর তার স্ত্রীকে।'

'মিসেস হ্যারল্ডের খবর কি?' জানতে চাইল কিশোর। 'তিনি ভাল আছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। 'কাল রাতেই ডাক্তার গিয়েছিল তাঁকে দেখতে। বলেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি সেরে উঠবেন।'

'তাঁর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে,' এনিড আন্টি বললেন। 'একজন ক্রেতা ঠিক করেছি। এক চাষীর ছেলে কিনতে চায় ফার্মটা। বেশ ভাল দাম দিতে রাজি। এতটা দেবে আমিও আশা করিনি।'

'দ্বীপটার কি অবস্থা?' জানতে চাইল রবিন।

'মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, দ্বীপটা এখন পাবলিকের। মিস্টার হয়ার কিনে নিচ্ছেন ওটা। ওখানকার বুনো পাখিদের বাঁচানোর জন্যে। দেখাশোনার জন্যে ভাল একজন কেয়ার-টেকার খুঁজছেন। দেখি, জোগাড় করে দেয়া যায় কিনা। ক্রেগলি ফক্সের মত শয়তান হলে হবে না।'

ঘড়ি দেখলেন ইন্সপেক্টর। 'আমাকে যেতে হচ্ছে,' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন। 'আশা করি ছুটির বাকি দিনগুলো তোমাদের ভালই কাটবে এখানে।' তারপর

চোখের দৃষ্টি বাঁকা করে বললেন, 'দেখো, ইতিমধ্যে আরেকটা রহস্য জোগাড় করে ফেলতে পারো নাকি। যা বুঝতে পারছি, রহস্য আপনাআপনি এসে হাজির হয় তোমাদের সামনে। নইলে বাড়িতে পা দিয়েই দ্বীপের আলো চোখে পড়বে কেন রবিনের?'

মুচকি হেসে দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

-: শেষ :-

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

sumon

A lonely man in the crowded planet